কি! যৌবনের যে শক্তি বলে আমি মল্লভূমে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রেছি, যে সমস্ত বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে একটী দীন অনার্য্যপালিত ক্ষত্রিয় বালক এই বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থাপিত ক'রেছে, সে শক্তি জন্মের মত অন্তর্হিত।

পদ্মা।—একা যখন কেউ রমাইকে দমন ক'র্‌তে পার্‌ছে না, তখন সবাই মিলে দমন করুক না কেন।

বীর।—একজন রাজার শত্রুকে সাধারণের শত্রু মনে ক'র্‌বে, দেশের শত্রু জ্ঞানে একত্র হয়ে তার দমনে অগ্রসর হবে, বাঙ্গলায় সে মহাপুরুষ আর নাই। বহুদিন ধ'রে ধারায় ধারায় প্রবাহিত শান্তি জল, বাঙ্গালীর বীরত্ব স্ফুলিঙ্গের চিহ্ন পর্য্যন্ত নিভিয়ে দিয়েছে। বাঙ্গালী শক্তি হারিয়ে এখন শুধু কল্পনার কুহকে নিশ্চিন্ত। স্ত্রীজাতির মত শুধু কলহে আর বাক্‌বিতণ্ডায় পারদর্শী। কি আর বল্‌ব পদ্মাবতী! চিন্তায় আমার শরীর জর্জ্জরিত। সামান্য রমাই ঘোষের উৎপাতেই বাঙ্গলা যদি এত ব্যতিব্যস্ত, কোন প্রবল শত্রু যদি দেশ আক্রমণ করে,—করে কি নিশ্চয়ই ক'র্‌বে, তা হ'লে এ বাঙ্গালার কি হবে? যাক্ সে পরের কথা। এখনকার চিন্তা যে আরও বিষম। শুন্‌লুম, উদ্ধত রমাই আমার রাজ্যের সীমায় এসে উৎপাত করে গেছে। এখন যদি সে আমার বিষ্ণুপুরই আক্রমণ ক'রে বসে, তা হ'লে রক্ষা করবার উপায় কি?

পদ্মা।—আপনার ঐ এক কথা, ক্ষুদ্র রমাই বিষ্ণুপুর আক্রমণ ক'র্‌তে সাহস ক'র্‌বে! এ আপনি মনেও স্থান দেন?

বীর।—স্থান দিতে আর অপরাধ কি? সে যখন আমার প্রজার ওপর অত্যাচার ক'র্‌ছে, তখন আর বাকী রেখেছে

কি? আমার বিষ্ণুপুর আক্রমণের সঙ্গে তার আর প্রভেদ কি? সে ত আমাকে এক রকম যুদ্ধে আহ্বানই ক'রেছে। কিন্তু আমি হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে ঘরে বসে আছি। তোমার ভাই সেনাপতি এই শুভ সংবাদ প্রতিদিন স্বকর্ণে শুনছেন, আর মনের দুঃখে মদনমোহনের প্রসাদের ভূয়ীষ্ঠ নাশ কর্‌ছেন।

পদ্মা।—এই আরম্ভ হ'ল! আপনি অবকাশ পেলেই আমার ভাইকে নিয়ে রহস্য করেন মহারাজ। তাকে এই গৌরবান্বিত পদ দেওয়াই বা কেন, আর দিয়ে রহস্য করাই বা কেন? এর পর আপনি যে বল্‌বেন, আমার ভাই হতে আপনার রাজ্যের অনিষ্ট হ'ল, সেটী হবে না। আপনি এই বেলা মানে মানে তার পদ অপর কাউকেও প্রদান করুন।

বীর।—ভাইয়ের কথা তুল্‌লে তুমিই বা ক্রোধ কর কেন? যদি বিষ্ণুপুর দুর্ভাগাবশে শত্রুহস্তগত হয়, তখন কি তারা তোমার ভাইয়ের মুখে দুধের বাটী তুলে সিংহাসনে বসিয়ে, মেহনত হয়েছে বলে বাতাস করতে থাক্‌বে।

পদ্মা।—তখন সকলকার যা দশা তারও তাই হবে।

বীর।—বেশ, বেশ এইটে ভেবে চুপ করে বসে থাক্‌লেই আমিও নিশ্চিন্ত।

পদ্মা।—ভাইটেকে মিছেমিছি একটা গয়লার সঙ্গে যুদ্ধে পাঠিয়ে মেরে ফেল্‌তে পার্‌লেই আপনি নিশ্চিন্ত।

বীর।—বস্ বস্ আর কথায় কাজ কি, বিষ্ণুপুর থাক আর যাক আমি আর দ্বিতীয় কথাটী কইবো না। এবারে যদি

আমি কোনও কথা কই, তা হ'লে তোমরা ভাই ভগিনীতে মিলে আমার হাত পা বেঁধে বিড়াই নদীতে ফেলে দিও।

পদ্মা।—বালাই, আমরা অমন কাজ ক'রতে যাব কেন, তার চেয়ে আপনি আমাদের ভাইবোন্‌কে বিসর্জ্জন দিন। সকল আপদ চুকে যাক্।

বীর।—তোমরা দু'জনে, না তার সঙ্গে রঞ্জাবতী?

পদ্মা।—তাকে ফেলতে যাবেন কেন? সে সরলা বালিকা, সে কি অপরাধ ক'রেছে?

বীর।—তাই বল—এই বৃদ্ধ বয়সে একেবারে গৃহশূন্য—পাকাচুল তুলে দেবারও তো লোক চাই!

পদ্মা।—সে আর ব'ল্‌ছেন কেন? আপনার মতলব কি আর বুঝ্‌তে বাকী থাকে? মেয়ে হ'লে কি এতদিন তার বিয়ে পড়ে থাক্‌তো? এ যে যুবতী শালী।

বীর।—দেখ, তোমার মতন বুদ্ধিমতী যদি আর একটী এই বুড়ো বয়সে আমার পাশে থাকে, তাহ'লে আমি ঘরে ব'সে শুধু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নেড়ে দু'শো রমায়ের মাথা কেটে ফেল্‌তে পারি।

পদ্মা।—নিন—তামাসা রাখুন—রঞ্জাবতীর পাত্রের সন্ধান করুন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—মহারাজ! গৌড়েশ্বর তাঁর পুত্রের সঙ্গে রঞ্জাবতী দেবীর বিবাহের জন্য আপনার কাছে নারিকেল পাঠিয়েছেন।

পদ্মা।—মহারাজ! মদনমোহনের কৃপায় আপনার ছটী পাশ আর পূরণ হ'লনা। প্রজাপতি এইবারে মুখ তুলে

চেয়েছেন। গৌড়েশ্বরের পুত্র যদি রঙ্গাবতীর বর হয় ত এ হ'তে সৌভাগ্যের কথা আর কি আছে।

বীর।—যথার্থই পদ্মাবতী, এ শুভ সংবাদ। গৌড়েশ্বরকে যদি কুটুম্ব করতে পারা যায়, তাহ'লে রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত।

পদ্মা।—মহারাজ আর বিলম্ব ক'রবেন না, আপনি শুভ সংবাদটা নিয়ে এলে, আমি মঙ্গলচণ্ডীর পূজো দিই, মদন-মোহনের পূজো দিই।

(রাজার প্রস্থান ও রঙ্গাবতীর প্রবেশ)

রঙ্গা।—হ্যাঁ দিদি! সবাই রমাই ঘোষ রমাই ঘোষ করছে, রমাই ঘোষটা কে?

পদ্মা।—রমাই হচ্ছে 'নগরের' জায়গীরদার। তার বাপ হরি ঘোষ গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে রাখালি ক'রত। বর্ত্তমান গৌড়েশ্বরের বাপ হরি ঘোষকে বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে নগর নামে একখানা গ্রাম জায়গীর দিয়েছিল। তারই বেটা রমাই ঘোষ।

রঙ্গা। তা তার এত প্রতাপ, যে সমস্ত বাঙ্গলার লোক তার নামে কাঁপে!

পদ্মা।—আজ কাল তার আস্পর্দ্ধা বড়ই বেড়েছে বটে।

রঙ্গা।—তাকে কেউ দমন ক'রতে পারেনা?

পদ্মা।—কই সেরূপ লোক ত দেখছিনি! এক পারেন তোমার ভগিনীপতি। তা তাঁকে এই বৃদ্ধ বয়সে একটা তুচ্ছ রমাই ঘোষের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে, মিছামিছি একটা বিপদ ডেকে আনবো।

প্রথম অঙ্ক।

রঙ্গা।—দিদি ক্রোধ ক'রোনা—এটা বিষ্ণুপুরের রাণীর যোগ্য কথা নয়।

পদ্মা।—রমাই আমাদের ত কোন অনিষ্ট করেনি।

রঙ্গা।—যদি করে? যদিই সে বিষ্ণুপুর এসে আক্রমণ করে?

পদ্মা।—বল কি ভগিনী! বিষ্ণুপুর আক্রমণ করা কি রমায়ের কাজ। গড়ের মুখের দল-মাদল কামানের সুমুখে স্বয়ং যমরাজই উপস্থিত হ'তে সাহস করেনা, তা সে কোথাকার তুচ্ছ রমাই।

রঙ্গা।—কথাটা শুনে সন্তুষ্ট হ'লুম না দিদি! রমায়ের শুনলুম অদ্ভুত সাহস। লোকে তার ভয়ে বড়ই ভীত হ'য়েছে। বিষ্ণুপুরের অনেকেই ঘর ছেড়ে পালাবার কথা ক'চ্ছে। রমাই আমাদের ক্ষতি করেনি কি, যথেষ্ট ক্ষতি ক'রেছে। মহারাজের অনেকগুলি প্রজার ঘর লুটে নিয়েছে। আজ আবার শুনলুম গড় মান্দারণ অবরোধ ক'রেছে।

পদ্মা।—এ সব খবর তুমি কোথা থেকে পেলে? মহারাজ পেলেন না। আমি পেলুম না।

রঙ্গা।—শীঘ্রই এ সংবাদ পাবে। আমি মদনমোহনের মন্দিরে গিয়ে এ সংবাদ পেয়েছি। কোথা থেকে নারিকেল নিয়ে মহারাজের কাছে ভাট এসেছে?

পদ্মা।—আরে পাগলী! সে কিসের জন্য! সে তোমার জন্য ভাট নারিকেল এনেছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আর দু'দিন পরে আমরা এমন শক্তিমানের সঙ্গে সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি, যে শত রমাইও আর বিষ্ণুপুরের ত্রিসীমায় আস্‌তে সাহস ক'র্‌বে না।

রঙ্গা।—পরের অনুগ্রহ ভিক্ষারই বা প্রয়োজন কি?

পদ্মা।—এমন পাগল মেয়ে ত আমি কখন দেখিনি। পরকি? সে যে দুদিন পরে নিজের হতেও আপন হবে। বর পেয়েই তুই পর হয়ে যাবি নাকি রঞ্জাবতী।

রঞ্জা।—দাদা ত সেনাপতি তা তিনি এত সৈন্য নিয়ে চুপ করে আছেন কেন?

পদ্মা।—আ হরি! তোমার দাদা কি মানুষ! তা হ'লে দুঃখ কি! সে রাজার শালা বলে সেনাপতি, যুদ্ধের কি জানে! (বীরমল্লের প্রবেশ) কি সংবাদ মহারাজ!

বীর।—সংবাদ ভাল। আমি ত স্বীকার করে সওগাত দিয়ে গৌড়ে লোক পাঠিয়ে দিলুম। কিন্তু এ দিকে যে বিপদ উপস্থিত রমাই যে মান্দারণ আক্রমণ ক'রেছে। একেবারে বিষ্ণুপুর ডিঙ্গিয়ে মান্দারণ আক্রমণ, এত ভাল কথা নয়।

পদ্মা।—কোন পথ দিয়ে মান্দারণ গেল?

বীর।—তা কেমন ক'রে ব'ল্‌ব। কিন্তু তার মতলব ভাল নয়। মান্দারণ-পতি লক্ষণ সেন আমার সহায় ছিলেন। তাকে আক্রমণ কর্‌বার অর্থ ত আর কিছু নয়, আমাকে হীনবল করা। এতে বোঝা যাচ্ছে বিষ্ণুপুর আক্রমণ কর্‌বারও তার উদ্দেশ্য আছে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

অম্বিকা—রাজবাটী প্রাঙ্গণ।

(নয়ন ও প্রজাগণ)

১ম প্রজা।—দয়াময় বহুদূর থেকে আপনার নাম শুনে এসেছি।

২য় প্রজা।—কোনও জায়গায় আশ্রয় পাইনি, মহারাজ! শুন্‌লুম আপনি দয়ার সাগর। আপনি না রক্ষা ক'র্‌লে দেবতা, আমরা যে সব ধনে প্রাণে মারা যাই।

১ম প্রজা।—ঘর বাড়ী, ধন, দৌলত, স্ত্রী-পুত্র, সব যমের মুখের কাছে রেখে এসেছি।

নয়ন।—আগে স্থির হও, এমন ব্যস্ততা দেখালে ত আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌বো না। স্থির হয়ে বুঝিয়ে বল।

১ম প্রজা। মহারাজ! রমাই ঘোষের দৌরাত্ম্যে আমাদের প্রাণ যায় যায় হ'য়েছে।

নয়ন।—রমাই ঘোষ! সে ত বীরভূম জেলার জমীদার!

১ম প্রজা।—আজ্ঞা হাঁ মহারাজ!

নয়ন।—তা সে এখানে এলো কেমন ক'রে! তোমরা কার প্রজা?

১ম প্রজা।—আজ্ঞে গড় মান্দারণের রাজার।

নয়ন।—লক্ষ্মণ সেনের! তা তিনি তো একজন বীরপুরুষ তিনি কি ঘোষের পোকে দমন ক'র্‌তে পার্‌লেন না?

১ম প্রজা।—তিনি কি আছেন?

নয়ন।—লক্ষ্মণ সেন নেই ?

১ম প্রজা।—তিনি রমায়ের সঙ্গে যুদ্ধে মারা প'ড়েছেন। তাঁর স্ত্রী এক শিশু পুত্র নিয়ে নগর রক্ষা ক'র্‌ছেন। কিন্তু তিনি আর কয়দিন রমায়ের সঙ্গে যুঝ্‌তে পারেন হুজুর! তাই আপনার শরণাপন্ন হ'য়েছেন। এই পত্র দিয়েছেন (পত্রদান) আপনি তাঁর পিতৃস্বরূপ হ'য়ে তাঁর, ধর্ম্ম, মান, শিশুপুত্র, রক্ষা করুন।

নয়ন।—ভাল, তোমরা বিশ্রাম করগে।

১ম প্রজা।—দয়াময়, আশ্রয় দিন্ অভয় দিন।

নয়ন।—কোথায় বীরভূম, আর কোথায় মানভূম, এর ভেতরে কিছু না হয় ত ছোট বড় একশো জমীদার। মাঝ খানে বিষ্ণুপুর সে সমস্ত ডিঙ্গিয়ে রমাই ঘোষ কেমন ক'রে মান্দারণে এসে উপস্থিত হ'লো!

১ম প্রজা।—কিছুই বল্‌তে পার্‌ছি না মহারাজ।

নয়ন।—বেশ, তোমরা বিশ্রাম ক'র্‌গে।

উভয়ে।—মহারাজ নিশ্চিন্ত হব ?

নয়ন।—হঠাৎ আমি একটা জবাব দিতে পাচ্ছিনে। বুঝতেই ত পার্‌ছ বাপু! আমি বৃদ্ধ। যৌবনের শক্তির কণা মাত্রও আমাতে অবশিষ্ট নেই। তার পর বাঙ্গলার কোন রাজাই তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহস করেনি। আমি একটু দেওয়ানের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কিছু ব'ল্‌তে পার্‌ছি না। ভাল গড়ের এখন অবস্থা কি ?

১ম প্রজা।—আজ কালের ভেতরে সাহায্য না পেলে, গড় শত্রু হস্তগত হবে।

নয়ন।—যাও, একটু বিশ্রাম করগে। কে আছ—দেওয়ানজীকে ডেকে দাও।

(প্রজাগণের প্রস্থান)

(বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা।—মহারাজ! গোলামকে তলব ক'রেছেন কেন?

নয়ন।—তোর বাপ চ'লে গেছে?

বলা।—হাঁ মহারাজ, বাবা ও মা দুজনেই ত কাল রাত্রে চ'লে গেছে!

নয়ন।—কোন পথে গেছে ব'ল্‌তে পারিস্? মেদিনী-পুরের পথে না তমলুকের পথে?

বলা।—তা তো ব'ল্‌তে পারি না মহারাজ! জগন্নাথে যাবে এইমাত্র জানি।

নয়ন।—তা তো যাবেই। কিন্তু কালীঘাট হয়ে যাবে শুনেছিলুম।

বলা।—আমি তা জানি না। কেন মহারাজ! তাঁকে কি দরকার আছে? দরকার থাকে ত বলুন না। যেখানে থাকে ধরে নিয়ে আসি। হুকুম করুন, লাঠীতে ভর দিয়ে একেবারে উড়ে যাই।

নয়ন।—না তা আর ক'র্‌তে হবে না। তারা স্বামী স্ত্রীতে, পুরুষোত্তম দর্শনে চ'লে গেছে, তাদের আর বাধা দিয়ে কাজ নেই। দেখি তুই এক কাজ কর, তোদের দলবল, যে যেখানে থাকে, সব এক জায়গায় জড় হ'য়ে থাক্‌তে বল্। আমার দোসরা হুকুম না হ'লে, যেন কোথাও না যায়।

বলা।—যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান)

(দেওয়ানের প্রবেশ)

নয়ন।—মান্দারণের কতকগুলি প্রজা শরণার্থী হয়ে আমার কাছে এসেছে। মান্দারণের রাজা লক্ষ্মণ সেন জীবিত নাই। তার এক মাত্র শিশু সন্তান এখন মান্দারণের অধিপতি। রমাই ঘোষ তার রাজ্য আক্রমণ ক'রেছে। তার হাত থেকে সে শিশুর প্রাণরক্ষা করে, এমন শক্তিমান মান্দারণে কেউ নাই। এরূপ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য দেওয়ান।

দেও।—মহারাজ চিরদিনই আর্ত্তত্রাণ। কিন্তু রমায়েরও অসীম প্রতাপ।

নয়ন।—সেই জন্যই তো তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রছি কর্ত্তব্য কি?

দেও।—বিশেষ আয়োজন না ক'রে, তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে পরামর্শ দিতে আমি সাহস করি না।

নয়ন।—তার ওপর দলু সর্দ্দার এখানে নেই। সে তীর্থ ক'রতে স্বস্ত্রীক পুরুষোত্তমে চ'লে গিয়েছে। অম্বিকায় রমায়ের সমকক্ষ যোদ্ধার অভাব। আমার ছেলেরা শান্তির সময়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছে, প্রকৃত যুদ্ধ কখনো দেখেনি। আমি বৃদ্ধ, যৌবনে যে শক্তির প্রভাবে আমি অম্বিকার গৌরব প্রতিষ্ঠা ক'রেছি, আর তা আমাতে নেই।

দেও।—দুদিন এ বিষয়ে চিন্তা না ক'র্‌লে ত আমি কিছু ব'লতে পারছি না মহারাজ।

নয়ন।—চিন্তা। দেওয়ান চিন্তার অবসর নাই। আজ যদি মান্দারণ রক্ষার্থ সৈন্য না পাঠাই, কাল লক্ষণ সেনের ক্ষুদ্র শিশু শত্রুহস্তগত হবে।

দেও।—তাহ'লে, আমি ভৃত্য—আমি মহারাজের যশঃ শরীরেরই স্বাস্থ্য কামনা করি। এ যুদ্ধের পরিণাম কি বুঝ্‌তে পারছিনা। তথাপি আমি আপনাকে এ মহৎ কার্য্য হ'তে নিবৃত্ত হ'তে বল্‌তে সাহস করি না। কেননা শরণাগত প্রতিপালনই রাজধর্ম্ম।

নয়ন।—দেওয়ান! এই কথা শোন্‌বার জন্যই আমি তোমাকে ডাকিয়েছিলুম। তাহ'লে তুমি এখন থেকেই রাজ্য-ভার গ্রহণ কর।

দেও।—তা আপনিই বা একার্য্যে অগ্রসর হবেন কেন মহারাজ! চিরকালই যে অম্বিকায় শান্তি থাক্‌বে তারই বা মানে কি? এইত অশান্তির সূচনা—আপনার চার উপযুক্ত পুত্র। এই অবসরে তাদের রাজ্যরক্ষার উপযোগী কর্‌লে হয় না?

নয়ন।-বেশ ব'লেছ। রাজপুত্র যদি রাজধর্ম্মের উপযুক্ত না হয়, তাহ'লে তাদের জীবনের মূল্য কি! আমার অম্বিকা তাদের জন্য নয়। শত বৎসর কাপুরুষ রাজার অধীন থাকার চেয়ে, একদিনের বীরত্ব স্মৃতি বুকে ধ'রে যদি আমার অম্বিকা রসাতলে যায়, তাও অম্বিকার গৌরবের কথা!

দেও।—ভৃত্যেরও তাই মত মহারাজ!

নয়ন।—বেশ, তুমি এখন এস। (দেওয়ানের প্রস্থান) মহীধর! (রাজপুত্র চতুষ্টয়ের প্রবেশ) মান্দারণের শিশুরাজা বড়ই বিপন্ন। নগরের এক জমীদার, তাঁর রাজ্য আক্রমণ

ক'রেছে। তোমরা সেই শিশুটীকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে?

১ম পুত্র।—মহারাজ! শিশু রাজার বিপদের কথা শুনে আমরা সকলেই রমাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বার অনুমতি নিতে এসেছি।

নয়ন।—বড়ই সন্তুষ্ট হ'লুম। তাহ'লে আজই তোমরা রঙ্কিণী দেবীকে প্রণাম ক'রে যাত্রা কর। সময় বড়ই সংক্ষিপ্ত, দিন ক্ষণ দেখে যাত্রা ক'র্‌বার পর্য্যন্ত অবকাশ নাই।

সকলে।—যথা আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

বিষ্ণুপুর—রাজবাটী।

(মণিরাম)

মণি।—রমাই ঘোষের দমন ক'র্‌তে আমি যাব! পাগল আর কাকে বলে। যা শত্রু পরে পরে। রমাই ঘোষ লক্ষ্মণ সেনকে মেরে ফেল্‌তে পার্‌লেই ত আমি নিশ্চিন্ত। আমি রমাইকে মারি, আর উনি অপুত্রক বিষ্ণুপুর রাজ, তার একটা ছেলেকে পুষ্যিপুত্তুর নিয়ে রাজ্যটী তাকে দান করেন। এ রকম কাজ না ক'র্‌লে ওঁর সুখ হবে কেন! একটী একটী ক'রে রাজ্যের সবাইকে তাড়িয়ে আমিই রাজ্যের এক রকম কর্ত্তা হ'য়েছি। সমস্ত সৈন্য এখন আমার বশে, আর আমাকে পায় কে! কালে আমিই বিষ্ণুপুরের রাজা। লক্ষ্মণ সেন ম'লে শর্ম্মা একেবারে নিশ্চয় রাজা। এখন আমি তাকে রক্ষা

ক'রে আপনার পায়ে কুড়ুল মারি। আরে আমিই ত রমায়ের পেছনে আছি,—তাকে বিষ্ণুপুরের ধার দে নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত ক'রতে দিচ্ছি। আমি শত্রু হ'লে সে বিষ্ণুপুর ডিঙ্গিয়ে যায় কেমন করে? সেই রমাইকে মারতে আমি যাব।

(বীরমল্লের প্রবেশ)

বীর।—রমাই ঘোষ নাকি গড় মান্দারণ অবরোধ ক'রেছে!

মণি।—তাইত শুন্‌ছি মহারাজ!

বীর।—শুনে কি ক'র্‌ছ!

মণি।—কি ক'র্‌ব ঠাওর ক'র্‌তে পার্‌ছি না।

বীর।—লক্ষ্মণ সেন আমার হিতৈষী বন্ধু। তার বিপদের কথা শুনে তুমি চুপ ক'রে আছ?

মণি।—আজ্ঞা মহারাজ আমি তো চুপ ক'রে নেই। রমাই ঘোষের কি ক'রে দমন হয়, এই ভাবনায় আমি ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়াচ্ছি।

বীর।—ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়ালে ত আর সে নেমকহারামের দমন হবে না, মান্দারণের সাহায্যে সৈন্য পাঠাও।

মণি।—পাঠাবার ব্যবস্থা ক'র্‌ছি। কোন্ দিক দিয়ে কত সৈন্য নিয়ে গেলে চট্ করে রমাইকে গ্রেপ্‌তার ক'র্‌ব তারই চিন্তা ক'র্‌ছি।

বীর।—চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে যখন রমাই এসে তোমাকে চট্ ক'রে গ্রেপ্‌তার ক'রে আমার রাজ্য আক্রমণ ক'র্‌বে, তখন কি ক'র্‌বে!

মণি।—আপনার রাজ্য আক্রমণ করা কি রমায়ের সাধ্য! মান্দারণের ক্ষুদ্র জমীদারের সঙ্গে কি আপনার তুলনা। আপনি

পশ্চিম বঙ্গের রাজা। আপনার দল-মাদল কামানের সুমুখে স্বয়ং যমরাজ ঘেঁস্‌তে পারেন না ; আপনার রমাইকে ভয় কি মহারাজ ?

বীর।—ও সব স্তোক বাক্যে আমায় ভোলাবার চেষ্টা ক'রোনা মণিরাম ! সংসার সম্বন্ধে তুমি আমার আত্মীয়ই হও, আর যেই হও, রাজ্য সম্বন্ধে যদি তোমা হ'তে সামান্য অনিষ্টও হয়, তাহ'লে আমি তোমাকে শত্রু বলেই মনে ক'র্‌ব।

মণি।—সে কি মহারাজ ! আমি আপনার ভৃত্য, আমা হ'তে আপনার অনিষ্ট হবে, একি কথা ! আমি মহারাজের মঙ্গলের জন্যই যুদ্ধে যেতে ইতস্ততঃ ক'র্‌ছি।

বীর।—আর ইতস্ততঃ ক'র্‌তে হবে না, এখনি সৈন্য নিয়ে মান্দারণে যাও। দুরাত্মা রমাইকে শাস্তি দাও। যদি এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে অস্ত্রধারণ করাবার ইচ্ছা না থাকে, তা হ'লে আজই সৈন্য নিয়ে যাত্রা কর। সে নেমকহারামকে বেঁধে নিয়ে এস।

(প্রস্থান)

(রঞ্জাবতীর প্রবেশ)

রঞ্জা।—হাঁ দাদা ! মহারাজ আপনাকে বার বার রমাইকে দমন ক'র্‌তে ব'ল্‌ছেন, আপনি ইতস্ততঃ ক'র্‌ছেন কেন ?

মণি।—আরে থাম্, জেঠাম করিস্‌নি। মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের মতন থাক্। তোর এ সব কথায় দর্‌কার কি ?

রঞ্জা।—আমাদের যে শুন্‌তে হয়।

মণি।—শুন্‌তে হয় ত নিজে লড়াই করগে যা না।

রঙ্গা।—কাজেই, আপনি না পার্‌লে, আমাদের যেতে হবে বই কি।

মণি।—আরে ম'ল! বলে কি!

রঙ্গা।—বাবা আমার খুঁজে খুঁজে লোকের উপকার ক'রে আস্‌তেন, তাঁর পুত্র হ'য়ে আপনার একি আচরণ?

মণি।—ভারী কাজ ক'রেছে! দান ধ্যান, লোকের উপকার এ সব ক'রে ত সব হ'ল। পৈত্রিক বাস্তুভিটে যেখানে যা ছিল, একদিনে দামোদর সব পেটে পুরে ফেল্‌লে। শুধু লোকের উপকার ক'র্‌লেই যদি তুনিয়া চ'ল্‌ত, তাহ'লে তোমার বাপের ভিটেয় আজ ঢেউ খেল্‌ত না। আর অমন বংশের মেয়ে এই বাগ্‌দী রাজার ঘরে প'ড়্‌তো না। বাপ যদি আমার বোকা না হ'ত, তাহ'লে কি পরের উপকার ক'র্‌তে গিয়ে, নিজের এত বড় একটা অনিষ্ট ক'রে বসে! আমাকে কি ভগ্নীপোতের চাক্‌রী ক'রে খেতে হয়। না তার মুখ নাড়া সইতে হয়।

রঙ্গা।—এ আপনি কি ব'ল্‌ছেন দাদা?

মণি।—ব'ল্‌ব আবার কি! বল্‌বার আর আছে কি! তুই যা আপনার কাজ দেখ্‌গে যা।

রঙ্গা।—আপনার জন্যে সবাই আমার সাধু বাপের নিন্দে ক'র্‌ছে। শুনে আমার কান্না পাচ্ছে।

মণি।—কে নিন্দে ক'রেছে বল্‌ত? তাকে একবার নিন্দা কর্‌বার মজাটা দেখিয়ে দিই।

রঙ্গা।—কার নাম ক'র্‌ব, নিন্দার কাজ ক'র্‌লেই নিন্দে করে। আপনি বাঙ্গালার রাজার মহাপাত্র আপনার অধীনে

হাজার হাজার সৈন্য, আপনি একটা তুচ্ছ জায়গীরদারের ভয়ে ঘরে লুকিয়ে র'ইলেন।

মণি।—ভয়ে, কে এ কথা ব'লে ?

রঞ্জা।—বেশ ত, আপনি রমাই ঘোষের সঙ্গে লড়াই দিন। আপনার সৈন্য বলের ত অভাব নেই।

মণি।—আমি আজই সৈন্য সামন্ত নিয়ে রমাই ঘোষকে বেঁধে আন্‌ছি।

রঞ্জা।—তাই যান। বাবার আমার মুখ রক্ষা হোক।

মণি।—রমাই ঘোষকে ধরে আন্‌বো, এত ভারী একটা কথা! ধরে আন্‌বার গা করিনি, এতদিন এলা কাড়ি দিয়ে রেখেছিলুম। তাই রমাই ঘোষ লাফালাফি ক'রে বেড়াচ্চে।

রঞ্জা।—এখনি যান। বঙ্গেশ্বরের সেনাপতি আপনি, পদ-গৌরব রক্ষা করুন। মহারাজের মান রক্ষা করুন।

মণি।—আচ্ছা তা করা যাচ্ছে, তুই এখন যা।

রঞ্জা।—আর না পারেন, যোগ্য পাত্রে ভার দিন। এমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদের গৌরব হানি ক'র্‌বেন না। আপনার জন্য লোকে যে আমার দেবতা পিতার দুর্নাম রটনা ক'র্‌বে। তা আমরা সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বো না। রাণী পর্য্যন্ত আপনার আচরণে অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন। দিদির যদি ছেলে থাক্‌তো সেকি কখন তার বাপের অপমান সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ত! আপনাকে অনু-রোধ ক'র্‌ছি, পায়ে ধর্‌ছি আপনি বিলম্ব ক'র্‌বেন না। বিষ্ণু পুরের সকল লোক ভীত হ'য়েছে। তারা স্ত্রী পুত্র নিয়ে বিষ্ণুপুর ছেড়ে পালাবার বন্দোবস্ত ক'র্‌ছে। দোহাই দাদা তাদের অভয় দিন্।

মণি।—আচ্ছা তুই যা না। আমি এখনি রমাইয়ের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা ক'র্‌ছি। তুই যা রাজাকে অভয় দিগে যা। বাপের নাম ডুবে যাচ্ছে, এ কথা আমায় আগে ব'ল্‌তে হয়। তাহ'লে এতদিন কোনকালে আমি রমাইকে জাহান্নমে পাঠিয়ে দিতুম।

রঙ্গা।—তাই যান। শুধু মুখে গর্ব্ব দেখাবার সময় গেছে দাদা! গর্ব্বের কাজ করুন, আমাদের মুখ উজ্জ্বল হোক।

মণি।—আচ্ছা যা। পৈত্রিক ভিটে দামোদরের জলে ডুবে গেল, আমি জান্‌তুম বাপের নাম সেই সঙ্গেই ডুবে গেছে। সে যে আবার মাঝখান থেকে বুড়্‌বুড়ি কেটে ভেসে উঠেছে, তা কেমন ক'রে জান্‌বো। বস্‌, আর তাকে ডুব্‌তে দিচ্ছিনি যা—(রঙ্গাবতীর প্রস্থান) সৃষ্টিধর—

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি।—হুজুর।

মণি।—সব সৈন্য সামন্তদের প্রস্তুত হ'তে বল্‌। আমি যুদ্ধে যাব।

সৃষ্টি।—তারা প্রস্তুত হ'য়ে আছে।

মণি।—কি করে জান্‌লি?

সৃষ্টি।—আজ্ঞা তারা কণ্ঠায় কণ্ঠায় ছাতু খেয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে—

মণি।—হামাগুড়ি দিচ্ছে কি?

সৃষ্টি।—আজ্ঞে, তারা জানে যুদ্ধে গেলে ত মর্‌তেই হবে, তা হ'লে আর তীর খেয়ে মরি কেন, একপেট ছাতু খেয়েই মরি।

মণি।—নে আমার সঙ্গে চলে আয়, আমাদের লড়ায়ে যেতে হবে।

সৃষ্টি।—আজ্ঞে, তাহ'লে—ছাতি—পাখা—গাড়ু গামছা গুলো সঙ্গে নিই—

মণি।—তুই বেটা বড়ই বেয়াদব।

সৃষ্টি।—হুজুরের ভাল ক'র্‌তে গেলেও যদি বেয়াদবী হয় তা হ'লে সুয়াদবী হয় কখন। হুজুর লড়াই ক'র্‌বেন, আর আমি পেছন থেকে মাথায় ছাতি ধ'রে থাক্‌বো আর বাতাস ক'র্‌বো। যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে যখন মুখ শুখিয়ে যাবে, তখন গাড়ুর জলে কুল্‌কুচো ক'র্‌বেন আর গামছায় মুখ মুছবেন।

(প্রস্থান)

চতুর্থ—দৃশ্য।

—*—

পুরুষোত্তম—পথ।

(দলু সর্দ্দার ও লক্ষ্মী)

দলু।—হাঁ লক্ষ্মী! বাড়ী থেকে বেরিয়ে অবধি মনটা কেমন কেমন ক'র্‌ছে কেন?

লক্ষ্মী।—ঘর থেকে বেরুলি, সংসার ফেলে চ'লে এলি একটু মন কেমন যদি করে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

দলু।—আরও কত দিন ত ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি, সংসার ফেলে কত দিন ত বাইরে বাইরে কাটিয়েছি, কিন্তু এমন ত কখন হয় নি।

লক্ষ্মী।—অবাক ক'র্‌লে বাবু! তখন যদি নাই করে, তা ব'লে এখন কি ক'র্‌তে নেই।

দলু।—তখন বরং মন খারাপ হওয়া উচিত ছিল। তোরে ঘরে রেখে বাইরে বাইরে একা ঘুর্‌তুম, কত বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে পথ চল্‌তুম, এখনকার মতন অবস্থাও তখন ছিল না। সে সময় মন্ কেমন কর্‌লে না, আর এখন মনিবের সোণার সাজান সংসার, মনিবের কৃপায় আমারও সুখের সংসার, তুই আমার সঙ্গে—চলেছি জগবন্ধু দেখ্‌তে, তবু আমার প্রাণটা থেকে থেকে কেঁদে উঠ্‌ছে কেন? দেখ লক্ষ্মী! আর আমার যেন এক পাও এগুতে ইচ্ছা ক'র্‌ছে না।

লক্ষ্মী।—ছি! ওকথা ব'ল্‌তে নেই। পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ ক'রেছি, তাই এ জন্মে নীচ ঘরে জন্মেছি। আবার কি নরক ভুগতে আস্‌বি? শুনেছি রথে জগবন্ধু দেখ্‌লে আর জন্ম হয় না। একটু মন বেঁধে চল্। আর কিছুদূর গেলেই মন আবার ভাল হয়ে যাবে এখন। একি, পথের মাঝে বসে পড়্‌লি যে!

দলু।—লক্ষ্মী পা আমার যেন অবশ হ'য়ে আস্‌ছে।

লক্ষ্মী।—দেখ, পথের মাঝে ঢলান দেখ।

দলু।—চল্ এইখান থেকে জগবন্ধুকে নমস্কার ক'রে বাড়ী ফিরে যাই।

লক্ষ্মী।—বলিস্ কি? পাগল হ'লি নাকি মিন্‌সে! নে ওঠ্। আর পোটাক পথ গেলেই চটী পাওয়া যাবে, সেইখানে একেবারে বস্‌বি চল্। আজকে চল্‌তে না পারিস্, রাত্রির মতন বিশ্রাম ক'রে কাল রওনা হওয়া যাবে এখন।

দলু।—না লক্ষ্মী—সত্যি বল্‌ছি লক্ষ্মী—এদিকে আর এক পাও চল্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে না। মনে হচ্ছে, যদি পাখী হই ত এই দণ্ডে পাখায় ভর দিয়ে বাড়ী ফিরে যাই।

লক্ষ্মী।—যদি এতই তোর মনে ছিল, তাহ'লে ঘর থেকে বেরুলি কেন ড্যাক্‌রা মিন্‌সে! আর যদি বেরুলি ত প্রথম দিন কেন ব'ল্‌লিনি—আজ তিন দিন পথ চ'লে চলাতে বস্‌লি কেন? দেশে কি তুই লোক হাসাতে চাস্‌। নে ওঠ্‌—

দলু।—টানিস্‌নি লক্ষ্মী! আমার প্রাণ যথার্থই কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। মনিবের আমার কোন অমঙ্গল হলনা ত লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী।—বালাই—শত্রুর হোক।

দলু।—নইলে প্রাণ আমার এমন করে কেন? পথ চল্‌ব কি, সুমুখে যেন কি একটা অন্ধকার—আকাশে যেন কি একটা অন্ধকার! তোর ঐ চাঁদ মুখ সাক্ষাতে অসাক্ষাতে দেশে বিদেশে, যা আমি চোখের কাছ থেকে ছাড়াতে পারিনি, সেই চাঁদ মুখ আমার চোখের সামনে, আমি চেয়ে আছি, কিন্তু দেখছি কি যেন একটা অন্ধকার—লক্ষ্মী সমস্ত সংসারে কে যেন কালী মাখিয়ে দিয়েছে।

লক্ষ্মী।—ওমা—এসব কি কথা!

দলু।—যথার্থ বলছি লক্ষ্মী, কখনত আমার এরূপ অবস্থা ঘটেনি! কতদিন পথে পথে ঘুরেছি, কত বিপদে বুক দিয়েছি, তোর জন্য, বলার জন্য কত দিনত মন কেমন করেছে, কিন্তু এমনত কখন হয়নি লক্ষ্মী—! মনিবের জন্যও ত কত দিন মন কেমন করেছে, কিন্তু এমনত কখন হয়নি লক্ষ্মী! যখনই মনিবের জন্যে মন কেমন করেছে, তখনই গিয়ে মনিবের কোন না কোন একটা অসুখ দেখেছি; কিন্তু একি! প্রাণের ভেতর এ কি যাতনা!

লক্ষ্মী।—তবে এক কাজ কর, আজ রাত্রের মতন এই কাছের চটিতে বিশ্রাম করে, কাল গঙ্গাচান করে ফিরে যাই চল্। হাঁগা বাছা—! (জনৈক পথিকের প্রবেশ) মা গঙ্গা এখান থেকে কতদূর হবে ?

পথি।—তোমরা কোথা থেকে আস্‌ছ ?

লক্ষ্মী।—আমরা অনেক দূর থেকে আস্‌ছি বাছা।

পথি।—শুনেছি গঙ্গা এখান থেকে পাচ দিনের পথ। আমি কখনও গঙ্গা দেখিনি।

দলু।—লক্ষ্মী! গয়া, গঙ্গা, কাশী, জগন্নাথ সমস্তই আমার মনিব। চল আগে বাড়ী ফিরে যাই। গিয়ে যদি দেখি মনিব আমার ভাল আছে, তাহ'লে বুঝব মন আমার কিছু নয়। তাহলে সত্যি করে বলছি বলার মা, অমনি অমনি ধূলো পায়ে অম্বিকা থেকে ফিরবো। আর জানিসত দলুই সর্দ্দার মিথ্যে কথা কয় না। চল্, একবার ঘরে ফিরে চল্।

লক্ষ্মী।—নে তবে চল, এখনি চল।

পথি।—তোমাদের বাড়ী কি অম্বিকায় ?

দলু।—হাঁ ভাই! কেমন করে জানলে বল দেখি ?

পথি।—এই একটী ছোকরা তোমাদের খুঁজছিল।

উভয়ে।—কই—কোথায় সে ? কোন পথে ?

পথি।—এই একটু আগে চৌমাথার মোড়ে তাকে দেখেছি।

দলু।—ভাই আমাকে রক্ষা কর, কোথায় তাহাকে দেখেছ আমায় দেখিয়ে দাও।

পথি।—এস আমার সঙ্গে—

(প্রস্থান)

দলু।—লক্ষ্মী কিছুক্ষণের জন্য এই গাছ তলাতে বসে থাক।

(বলাইয়ের প্রবেশ)

লক্ষ্মী।—এই যে বলাই! কি বলাই! কি বাবা!

বলা।—মা মা, বাবা কই! এই যে বাবা! সর্ব্বনাশ হয়েছে। শিগ্‌গির আয় বাবা শিগ্‌গির আয়—লাঠিতে ভর দিয়ে ছুটে আয়। দোহাই বাবা দেরি করিস্‌নি—নইলে পালাবে, সব নিকেশ করে পালাবে! হাঁ বাবা, তুই অম্বিকায় থাকতে, মনিবের সর্ব্বনাশ করে পালাবে!

লক্ষ্মী।—কে পালাবে রে! সব শেষ কিরে?

বলা।—মা! সব শেষ! অম্বিকার সব শেষ! কি বলব মা! মুখে যে কথা আসছে না—বুক যে ফেটে যায় মা—রাজপুত্তুর মহীধর—গুণধর—ভূধর—শ্রীধর—কেউ নেই।

উভয়ে।—এঁ্যা!

।।—ওরে কি বল্‌লিরে!

বলা।—ও বাবা! শয়তান কাজ শেষ করে যে চলে যায় বাবা! তুমি বেঁচে থাক্‌তে তার গায়ে আঁচড় লাগবে না—

দলু।—বলাই তোর মাকে সঙ্গে নিয়ে আয়—লক্ষ্মী আমি চল্লুম।

(প্রস্থান)

লক্ষ্মী।—কি কথা কইলি বলাই!

বলা।—আমি রাজাকে বলেছিলুম মা যে, বাবা বেশীদূর যায়নি ডেকে আনি। রাজা শুনলেনা, কিছুতেই শুনলেনা ছেলে পাঠালে। মা! একটী একটী করে রাজা সব ছেলে যমের

মুখে দিলে। রাণী ছেলের শোক সইতে পার্‌লে না, আছাঁড় খেয়ে সেই যে পড়ল, আর উঠলো না।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম—দৃশ্য।

—*—

অম্বিকা—দুর্গ সম্মুখ।

(দেওয়ান ও প্রহরী)

দেও।—মহারাজ কোথায় গেলেন, মহারাজ কোথায় গেলেন? রাজা?

প্রহরী।—কই হুজুর, আমি ত তাঁকে দেখিনি।

দেও।—দেখিস্‌নি, তবে কি পাহারা দিচ্ছিস্! রাজা গড়ের বাইরে গেছেন—শিগ্‌গীর যা শিগ্‌গীর যা,—তাঁকে ফিরিয়ে আন।

প্রহরী।—আজ্ঞে হুজুর, এ পথে ত রাজা আসেন নি, আমি ত বরাবর এখানে খাড়া আছি।

দেও।—দেখ্ দেখ্ খুঁজে দেখ্ তাহ'লে এই গড়ের ভেতর চারিদিক খুঁজে দেখ। গোল করিস্‌নি, কেউ যেন জানতে না পারে। চুপি চুপি তল্লাস কর। যা—যা—চ'লে যা—ছুটে যা। (প্রহরীর প্রস্থান) হা ভগবান, এমন ধার্ম্মিক রাজারও সর্ব্বনাশ হয়। আমি ব'লে সর্ব্বনাশ ক'র্‌লুম! আমিই বংশ লোপের কারণ হ'লুম। তা যা হোক, এখন খুঁজি কোথায়? এই ঘোর অন্ধকার—কোলের মানুষ দেখা যায় না, এমন

সময় কি ক'রে তাঁকে খুঁজে বার করি। এ কথা ত কাউকে প্রকাশ ক'র্‌তে পার্‌ছি না। রাজা গৃহ ত্যাগ ক'রে চলে গেছেন এ কথা প্রচার হ'লে অম্বিকার বড়ই বিপদ। রাজা কি সত্য সত্যই গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। যদি চ'লেই না গিয়ে থাকেন, তাহ'লে গেলেন কোথায়? এই যে আমার সঙ্গে কথা কইলেন এইযে—আমাকে বোঝালেন, রাজার সন্তান যদি যুদ্ধে মরে ত তার চেয়ে বাপের গৌরব কর্‌বার কি আছে! কে ও?

(দলুর প্রবেশ)

দলু।—কেও দাওয়ান মশায়!

দেও।—কেও? দলু?

দলু।—আজ্ঞা হাঁ!

দেও।—রাজার অবস্থা শুনেছ কি?

দলু।—শুনেছি। কিন্তু বলার কথা ভাল বুঝ্‌তে পারিনি।

দেও।—একদণ্ড অম্বিকা ছেড়ে গেছ, আর অমনি দারুণ কাল এসে অম্বিকা গ্রাস ক'রেছে। এক মুহূর্ত্তে মহারাজ পুত্রহীন।

দলু।—তাহ'লে বলা যা বলেছে সব সত্য! সব ছেলেই গেছে।

দেও।—কেউ নেই। রাণী পর্য্যন্ত পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ ক'রেছেন।

দলু।—আর রাজা?

দেও।—পুত্রদের মৃত্যু সংবাদ শুনে, রাজা পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে মান্দারণে ছুটে গিছ্‌লেন।

দলু।—মান্দারণে গিছ্‌লেন কেন?

দেও।—তাহ'লে দেখ্‌ছি তুমি সব কথা শোন্‌নি। কিন্তু

সব কথা ত এখন বল্‌বার অবকাশ পাচ্ছিনা ভাই। আগে রাজাকে অন্বেষণ কর।

দলু।—কোথায় খুঁজবো!

দেও।—রাজা পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে মান্দারণ থেকে ফিরে এসেচেন। যার জন্য এই সর্ব্বনাশ সেই রমাই ঘোষকে মেরে মান্দারণের শিশু রাজাকে উদ্ধার করে এনেছেন। এনে আমার হাতে দিয়েছিলেন। আমি সেই শিশুকে আমার ঘরে রাখ্‌তে গিয়েছিলুম। ফিরে এসে দেখি মহারাজ নেই। সেই অবধি অন্বেষণ ক'র্‌ছি তবু তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা।

দলু।—রাজা রাজা কোথায় রাজা?

দেও।—চিৎকার করোনা, সর্ব্বনাশ হবে।

দলু।—আবার সর্ব্বনাশ হবে, এর চেয়ে আর কি সর্ব্বনাশ হবে, অম্বিকার আর কি আছে দেওয়ান মশাই, অম্বিকার সর্ব্বস্ব গেছে, আর অম্বিকার কি আছে? রাজা—রাজা—কোথায় রাজা!

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ—দৃশ্য।

—*—

বিষ্ণুপুর—রাজ-অন্তঃপুর।

(রঙ্গাবতী ও বীরমল্ল)

বীর।—কি গো সুন্দরী!

রঙ্গা।—কি আজ্ঞা মহারাজ!

বীর।—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হচ্ছিল কি?

রঞ্জা।—মালা গাঁথছিলুম।

বীর।—কার জন্যে গো?

রঞ্জা।—হাঁ মহারাজ! আপনি যখন তখন দাদার কথা নিয়ে রহস্য করেন, কিন্তু রমাই ঘোষ ত ম'ল।

বীর।—রমাই ঘোষ ম'ল বটে। কিন্তু সেকি তোমার দাদার হাতে ম'ল! তাহ'লে আমার দুঃখ কি! এত বড় রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান পদে তাকে নিযুক্ত ক'রেছি, সে কেবল পদের গৌরবেই উন্মত্ত। পদের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পার্‌ত তবে না আমার আক্ষেপ যেত।

রঞ্জা।—তবে রমাই ঘোষকে মার্‌লে কে?

বীর।—যেই রমাইকে বিনষ্ট করুক না কেন, তাতে ত আমার গৌরব বৃদ্ধি হ'ল না। একটা অতি তুচ্ছ জায়গীরদারের বিদ্রোহ, আমার হাজার হাজার সৈন্য থাক্‌তেও ত রমাই ঘোষের দমন হ'ল না! কাপুরুষের মত আমার সেনাপতি, আমার অন্নে পুষ্ট হয়ে মাথায় কলঙ্কের পসরা চাপালে, আর একজন সামান্য ভূম্যধিকারী কিনা তাকে বিনষ্ট ক'রে সুযশ কিন্‌লে?

রঞ্জা।—কে সে মহারাজ?

বীর।—আজ রাঢ়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কেবল নয়ন সেনের নাম। প্রতি গৃহস্থ, যারা দু'দিন আগে সময়ে অসময়ে আমার অখ্যাতি রটনা ক'র্‌ছিল, রমায়ের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে, আমাকে কেবল গাল দিচ্ছিল আজ তারা সকলে এক বাক্যে নয়ন সেনের যশোগান ক'র্‌ছে। হাজার হাজার সৈন্যের অধিপতি হয়েও, আমার ত সে সৌভাগ্য হ'ল না রঞ্জাবতী!

রঞ্জা।—কে তিনি মহারাজ ?

বীর।—তিনি যেই হোন, তাঁর কথা মুখে আন্‌লেও পুণ্য সঞ্চয় হয়। দ্বাপরে কর্ণ সেন একটী শিশুপুত্রকে দেবতা অতিথির জন্য স্বহস্তে বলি দিয়ে দাতাকর্ণনামে জগতে অভিহিত হ'য়েছিলেন। আর এ মহাপুরুষ শুধু একটী পিতৃ মাতৃহীন রাজন্য কুমারকে রক্ষা ক'র্‌তে, দেশের অক্ষম গৃহস্থের মান ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে চার চার পুত্রকে রণদেবীর মন্দিরে বলি দিয়েছে, এরূপ লোকের কি অভিধান হ'তে পারে সুন্দরী !

রঞ্জা।—মহারাজ ! তিনি নিজেই অজরামর দেবতা ! তাঁকে আমি এই খান থেকেই উদ্দেশে প্রণাম করি। তাঁর পত্নী ইন্দ্রের শচী হতেও ভাগ্যবতী।

বীর।—তাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই রঞ্জাবতী ! কিন্তু দেখ এ সৌভাগ্য পেতে রমণী মাত্রেরই ইচ্ছা হয় কি না। কিন্তু তোমার ভগ্নী সেটা বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। যখন একটা দীন অনার্য্য-পালিত ক্ষত্রিয় বালক, এই পশ্চিম বঙ্গের রাজাদের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল, তখন তোমার ভগিনী আমার একমাত্র সহায় ছিল। আর এখন, আমার বহুদিন থেকে অর্জ্জিত সুযশ অল্পে অল্পে বিনষ্ট হচ্ছে দেখেও তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। ভাইকে তাঁর কোন কথা বল্‌লেই তিনি দুঃখিত। অনার্য্য জাতির সংস্পর্শে থাকবার জন্য, রাজ্য জয় ক'রে শুধু আমি বাগ্‌দী রাজা অভিধান পেয়েছি। কিন্তু রাজার যা কার্য্য দীন শরণাগতের প্রতিপালন, তা ক'রে ক্ষত্রিয় নাম ত গ্রহণ করতে পারলুম না।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা।—আপনার মর্য্যাদা নষ্ট দেখতে, আমি ভাইয়ের উপর এই স্নেহ দেখাই নি মহারাজ! পিতা আমার মৃত্যুকালে হতভাগ্যকে আপনার হাতে সমর্পণ করে যান, আপনি ও পুত্র স্নেহে তাহাকে পালন করেছেন। কিন্তু ভাই হ'তে যে মহারাজের মর্য্যাদা নষ্ট হবে তাতো জানতুম না।

বীর।—যাক ও কথা ছেড়ে দাও। এখন রমাই ঘোষের যে ধ্বংস হয়েছে এইতেই ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। আর ভাই এলে ব'ল, যে সেনাপতি হওয়া তার কাজ নয়। যোগ্যপাত্রে ভার সমর্পণ ক'রে, সে শুধু নিশ্চিন্ত হয়ে, সুখ সম্ভোগ করুক। নইলে যুদ্ধের যে কিছু জানে না, সে ব্যক্তি সেনাপতি হ'লে, রাজ্যরক্ষা হয় না। রাজ্যের ত আরও অনেক কাজ আছে। যেটা তার পছন্দ হয়, তাই করুক না। শুধু যুদ্ধ নিয়েই যে রাজ্য তাতো নয়, শুধু যে যুদ্ধই করতে হবে তারই বা মানে কি? তাতে তার মর্য্যাদা বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হবে না।

পদ্মা।—সে যা আপনি ইচ্ছা করেন কর'বেন। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। তা যা হোক, এ মহৎকার্য্য কে করলে মহারাজ, রমাই ঘোষকে কে বিনাশ করলে?

রঞ্জা। কে এক নয়ন সেন তাকে বিনাশ করেছেন।

বীর।—নয়ন সেন কে বড় নয়, তিনি অম্বিকানগরের রাজা। অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমার বড় জানা শোনা নেই—তাতে আমাতে দেখা শোনার কখন অবকাশ হয়নি। তবে শুনেছি তিনি আমারই মতন, শুধু পুরুষত্ব বলে অম্বিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর সুশাসনে অম্বিকা এখন সমৃদ্ধিশালী নগর।

রঞ্জা।—এমন লোকেরও সর্ব্বনাশ হয়!

পদ্মা।—সর্ব্বনাশ কিসে বোন?

রঙ্গা।—বড়ই দুঃখের কথা দিদি! রমাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে তাঁর চার সন্তান প্রাণত্যাগ করেছে।

পদ্মা।—চার সন্তান মারা গেছে?

রঙ্গা।—একটী ও নেই কেমন না মহারাজ!

বীর।—শুনেছিত রাজা নির্ব্বংশ।

পদ্মা।—বলেন কি মহারাজ! পরোপকার কার্য্যে এমন সাধু পুরুষেরও সর্ব্বনাশ হ'ল!

রঙ্গা।—রাজার কত বয়স হবে মহারাজ!

বীর।—শুনেছি রাজা আমারই মতন বৃদ্ধ।

পদ্মা।—তা হ'লে দেখ্‌ছি তাঁহাতেই অম্বিকার প্রতিষ্ঠা, আবার তাঁর সঙ্গেই অম্বিকার শেষ।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—মহারাজ! একজন সন্ন্যাসী শ্রীযুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এখানে এসেছেন।

বীর।—সন্ন্যাসী? আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে?

কঞ্চু।—আজ্ঞা হাঁ মহারাজ!—এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী।

পদ্মা।—দেখে আসুন মহারাজ! শ্রীমদনমোহনের কৃপায় আমাদের ঘরে কোন্ মহাপুরুষের পদধূলি পড়ল।

রঙ্গা।—দেখুন মহারাজ তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ করুন, দিদির পেটে যেন একটা ছেলে হয়।

বীর।—সে কামনা আর নেই রঙ্গা!—এখন তোমা হ'তে যদি একটী পুত্র পাই, তাহ'লে আমরা সেটীকে রাজ্য দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

পদ্মা।—আমার ও সে কামনা নেই ভগিনী! সামান্য মাত্র যা ছিল, তাও আজ নিবে গেল। মহারাজ, নয়ন সেনের পরিণাম শুনে পুত্রলাভের আর আমার ইচ্ছা নেই।

বীর।-কোথায় তিনি রয়েছেন?

কঞ্চু।—বহির্ব্বাটীতে আছেন। আমরা তাঁকে বস্‌তে আসন দিয়েছি।

বীর।—সন্ন্যাসী! তাঁর সর্ব্বত্র অবারিত দ্বার। বহির্ব্বাটীতে কেন, তুমি তাঁকে এই স্থানেই নিয়ে এস। (কঞ্চুকীর প্রস্থান। প্রাণ আমার একটা অপূর্ব্ব উল্লাসে পুলকিত হয়ে উঠ্‌ছে কেন পদ্মাবতী! সন্ন্যাসী! কে সন্ন্যাসী? এ অধমের এখানে! কেন? আমি কি এমন ভাগ্য করেছি!

রঞ্জা।—সে কি মহারাজ! মদনমোহন যাঁর ভক্তিতে আবদ্ধ, তাঁর ঘরে সন্ন্যাসী সাধু আসবেন, এতে আর আশ্চর্য্য কি মহারাজ!

(সন্ন্যাসীবেশে নয়ন সেন ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। এই সম্মুখে মহারাজা, ঐ পার্শ্বে রাণী। আর যিনি মালা হাতে অবস্থান করছেন, তিনি মহারাজের শ্যালিকা ভুবন-প্রসিদ্ধা সুন্দরী রঞ্জাবতী।

(কঞ্চুকীর প্রস্থান)

নয়ন।—মহারাজ আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

বীর।—কে আপনি? এই না শুনলুম আপনি সন্ন্যাসী!

নয়ন।—অন্তঃপুরের মর্য্যাদা নষ্ট হবে জানলে, আমি আসতুম না। তবে আমি ও বৃদ্ধ। বৃদ্ধ জেনে মহারাজ! আমাকে ক্ষমা করুন।

বীর।—এসেছেন, বেশ করেছেন—লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই। সম্মুখে এই যে যুবতী দেখছেন, ইনি অবিবাহিতা। আপনি যদি সন্ন্যাসী নন, তবে আপনি কে ?

নয়ন।—আমি গৃহী ; অঙ্গে সন্ন্যাসীর আবরণ। আমার নাম নয়ন সেন।

বীর।—আপনি !

পদ্মা।—আপনিই অম্বিকার অধিপতি !

রঙ্গা।—আপনিই সেই মহাপুরুষ !

নয়ন।—আমি অতিহীন, মহাপুরুষের সামান্য মাত্র লক্ষণও আমাতে নেই। মহারাজ ! এদীন হতভাগ্য বৃদ্ধ আপনার কাছে কি নিবেদন করতে এসেছে শুনুন। আমি যৌবনে নিজ বাহুবলে একটী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করি। অবশ্য মহারাজের রাজ্যের তুলনায় সেটী অতি তুচ্ছ। তথাপি সেটী আমার প্রাণ। মহারাজ বলতে আমার কণ্ঠরোধ হ'য়ে আস্‌ছে—আমি এই বৃদ্ধ বয়সে বিশ ক্রোশের ও অধিক পথ পর্য্যটন ক'রে আসছি। পথে মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম করিনি।

বীর।—রাণী ! ক্লান্ত মহাপুরুষের সত্বর সুশ্রুষার ব্যবস্থা কর। আপনি উপবেশন করুন। (রাণী কর্ত্তৃক আসন প্রদান)

নয়ন।—না মহারাজ ! আমাকে বসতে অনুমতি ক'র্‌বেন না। আমি সব কথা শেষ না করে বস্‌ছি না। তারপর শুনুন আমি কোন দৈবঘটনায় পুত্রহীন হয়েছি। চার পুত্রকেই জলাঞ্জলী দিয়েছি। একদিনে আমি নির্ব্বংশ, আমার স্ত্রী, পুত্রশোকের প্রবল আঘাত সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেছেন ! তাই আমি আজ মহারাজের আশ্রিত। আমার

সঙ্গে আমার অম্বিকার নাম না লোপ হয়, তাই আমি অম্বিকাকে আপনার পদাশ্রয়ে রাখতে এসেছি। আপনিই অম্বিকা রক্ষার উপযুক্ত পাত্র। মহারাজ! কি বলব! আপনি আপনার বিষ্ণুপুরকে যে চক্ষে দেখছেন, আমার দরিদ্রা নগরীকেও দয়া-করে সেই চক্ষে দেখবেন। এই নিন—অম্বিকার ধনাগারের চাবী গ্রহণ করুন। এ ছাড়া আমি একটি ক্ষুদ্র বালককে আশ্রয় দিয়েছি। সেটী লক্ষ্মণ সেনের পুত্র। আপনি সেটীকে আনিয়ে তার পিতৃত্বের ভার গ্রহণ করুন।

বীর।—অপেক্ষা করুন। আপনি হতাশ হচ্ছেন কেন? আর একবার সংসার করুন না! দেখুন মদনমোহনের মনে কি আছে?

নয়ন।—সংসার! কি বলেন মহারাজ! এই বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর দ্বার সমীপে এসে, আমি আবার সংসার ক'র্‌ব!

বীর।—ক্ষতি কি মহারাজ! ভগবানের আশার রাজ্যে এসে এত নিরাশ হবার প্রয়োজন কি? যিনি অজ্ঞাত নামা নয়ন সেনকে অম্বিকার অধীশ্বর ক'রেছেন, তাঁর মনে কি আছে কে ব'ল্‌তে পারে?

নয়ন।—এ আপনি কি ব'ল্‌ছেন?

পদ্মা।—হতাশ হবারই বা প্রয়োজন কি? যদি অম্বিকার জীবন রক্ষাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে তাকে সহজে সেন বংশের আশ্রয় থেকে দূরীভূত ক'র্‌তে যাচ্ছেন কেন?

নয়ন।—দোহাই জননী! আমাকে আর, ও অনুমতি ক'রবেন না। আমি পুত্রবিয়োগকাতর, পত্নীবিয়োগবিধুর—যথার্থ কথা ব'ল্‌তে কি মহারাজ, যাতনায় আমার অন্তর দগ্ধ হ'চ্ছে।

বীর।—আপনি বিজ্ঞ। শোকের কথা তুল্‌লে, আমার আর কোন কথা বল্‌বার শক্তি নেই। তবে স্বদেশের গৌরব রক্ষার চেষ্টা আমার মতে মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য, তা দারৈরপি কি ধনৈরপি—

নয়ন।—এ বয়সে কোন অভাগিনী সরলার সর্ব্বনাশ ক'র্‌ব! গুরুজন কর্ত্তৃক নিযুক্ত হ'য়ে নিজের অনিচ্ছায় সে যখন আমাকে বরণ ক'র্‌তে চক্ষুজলে ধরণী সিক্ত ক'র্‌বে, তখন কোথায় থাক্‌বে আমার ধর্ম্ম, কোথায় থাক্‌বে আমার মনুষ্যত্ব!

রঞ্জা।—যদি কোন ভাগ্যবতী স্বেচ্ছায় আপনাকে বরণ করে মহারাজ!

পদ্মা।—রঞ্জাবতী! যদি ক্ষণস্থায়ী যৌবনের পরিবর্ত্তে, অনন্ত দেবজীবন লাভের বাসনা থাকে, ত এই শুভ অবকাশ ত্যাগ ক'রোনা।

নয়ন।—রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। এ অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী কাঞ্চন-লতা, শুষ্ক শমীবৃক্ষে জড়িত ক'র্‌বেন না।

রঞ্জা।—মহারাজ! আমি আপনার শরণার্থিনী।

(প্রণাম করণ)

নয়ন।—এঁ্যা! একি! এ কি ক'র্‌লে মদনমোহন! এ আমি কোথায়! কোন দেবরাজ্যে উপস্থিত হ'য়েছি। কে তুমি—কি তুমি রঞ্জাবতী?

রঞ্জা।—তুচ্ছ বালিকা। বীরের পূজা ক'র্‌তে দেবতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট—(রাজার গলদেশে মাল্য প্রদান)

পদ্মা।—একি মহারাজ! এমন শুভক্ষণে আপনি নীরব, কেন? রঞ্জাবতীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বীর।—আশীর্ব্বাদ করি, তুমি অরুন্ধতীর ন্যায় স্বামী-সৌভাগ্য লাভ কর, ভগবতীর ন্যায় দেব-সেনাপতির জননী হও। তোমার পুত্রের যশঃ সৌরভে অম্বিকার, আর অম্বিকার অস্তিত্বে বঙ্গভূমি পবিত্র হোক।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—মহারাজ! গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র শ্রীযুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এসেছেন।

বীর।—তাঁকে অপেক্ষা ক'র্‌তে বল, আমি যাচ্ছি।

নয়ন।—তবে আপনি মহাপাত্রের সঙ্গে কথা ক'ন, অনুমতি করুন আমি অন্যত্র যাই ?

বীর।—কেন যাবে! কি এমন গোপন কথা কইব যে, তোমাকে স্থান ত্যাগ করতে হবে! মহাপাত্র কি বলে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনবে এস। মহাপাত্র বস্তুটা কি একবার দেখবে এস।

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম—দৃশ্য।

—*—

বিষ্ণুপুর রাজবাটী—অলিন্দ।

(মহাপাত্র, বীরমল্ল, কঞ্চুকী)

মহা।—মহারাজ! প্রণাম। আপনার চেহারাটা বড় দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে।

বীর।—হওয়ার আর অপরাধ কি! বয়স যাচ্ছে বইত হচ্ছে না।

মহা।—তাতো বটেই তাতো বটেই। তা আপনার দল-মাদলের অমন দুর্দ্দশা হ'ল কেন? গা ময় মরচে ধ'রে গেছে!

বীর।—ব্যবহার না হ'লেই মরচে ধরে। দল-মাদল ব্যবহার করবার লোক নেই।

মহা।—যা বল্‌ছেন মহারাজ, লোক নেই। এ বাঙ্গলায় যা যাচ্ছে তা আর হচ্ছে না। আমরা ম'লে এরপর কি হবে মহারাজ?

বীর।—বিছুটী গাছ হবে।

মহা।—ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন, বাঙ্গালার অবস্থা এই রকমই হয়ে আস্‌ছে বটে। এমন আম কাঁটালের দেশ, কালে দেখছি বিছুটীতেই ভ'রে যাবে। এতটুকু ফল,—তার ভেতরে আবার পিঁপড়ের ডিমের মতন শাঁস—তুলতে মেহনত পোষায় না—উলটে এতখানি জ্বালা। আপনার সৈন্য যে দেখতে পাচ্ছি না—তারা গেল কোথায়?

বীর।—তারা ঘাস খেতে বেরিয়ে গেছে।

মহা।—ঘাস খেতে! কেন বিষ্ণুপুরের রাজার ঘরে কি অন্ন নেই।

বীর।—কাজেই, যুদ্ধ ক'র্‌তে না জান্‌লে, শুধু শুধু অন্ন যোগায় কে! বাঙ্গালী যোদ্ধার ঘাসই হচ্ছে রসদ।

মহা।—আপনার সৈন্য যুদ্ধ ক'র্‌তে জানে না, এও কি একটা কথা হ'ল।

বীর।—আমার সৈন্য কি! সবার সৈন্যেরই ঐ এক অবস্থা। বলি গৌড়েশ্বরের সেপাই গুলোই বা কি?

মহা।—সেকি! গৌড়েশ্বরের সেপাই এক একটা বৃকোদর।

বীর।—সে কেবল ঘাস খাবার বেলা—কাজের বেলাত নয়।

মহা।—বলেন কি, কাজে নয়! কাজে কি, তারা এখানে এলেই জান্‌তে পার্‌বেন। এসেই আপনার দল-মাদলে—মেজে ঘসে—বারুদ ঠেসে—গমাগম্ আওয়াজ করে দেবে।

বীর।—বাঙ্গালীর গলার আওয়াজ তার চেয়েও বেশি। তাতে বেঙাচির ও ল্যাজ খসেনা। কই তোমার প্রভুর যদি এতই সৈন্যবল, ত রমাই ঘোষের কিছু কর্‌তে পারলেনা কেন?

মহা।—(হাস্য) তা বল্‌তে পারেন বটে! কিন্তু হয়েছে কি জানেন, রমাই রাজার ঘরে খেয়ে মানুষ। তার সঙ্গে লড়াই কর্‌তে যাওয়ায় গৌড়েশ্বরের একটু লজ্জার কথা। তবে যদি রমাই একান্তই বাগে না আসে, তাহ'লে কাজেই তাঁকে রমাই দমনে যেতে হবে।

বীর।—আর তাঁকে কষ্ট করে যেতে হবে না, সে কাজ হয়ে গেছে।

মহা।—হয়ে গেছে! বলেন কি, রমাইয়ের দমন হয়ে গেছে!

বীর।—হয়েছে বইকি, তোমার সঙ্গে কি আর তামাসা ক'র্‌ছি।

মহা।—তামাসা কর্‌বেন কি! তাহ'লে রমাই জব্দ হয়েছে। বেঁচে আছে না মরেছে!

বীর।—মরেছে?

মহা।—বেশ হয়েছে। জানি বেটা মর্‌বে—অত বাড় বিধাতা সইবে কেন? যাক নিশ্চিন্ত। যুবরাজ ও রমাইকে মার্‌তে চ'লে ছিলেন। রমায়ের অত্যাচারের কথা শুনে রেগে কাঁই। এই মার্‌তে যান ত এই মার্‌তে যান। আমরা কেবল

হাত ধরে টেনে রেখেছিলুম। যাক্ শ্রীযুৎ গৌড়েশ্বরের পুত্র আগমন ক'র্‌ছেন, আপনি তাঁকে আগ বাড়িয়ে আন্‌বার ব্যবস্থা করুন। আপনার খুব অদৃষ্টের জোর, স্বয়ং সম্রাটের সঙ্গে কুটুম্বিতা কর্‌ছেন।

বীর।—আমার কি আর সে অদৃষ্ট যে, গৌড়েশ্বরের সঙ্গে কুটুম্বিতা ক'র্‌ব! তাতে বাধা পড়েছে।

মহা।—বাধা পড়েছে!

বীর।—যুবরাজের সঙ্গে আমি কি বলে কথা কইব তাই ভাবছি। তবে তিনি সম্রাট পুত্র, আমরা তাঁর আশ্রিত এই ভেবে যদি দয়া করে তিনি রঞ্জাবতীর বিবাহে যোগদান করেন।

মহা।—এ আপনি কি বল্‌ছেন মহারাজ! রঞ্জাবতীর বিবাহ কি! কার সঙ্গে?

বীর।—যিনি রমাইকে বধ করেছেন, তাঁর সঙ্গে। তিনি অম্বিকার অধিপতি নয়ন সেন।

মহা।—তবে কি আমার প্রভুকে অপমানিত কর্‌তে তাকে নিমন্ত্রণ করে আন্‌ছেন!

বীর।—আমার শালীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেবো বলেই তাঁকে আমি নিমন্ত্রণ করেছিলুম। অপমানের জন্যে নয়, কিন্তু দৈব ঘটনায় এরূপ কার্য্য হয়ে গেছে। নয়ন সেন বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন, রঞ্জাবতী তাঁর গলায় মালা দিয়েছে। এমন অবস্থায় দিয়েছে যে, আমি বাধা দেবারও অবকাশ পাইনি।

মহা।—তারপর?

বীর।—তারপর কি ক'র্‌ব বল।

মহা।—যুবরাজ যে আস্‌ছেন, তার কি।

বীর।—আসেন বহুমানে তাঁকে আমি বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসি। আমার গৃহ পবিত্র হবে।

মহা।—ওসব কথা শুনতে চাই না মহারাজ, বিবাহের কি?

বীর।—গৌড়ের রাজা তাঁর কাছে কি তুচ্ছ বিষ্ণুপুরের রাজার শালী। তাঁর বিবাহের ভাবনা কি?

মহা।—কাজটা কি ভাল কর্‌ছেন মহারাজ!

বীর।—ভাল নয়ত বুঝতে পার্‌ছি। কিন্তু কি ক'র্‌ব ভাই, উপায় নেই। কন্যা স্বয়ম্বরা!

মহা।—গৌড়েশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে, আপনি কি রক্ষা পাবেন বুঝেছেন।

বীর।—তা কেমন করে পাব। তিনি রাজচক্রবর্ত্তী আর আমি হচ্ছি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; মদনমোহনের দাস।

মহা।—এ জেনেও ত আপনি তাঁকে প্রত্যাখ্যান কর্‌ছেন।

বীর।—প্রত্যাখ্যান ক'র্‌ছেন বিধাতা—আমার কি সাধ্য।

মহা।—আপনি তাঁকে বিবাহ দেবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে আনিয়েছেন। মহারাজ বিষ্ণুপুরের মঙ্গলের দিকে চেয়ে বল্‌ছি আপনার শ্যালিকাকে দান করুন।

বীর।—শালী নিজে নিজেকেই দান ক'রে ফেলেছে; সে কারও অপেক্ষা রাখেনি।

মহা।—তাহ'লে আমার প্রভু শুধু অপমানিত হয়েই ফিরে যাবেন, বিবাহ হবে না?

বীর।—পাত্রী মেলে বিবাহ হবে—না মেলে হবে না।

মহা।—ওসব কথা আমি শুনতে চাইনি—আমি পাত্রী চাই।

বীর।—পাত্রী ত বড় একটা দেখতে পাই না। তবে বয়োবার্দ্ধক্যে আমার পাত্রত্ব গেছে। যদি তোমাদের যুবরাজ আমায় বে করতে চান ; তাহলে আমি না হয় গাঁটছড়া বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকি।

মহা।—তাহ'লে আমার প্রভুকে এই কথাই বলিগে।

বীর।—কাজেই বল্‌বার আর কোন কথাত পাচ্ছি না।

মহা।—যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান)

(নয়ন সেনের প্রবেশ)

নয়ন।—তার পর ? মহারাজ কি স্থির করলেন !

বীর।—কিছুই করিনি, নিশ্চিন্ত।

নয়ন।—আপনার সৈন্য ?

বীর।—সে তোমার আমার সম্বন্ধী কোন দেশে নিয়ে গেছে।

নয়ন।—আপনার গড়ের বাইরে দুটো কামান আছে ত ?

বীর।—আছে কিন্তু ছোঁড়ে কে ? যারা ছুঁড়তো তারা মরে গেছে। আমি ত বৃদ্ধ।

নয়ন।—তবে ত এ বৃদ্ধ বয়সে আপনার সর্ব্বনাশ করলুম মহারাজ !

বীর।—হয়ত করব কি ? পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রাখালী করেছিলুম। রাখালী ত আমার কেউ ঘোচাবে না। নাও চল। এই অবকাশে যদি রঞ্জাবতীকে নিয়ে দেশে যেতে পার, তাহ'লেই মঙ্গল। নতুবা ওরা যে তোমাকে নিয়ে যেতে দেবে এরূপত বোধ হয় না।

নয়ন।—আমি আপনার চক্ষে অজ্ঞাত কুলশীল, আমার সাহসে আপনার সন্দেহ হতে পারে, কিন্তু যে তেজোময়ী বীরাঙ্গনা বৈধব্য শিয়রে বেঁধে, আমাকে পতিত্বে বরণ করেছে, সে আমার সঙ্গে পালাবে কেন?

বীর।—বেশ, তবে যতক্ষণ বেঁচে থাকা যায়, ততক্ষণ মদন-মোহনের ঘরে আনন্দ করা যাক্‌গে চল।

(সকলের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

—*—

বিষ্ণুপুর—রাজপথ।

(সৃষ্টিধর, মণিরাম)

সৃষ্টি।—লোকে বলে ধর্ম্মের জয়। কই তার ত কিছুই দেখ্‌তে পেলুম না। রমাই ম'ল বটে, কিন্তু নয়ন সেনও নির্ব্বংশ হ'ল। তবে জিত্‌টে হ'ল কার? মাঝখান থেকে মণিরাম রায় ত ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে আসছে। ম'লে স্বর্গ সে চোরে বাটপাড়েও পায়। আর পায় না পায় তাতে সৃষ্টিধরের কি বয়ে যায়। চোখের উপর ধর্ম্মের জয় দেখতে পাই, তবে না মজা।

মণি।—ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মেরেছে। রমাই ও ম'ল মান্দারণও ধ্বংশ হ'ল। মাঝ খান থেকে নয়ন সেন নির্ব্বংশ। আমি যুদ্ধ না করেও জয় পতাকা ঘাড়ে করে আস্‌ছি। এর চেয়ে মানুষের সুখের অবস্থা আর হ'তেই পারে না। একি! আমার আস্‌বার আগেই যে, সহরে ধূম লেগে গেছে। তাহ'লে

ত দেখ্‌ছি আমার আস্‌বার আগে বিষ্ণুপুরে খবর এসেছে বা বা! এই যে সৃষ্টে! হাঁরে সৃষ্টে!

সৃষ্টি।—কি হুজুর!

মণি।—সহরে এত আনন্দ লেগে গেছে কেনরে!

সৃষ্টি।—বলেন কি হুজুর! আমোদ লাগবে না। আপনি এত বড় একটা যুদ্ধ জয় করে এলেন, তাতে আমোদ লাগ্‌বেনা!

মণি।—তাহ'লে আমার জয় সংবাদ বিষ্ণুপুরে এসে পৌঁছেছে!

সৃষ্টি।—ঝড়ের আগে এ খবর চলে এসেছে।

মণি।—ভাল তুই একবার জেনেই আয় দেখি। খবরটা ঠিক কিনা?

সৃষ্টি।—ও ঠিকই জেনে এসেছি। না জেনে কি আর হুজুরকে বল্‌ছি।

মণি।—লোকে কি বলছে?

সৃষ্টি।—বল্‌ছে, হুজুরের মতন বীর আর পৃথিবীতে নেই। বলে আপনি হাতে মাথা কেটেছেন। রমাই ঘোষকে দেখে যেমনি আপনি চড় উঁচিয়েছেন, অমনি ঘোষজার মাথা কেটে—মাটীতে গড়াগড়ি।

মণি।—হাতে মাথা কাটলুম, এ খবর এল কিরে! লড়াইয়ের খবর এলো না!

সৃষ্টি।—আজ্ঞে তা কেমন ক'রে আস্‌বে? রমাই ঘোষের মাথাই যখন রইল না, তখন লড়াইয়ের খবর কে দেবে?

মণি।—যা যা বেটা, সহর শুদ্ধ লোক আমোদ ক'র্‌ছে কেন, খবর নিয়ে আয়।

স্থষ্টি।—আপনি যখন বল্‌ছেন, তখন যাই, কিন্তু খবর একেবারে চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

মণি।—বলি নয়ন সেন কি বেঁচে আছে, তোর বিশ্বাস হয়?

স্থষ্টি।—বাপ্‌! চার চারটে বেটার শোক, তার ওপর স্ত্রী, কেমন করে বাঁচ্‌বে?

মণি।—আর যদি বেঁচে থাকে, তাহ'লে সে কি বিষ্ণুপুরে এসে খবর দিতে পার্‌বে!

স্থষ্টি।—রাম রাম! সত্তর আশী বছরের বুড়ো, লাঠী ধরে চলে, সে এতপথ কেমন ক'রে আস্‌বে!

মণি।—আর এখানকার লোক ও কিছু অম্বিকায় যেতে যাচ্ছে না যে, যুদ্ধের আসল খবরটা জেনে আস্‌বে।

স্থষ্টি।—সাধ্যি কি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

মণি।—খবরদার তুই যেন বলিস্‌ নি!

স্থষ্টি।—আমি? বাপ! প্রাণ গেলেও না।

মণি।—তোকে আমি যথেষ্ট বক্‌সিস্‌ কর্‌বো।

স্থষ্টি।—সে হুজুরের দয়া!

মণি।—আচ্ছা তুই একবার ঠিক খবরটা নিয়ে আয়। তাহ'লেই আমি সমারোহের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করি।

স্থষ্টি।—যে আজ্ঞে, আমি এখনি যাচ্ছি।

(স্থষ্টিধরের প্রস্থান)

মণি।—কোথায় অম্বিকা, আর কোথায় বিষ্ণুপুর! নয়ন সেন যে রমাই ঘোষকে পরাস্ত ক'রেছে, এ খবর বিষ্ণুপুরে কেমন ক'রে আস্‌বে? তাহ'লে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বল্‌তে পারি, যে আমিই রমাই ঘোষকে বধ করেছি। নয়ন সেনকে

কোন রকমে বধ ক'র্‌তে পার্‌তুম, তাহ'লে আমার আর চিন্তা কর্‌বার কিছু থাক্‌তো না। তাহ'লে আমি রমাই বিজয়ী নাম নিয়ে মহাদর্পে বিষ্ণুপুরে প্রবেশ ক'র্‌তুম। আমার সেপাই গুলো বসে বসে খেয়ে যে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে গেছে। নয়ন সেনের প্রাণ বিনাশ ক'র্‌তে কেউ যে সাহস ক'র্‌লে না, বলে অম্বিকার দুর্দ্ধর্ষ ডোম সৈন্য, বিশেষতঃ রমাই ঘোষের দমন করে তারা আবার আরও বলদৃপ্ত হয়ে পড়েছে। কোন সৈন্যই অম্বিকা মুখো হতে সাহস ক'র্‌লে না। যাক্‌, আমার ভাববার যে এখন আর বিশেষ প্রয়োজন তা বড় দেখিনা।

(নাগরিকদ্বয়সহ সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃ।—এই—এই ইনিই এখন আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। মদনমোহন ত বারমাসই আছেন। তাঁকে যখন ইচ্ছে দর্শন ক'র্‌তে পার্‌বে। কিন্তু এঁকেত ইচ্ছে কর্‌লেই দেখতে পাবে না। এই বেলা দর্শন ক'রে নাও। মদনমোহন দর্শনের চেয়ে যে ফল কিছু কম হবে, সেটা মনে করো না।

১ম না।—তাতো বটেই—তাতো বটেই। উনি যখন প্রাণরক্ষা কর্ত্তা, তখন দেবতার সঙ্গে ওঁর প্রভেদ কি?

সৃ।—এই যা ব'লেছ। প্রাণ না বাঁচলেত আর ধর্ম্ম হ'ত না। আর রমাই ঘোষ না ম'লেত কারও প্রাণ বাঁচতো না।

১ম না।—সে কথা আর বল্‌তে—উনিই আমাদের সব—উনিই আমাদের মদনমোহন।

সৃ।—এই হুজুর! এরা আপনাকে দর্শন ক'র্‌তে এসেছেন।

মণি।—কে তোমরা?

১ম না।—আজ্ঞে হুজুর, আমাদের বাড়ী জালন্ধর। আমরা

মহারাজের গুণগ্রাম শুনে, সেই দূরে দেশ থেকে আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।

২য় না। রমাই ঘোষের অত্যাচারে আমাদের ঘরে বাস করা দায় হয়েছিল মহারাজ! স্ত্রী পুত্র নিয়ে আমরা এতকাল পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি।

১ম না।—আপনি এতকাল পরে আমাদের গৃহবাসী ক'রেছেন।

মণি। আমি কে, আমি তুচ্ছ ব্যক্তি! মদনমোহন ক'রেছেন।

১ম না।—আজ্ঞা হাঁ মদনমোহনই সব করেন বটে তবে তিনিত আর হাতে কলমে কিছু করেন না, হুজুরই উপলক্ষ।

উভয়ে।—আপনিই আমাদের চক্ষে মদনমোহন।

সৃ।—নিশ্চয় নিশ্চয়—

মণি।—দেখ সৃষ্টিধর! এঁরা যখন অনেক দূর থেকে এসেছেন, তখন বিষ্ণুপুরে এসে যাতে এদের খাওয়া দাওয়ার কোন কষ্ট না হয়, তা তুমি নিজে দেখবে।

সৃ।—যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে হুজুর।

২য় না।—আহা এমন প্রাণ না হ'লে রাজা! আপনিই মদনমোহন।

১ম না।—আর রঙ্গাবতীই রাধারাণী।

মণি।—কি কি বল্লি?

সৃ। চুপ, চুপ ব'ল্‌তে নেই।

১ম না।—মহারাজ আপনি না ব'ল্‌তে চাইলে, আমরা ব'ল্‌তে ছাড়বো কেন? আপনি আমাদের ধন, প্রাণ, ধর্ম্ম সব রক্ষা করেছেন। আপনিই আমাদের মদনমোহন।

২য় না।—আর রঙ্গাবতীই আমাদের রাধারাণী।

মণি।—(স্বগত) আরে ম'ল এ বেটারা বলে কি? তবে কি এরা আমাকে অপর লোক ঠাউরেছে। (প্রকাশ্যে) ভাল তোমরা আমাকে কি মনে ক'রেছ বল দেখি?

স্থ।—দেবতা দেবতা—মদনমোহন।

উভয়ে।—মদনমোহন। মদনমোহন।

১ম না।—পুত্রশোকে আপনি কাতর হবেন না।

মণি।—আরে মর বেটা! পুত্রশোকে কাতর হব কি!

১ম না।—তারা সব স্বর্গে গেছেন। রঙ্গাবতী দেবী বেঁচে থাকুন, আবার আপনার সন্তান হবে।

উভয়ে।—নিশ্চয় হবে নিশ্চয় হবে।

১ম না।—বয়েস কি—বয়েস কি।

মণি।—তবেরে পাজী বেটারা! স্থষ্টে! বেটা তবে এখনি আমি তোর মুণ্ডপাত ক'র্‌বো।

স্থ।—বল্‌তে নেই বল্‌তে নেই। হুজুর যে রঙ্গাবতী দেবীর ভাই।

উভয়ে।—এঁ্যা।

১ম না।—আপনি তবে মহারাজ নয়ন সেন ন'ন?

মণি।—পাজি বেটারা লোক চেন না।

উভয়ে।—চিন্‌তে পারিনি হুজুর।

মণি।—নয়ন সেন কে?

১ম না।—আজ্ঞে মহারাজ! আমরা ত তাঁরই নাম শুনে আস্‌ছি—দেশময় রাষ্ট্র তিনি রমাইকে বধ করেছেন। বিষ্ণুপুরের রাজার শালী রঙ্গাবতীর সঙ্গে তাঁর বে হচ্ছে। দেশ

বিদেশ থেকে তাঁকে দেখতে আসছে। আমরাও তাই এসেছি মহারাজ !

[মণিরাম কর্ত্তৃক প্রহারের উদ্‌যোগ সকলে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন]

মণি।—ওরে স্বষ্টে ! কি হ'লরে !

স্ব।—আজ্ঞে হুজুর ! তাইতো !

মণি।—নয়ন সেন কিরে ! রঙ্গাবতী কিরে—বিয়ে কিরে !

(প্রস্থান)

স্ব।—তাইতো ! ধর্ম্মত বেজায় রকমেরই আছে বটে। কোথায় নয়ন সেন—কোথায় রঙ্গা—কোথায় বিয়ে—বা—ধর্ম্ম—বা—ধর্ম্ম—

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর—রাজান্তঃপুর।

(পদ্মাবতী ও বীরমল্ল)

পদ্মা।—কি মহারাজ! ওদিকে উৎসবের আয়োজন করিয়ে দিয়ে, আপনি এ নির্জনে কেন?

বীর।—আমার আর এক বড় কুটুম্ব আস্‌ছেন শুনলুম, তাই তার অভ্যর্থনার আয়োজন কর্‌ছিলুম।

পদ্মা।—আবার বড় কুটুম্ব কে?

বীর।—গৌড়েশ্বরের পুত্র।

পদ্মা।—তিনি এই বিবাহের সংবাদ শুনেছেন?

বীর।—শুনেছেন—শুনে পরম আনন্দিত হয়ে আমার কাছে তাঁর মহাপাত্রকে প্রেরণ করেছিলেন।

পদ্মা।—মহাপাত্রকে পাঠিয়েছিলেন কেন?

বীর।—মহাপাত্রকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন যে, এ বিবাহে পরম প্রীতি লাভ ক'রেছি। আর সেই প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ কোলাকুলি ক'রে নাচবার জন্য তিনি সসৈন্যে বিষ্ণুপুরে আগমন ক'র্‌ছেন।

পদ্মা।—আস্‌ছেন বিবাহ উৎসবে আমোদ ক'র্‌তে, তাতে সসৈন্যে কেন?

বীর।—তিনি বলেছেন, নারকেল বদলাবদলী হ'ল আমার সঙ্গে, মাঝখান থেকে রঙ্গাবতীকে আর একজন ছোঁ মার্‌লে; সুতরাং এ আনন্দ একা ভোগ ক'রেতো সুখ হবে না! কাজেই দুচার জন সৈন্য সামন্ত সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুপুরে এসে, সসৈন্যে আমার সঙ্গে জড়াজড়ি না ক'রে, মদনমোহনের নাটমন্দিরে ওলট পালট খাবেন, এইটী তাঁর বড়ই ইচ্ছে।

পদ্মা।—ওমা! তামাসা! তাহ'লে কি হবে!

বীর।—কি আর হবে, আমিও তাঁর আগমন সংবাদে প্রীতি লাভ ক'রে, তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে আন্‌বার জন্য উদ্‌যোগ আয়োজন করছি।

পদ্মা।—মহারাজ রহস্য ক'র্‌বেন না, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—গৌড়েশ্বরের পুত্র কি বিষ্ণুপুর আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছেন?

বীর।—তবে কি তুমি ঠাওরেছ, তিনি মাথায় পক্কড় বেঁধে মদনমোহনের নাটমন্দিরে যথার্থই নৃত্য ক'র্‌তে আসছেন! তাঁর সঙ্গে হ'ল রঙ্গাবতীর বিবাহের সম্বন্ধ, দিন স্থির ক'র্‌তে এল মহাপাত্র, এসে শুন্‌লে রঙ্গাবতীর বিয়ে। শুনেই আনন্দ তাঁর উথলে উঠল! বলে, অপরকেই যদি রঙ্গাবতীকে দেওয়া আপনার মত ছিল, তখন মিছামিছি আমার প্রভুর অপমান করা হ'ল কেন?

পদ্মা।—তাতো ব'ল্‌তেই পারে। কাজত ভাল হয়নি। অন্ততঃ ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে তাঁর কাছে সংবাদ পাঠান ত উচিত ছিল।

বীর।—সংবাদ কোথায় পাঠাব! রাজপুত্র ত আর গৌড়ে ছিলেন না।

পদ্মা।—আপনি একটু মিষ্ট কথা ব'লে, ক্রটী স্বীকার ক'রে, মহাপাত্রকে সন্তুষ্ট করলেন না কেন?

বীর।—কাকে সন্তুষ্ট করব! সে বেটা মহাপাত্র পয়লা-নম্বরের পাথরে চুণ, সে কি মিষ্ট কথায় বশ হয়। যতই তাকে ঠাণ্ডা কর্‌বার চেষ্টায় জল ঢালি, ততই সে টগবগ ক'রে ফুট্‌তে থাকে। বলে—বাজে কথা আমি শুন্‌তে আসিনি, আমি পাত্রী চাই। আমি অনেক বোঝালুম—বল্‌লুম—এ বিবাহে আমা-দের হাত নেই, পাত্রী স্বয়ম্বরা। সে বলে তা শুন্‌তে চাইনি—আপনি নারকোল বদল ক'রেছেন, তাইতে যুবরাজ বিবাহ কর্‌তে বিষ্ণুপুরে আস্‌ছেন—আমি পাত্রী চাই। যখন দেখ্‌লুম একান্ত তার পাত্রী না হ'লে চল্‌বে না, তখন নিজেই পাত্রী হ'লুম—বল্‌লুম—গৌড়েশ্বরকে আস্‌তে বল, যখন অন্য পাত্রীর অভাব, তখন আমিই তাঁকে প্রেম দান ক'র্‌ব। তাই প্রাণেশ্বর এই নববধূটীকে হৃদয়ে ধারণ ক'র্‌তে একটু ত্বরিত গমনে বিষ্ণু-পুর আগমন ক'র্‌ছেন।

পদ্মা।—তাহ'লে এ সঙ্কট সময়ে আপনি উৎসবের আদেশ দিলেন কেন?

বীর।—এই ত উৎসবের সময়, আমার প্রাণবঁধু আগমন কর্‌ছেন' এ সময় আমি মুখ গুঁজড়ে ব'সে থাক্‌বো। তুমিও এ উৎসবে যোগ দাও। একি কম আনন্দের কথা! মদন-মোহনের বিষ্ণুপুর—মদনমোহনের পাদপদ্মে বিলীন হবে।

(প্রস্থান)

পদ্মা।—কোথা থেকে একি বিপদে ফেল্‌লে মদনমোহন! এ হ'তে যে রমাই ঘোষের বিপদ ছিল ভাল। এখন মনের এ অবস্থা নিয়ে কেমন করে' উৎসবে যোগদান করি। এদিকে বৃদ্ধের সঙ্গে রঙ্গাবতীর বিবাহ দিচ্ছি দেখে, সমস্ত বিষ্ণুপুরবাসীই ক্ষুন্ন হয়েছে। ভাই এখনও এ সংবাদ জানে না। জান্‌লে সেও কি সুখী হবে! কেমন করে হবে? সেত এ বিবাহের কোন তত্ত্বই জানে না—সে জানে গৌড়েশ্বরের পুত্রের সঙ্গে তার ভগিনীর বিবাহ। শুনে সন্তুষ্ট মনে সৈন্য নিয়ে রমাইকে দমন ক'র্‌তে গিয়েছে। অদৃষ্টে কি আছে কে বল্‌তে পারে! সত্যপথ আশ্রয় ক'রেও কি ধার্ম্মিক মহারাজকে বিপদে পড়তে হবে? তা যদি হয়, তাহ'লে এ সংসারে জয় পরাজয়ে প্রভেদ কি? মানব জীবনের মূল্য কি? তা যদি হয়, তবে নিঃশব্দে "বিষ্ণুপুর" মদনমোহনের চরণ রেণুতে মিলিয়ে যাক্ না কেন?

(মণিরামের প্রবেশ)

মণি।—দিদি! দিদি!

পদ্মা।—কেও মণিরাম! ভাই আমার এসেছ।

মণি।—এসেছি কিনা এখনও ঠিক বল্‌তে পাচ্ছি না—যা শুন্‌ছি—তা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে তুমি মনে মনে জেনে রেখো আমি আসিনি,—আস্‌বো না—আস্‌তে পার্‌বো না; কিন্তু যদি মিথ্যে হয়, তাহ'লে আমি অবশ্য এসেছি।

পদ্মা।—কি শুনেছ?

মণি।—রঙ্গাবতীকে নাকি একটা ঘাটের মড়ার সঙ্গে বে দিচ্ছ!

পদ্মা।—ছি! ওকথা বল্‌তে নেই। কিছু বয়স হয়েছে বটে।

মণি।—কিছু হয়েছে! ও হরি কিছু হয়েছে! তার ছেলে, যেটা রমাই ঘোষের সঙ্গে লড়ায়ে মরেছে, তার সুমুখের দাঁতের পাটীকে পাটী পড়ে গিয়েছিল। মাথার চুল এক গাছাও কাঁচা ছিল না। তার বাপ বুড়ো শিব, এত দিনে পাঁচ সাতশো গাজন পার্ ক'র্‌লে, তার বয়স হ'ল কি না কিছু! আর তার সঙ্গে তুমি কি না অমন সোণার প্রতিমার বে দিচ্ছ! আরে ছি! বৃদ্ধ বয়সে মহারাজেরও কি ভীমরতি হয়ে গেল!

পদ্মা।—মহারাজেরও অপরাধ নেই—আমারও অপরাধ নেই।

মণি।—না কারো অপরাধ নেই। আমি গিছলুম লড়াই ক'র্‌তে, সকল অপরাধ হ'ল আমার।

পদ্মা।—অপরাধ কারো নয়—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

মণি।—ও সব বুজরুকি কথা আমি শুন্‌তে চাইনি। আজ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, কাল ফড়িঙ্গের নির্ব্বন্ধ—পরশু গুটীপোকা—ওসব বাজে কথা রেখে দাও। দিয়ে বুড়োশালাকে এই বেলা মানে মানে বিদেয় ক'রে দাও! আর স্বয়ং গৌড়েশ্বরের যুবরাজ আস্‌ছেন, রঞ্জাকে তাঁর হাতে সমর্পণ কর।

পদ্মা।—তা কেমন ক'রে হয় ভাই, রঞ্জা তাঁর গলায় মালা দিয়েছে।

মণি।—তা না দিয়ে আর ক'র্‌বে কি? তোমরা তাকে পীড়াপীড়ি ক'রেছ, তার উপর সে বুড়ো ঝাসু—রঞ্জার সুমুখে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটী ক'রেছে। কি করে!—সরলা—অবলা—হাতেমালা—কাছেগলা—পরিয়ে দিয়েছে।

পদ্মা।—তা যে কারণেই হোক—যখন দিয়েছে, তখন তো ফিরানো যেতে পারে না।

মণি।—কেন পারবে না। মালা—ফুলের মালা—এক দণ্ডে শুকিয়ে যায়, কলার বাসনার গাঁথুনি, ক'ড়ে আঙ্গুলের টানের ভর সয়না—ছুঁতে না ছুঁতে ছিঁড়ে যায়, তার আবার বাঁধন কি?

পদ্মা।—তোমার এম্‌নি বুদ্ধিই বটে!

মণি।—তা হ'লে তোমরা বুড়োকে তাড়াচ্ছো না?

পদ্মা।—ছি! ও কথা মুখেও আন্‌তে নেই।

মণি।—তা হ'লে তোমরা আমার কথা রাখছ না?

পদ্মা।—তোমার কি আর কথার যোগ্য কথা। তা রাখবো?

মণি।—দেখ দিদি! বুঝ্‌তে পার্‌ছো না—মহা গণ্ডগোল হবে। আমি কিছুতেই এ বিয়ে হ'তে দেব না।

পদ্মা।—তোমার ক্ষমতা কি?

মণি।—কি! আমার ক্ষমতা নেই!

পদ্মা।—কিছু না।

মণি।—তা হ'লে দেখ, আমি কি কর্‌তে পারি।

পদ্মা।—তাহ'লে আমিও বুঝবো যে তোমাতে মনুষ্যত্ব এসেছে।

মণি।—তাহ'লে দেখবো, তোমাদের বুড়ো শালাকে কে রক্ষা করে।

পদ্মা।—জান মনিরাম! কার সুমুখে তুমি এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর্‌ছ।

মণি।—তুমিও জান দিদি! আমি বাগ্‌দী ভগ্নীপোতকে ভয় করিনা। ইচ্ছা কর্‌লে, আজই আমি বিষ্ণুপুরে ঘুঘু চরাতে পারি

পদ্মা।—কে আছ—শীগ্‌গীর বেইমানকে গ্রেপ্‌তার কর।

মণি।—এই এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি, কে কাকে গ্রেপ্‌তার করে।

(প্রস্থান)

বীর।-- (বীরমল্লের প্রবেশ) কি—কি ব্যাপারটা কি! মণিরামের গলা শুন্‌তে পেলুম না!

পদ্মা।—মহারাজ! হতভাগ্য ভাইকে এই বেলা মানে মানে আবদ্ধ করুন। হতভাগ্যের মনে দুরভিসন্ধি প্রবেশ ক'রেছে। ও আমার প্রতি যেরূপ আচরণ দেখিয়েছে; এরূপ ভাব আমি আর কখন দেখিনি মহারাজ!

বীর।—কিছু ভয় নেই রাণী! যদি দুরভিসন্ধিও ওর মনে প্রবেশ করে। তাহ'লে বুঝবে, ওর মাথায় বুদ্ধিও প্রবেশ ক'রেছে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি বুঝতে পেরেছি, গৌড়েশ্বরের কোন গুপ্তচর, কিম্বা সেই কুটীল মহাপাত্র ওর সঙ্গে কোন না কোন ষড়যন্ত্র ক'রেছে। ওকে কুপরামর্শ দিয়েছে—আশা দিয়েছে—সাহস দিয়েছে। নইলে ও আজ তোমার মুখের ওপর কথা ক'ইতে সাহসী হয়! ও হতভাগ্যের ওপর রাগ ক'রে লাভ কি? ও যদি মানুষ হ'ত, ওর তুল্য স্থান বিষ্ণুপুরে আর কার থাক্‌তো। নাও এস, ওর ভয়ে যেন কর্ত্তব্যের ত্রুটি না হয়। বিষ্ণুপুরে যেন কিছুতেই উৎসব বন্ধ না হয়। মদনমোহনই আমাদের শরণ্য। এতকাল তিনি বিপদে আপদে রক্ষা ক'রে এসেছেন। আজ কি আর ক'র্‌বেন না। কই আমরা তাঁর চরণে কোনও ত অপরাধ করিনি।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

বিষ্ণুপুর—উপকণ্ঠ।

শিবির সম্মুখ।

(মহীপাল, বিদ্যারণ্য, সভাসদ্)

মহী।—দেখ বিদ্যারণ্য আর ত আমার বিলম্ব সইছে না—মহাপাত্র এখনও ত এসে উপস্থিত হ'ল না। ওদিকে রঞ্জাবতী আমার বিরহে ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছে। সে সরলা প্রেম বিহ্বলা অবলার কষ্ট দেখা, আমি আঁর সহ্য করতে পাচ্ছি না—তুমি এখনি যাত্রার ব্যবস্থা কর।

বিদ্যা।—হাঁ হাঁ অমন কাজ কর্‌বেন না অমন কাজ কর্‌বেন না—যুবরাজ! আজ ঘাতচন্দ্র।

মহী।—তাহ'লে এখন যাত্রা ক'র্‌ব না?

বিদ্যা।—কিছুতেই না ঘাতচন্দ্র—ঘাতচন্দ্র—

মহী।—আজ ঘাতচন্দ্র—কাল বারবেলা—পরশু ত্রিস্পর্শ —পা বাড়ালেই একটা না একটা ব্যাঘাত। একি আপদ পাঁজীতে ঢুক্‌লো বিদ্যারণ্য?

বিদ্যা।—কি কর্‌বো যুবরাজ। মেষ রাশির প্রথম, বৃষের পঞ্চম, কন্যার দশম, ধনুর চতুর্থ আর মীনের দ্বাদশ চন্দ্র ঘাতচন্দ্র হয়।

সভা।—তাহ'লেই ঠিক হয়েছে—। সকাল বেলা আপনি প্রথমেই মেষ দুগ্ধ পান ক'রেছেন, এই মাত্র গোটা পাঁচেক ষাঁড় আপনার শিবিরের সুমুখে দিয়ে হাম্বা রবে মাথা নাড়তে

নাড়তে চলে গেল। গোটাদশেক কন্যা আপনার সঙ্গেই আছে, আপনি চতুর্ভুজে ধনুর্দ্ধারী বার সের মীন-মস্তক ভক্ষণ-কারী সমস্তই মিলে গেছে—ঘাতচন্দ্র—ঘাতচন্দ্র—

বিদ্যা।—ঘাতচন্দ্রে কৃতাযাত্রা কৃতোদ্বাহাদি মঙ্গলং।
ক্লেশায় মরণায়ৈব গর্গাচার্য্যেন ভাষিতং॥

বিদ্যা।—যদি ঘাতচন্দ্রে যাত্রা করা হয়—কি বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম করা হয়, তাহ'লে ক্লেশায় মরণায়ৈব—অর্থাৎ খানিকটে ক্লেশ আর খানিকটে মৃত্যু।

সভা।—তার কোন্‌টা যে আগে হবে তার এখন ঠিক নেই?

বিদ্যা।—না তা ঠিক নাই ও দুইই হ'তে পারে। হয় আগে ক্লেশ পরে মৃত্যু কিম্বা আগে মৃত্যু—পরে ক্লেশ।

মহী।—না তাহ'লে পা বাড়াব না।

সভা।—কিছুতেই না।

মহী।—তা হ'লে কখন যাত্রা ক'র্‌বো?

বিদ্যা।—সে আমি এখনি দিন দেখে দিচ্ছি। ৬ই আষাঢ় রবিবার একাদশী অতি গণ্ড যোগ ববকরণ যাত্রানাস্তি।

সভা।—উল্‌টে যান—উল্‌টে যান।

বিদ্যা।—৮ই ত্রয়োদশী—বিষ্টিকরণ—

সভা।—একে এই হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা, তার ওপর আবার বিষ্টি-করণ, তাতে বাঁকুড়ো বিষ্ণুপুরের কাঁকুরে রাস্তা—উল্‌টে যান।

বিদ্যা।—পরে শকুনি করণ।

সভা।—বা বাঃ! তাহ'লে ত যেমন পা পিছলে পতন—অমনি খাবি খাওন—আর অমনি শকুনির পেটে গমন—উল্‌টে যান—উল্‌টে যান।

বিদ্যা।—হয়েছে—হয়েছে—৯ই হচ্ছে যাত্রার পক্ষে শুভ-দিন। চতুর্দ্দশী বুধবার নক্ষত্রামৃত যোগ যাত্রাশুভ।

সভা।—বস্ বস্—মহারাজ ৯ই এখান থেকে যাত্রা—১০ই বিষ্ণুপুরে থাকা—১১ই বিবাহ—১২ই পুনর্যাত্রা।

মহী।—তাহ'লে এ শুভযাত্রায় শুভ বিবাহ নিশ্চয় ?

বিদ্যা।—যাত্রা বল্‌ছেন কি যুবরাজ! শুভলগ্নে যাত্রায় আখড়া দিলে শুভ বিবাহ হ'য়ে যায়। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকুন। বিবাহ আপনার হয়ে গেছে মনে করুন।

সভা।—যুবরাজ! যুবরাজ!—মহাপাত্র—আগমন কর্‌ছেন!

মহী।—আস্‌ছেন—আস্‌ছেন—মহাপাত্র আস্‌ছেন—

বিদ্যা।—আস্‌বে না যুবরাজ! বলেন কি! সুতহিবুক যোগের টান কি ? আপনার বিবাহ কি বল্‌ছেন—মহারাজ—আপনার জ্যেষ্ঠের জন্য পাত্রী দেখতে গিছলেন। তিনিও ঐ রকম শুভলগ্নে যাত্রা করেছিলেন। এখন সে দিন ছিল সুতহিবুক যোগ। এ যোগের এম্‌নি মজা—যে মহারাজা ছেলের বে দিতে গিয়ে ভুলে নিজেই বে করে ফেল্‌লেন।

মহী।—তার পর ?

বিদ্যা—বে ক'রে তাঁর মনে পড়ে গেল। তখন আর কি হবে, লজ্জায় তিনি মাথা চুল্‌কুতে লেগে গেলেন। আপনার জ্যেষ্ঠ অবাক্। মনের দুঃখে তিনি প্রাণই পরিত্যাগ ক'রে ফেল্‌লেন। আপনি সেই কনে রাণীর গর্ভজাত সন্তান। জ্যেষ্ঠ বেঁচে থাক্‌লে আপনি কি আর রাজা হ'তে পার্‌তেন!

মহী।—বটে বটে শুভলগ্নের এত গুণ! তাহ'লে এক কাজ

কর, পাঁজীতে যাতে কেবল শুভলগ্ন লেখে তার ব্যবস্থা কর। তাহ'লে রোজ রোজ শুভ যাত্রা ক'র্‌বো।

বিদ্যা।—যথা আজ্ঞা—

(মহাপাত্রের প্রবেশ)

মহী।—কি খবর মহাপাত্র? আমার প্রাণেশ্বরীর খবর কি?

মহা।—খবর আর কি ব'ল্‌ব যুবরাজ! সে কন্যার বিবাহ হ'য়ে গেছে—

সকলে।—হ'য়ে গেছে!

মহী।—তবে তুমি কি পাঁজী দেখ্‌লে বিদ্যারণ্য? তুমি এদিকে পাঁজী দেখ্‌তে লাগ্‌লে আর ওদিকে বে হ'য়ে গেল!

বিদ্যা।—হ'য়ে ত যাবেই, অতক্ষণ ধ'রে লগ্ন ঘাঁটা ঘাঁটি ক'র্‌লে কি আর বে পড়ে থাকে যুবরাজ!

মহী।—তারপর, এ তুমি কি ব'ল্‌ছ মহাপাত্র! আমার সঙ্গে সম্বন্ধ—নিমন্ত্রিত হ'য়ে আমি চলেছি, এমন সময় বিবাহ হ'য়ে গেল! এ কি রকমটা হ'ল?

মহী।—অম্বিকার রাজা নয়ন সেনের সঙ্গে তার বিবাহ হ'য়েছে।

বিদ্যা।—ভায়া বসন্তে চম্পটং পথ্যং। আর কেন?

(সভাসদ ও বিদ্যারণ্যের প্রস্থান)

মহী।—বিষ্ণুপুরের রাজার এত বড় আস্পর্দ্ধা!

মহা।—আস্পর্দ্ধার হ'য়েছেকি, আরও শুনুন। যখন আমি আপনার অপমান দেখে ক্রোধ সম্বরণ ক'র্‌তে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে বল্লুম—আমি বাজে কথা শুনতে চাইনা, পাত্রী চাই—তখন বাগ্‌দী বেটা আমায় ব'ল্‌লে কি, যে এক পাত্রী আমি

আছি, তোমার রাজাকে আস্‌তে বল, আমায় বিবাহ ক'রে নিয়ে যাক।

মহী।—কি! দুরাত্মা এই কথা কইলে! তখনি তুমি তার মুণ্ডপাত ক'র্‌তে পার্‌লে না?

(মণিরামের প্রবেশ)

মণি।—রাজকুমার আমি আপনার শরণাপন্ন।

মহা।—এই—এই—ইনিই হচ্ছেন বিষ্ণুপুরের সেনাপতি মণিরাম রায়—আপনার শরণাপন্ন।

মণি।—যুবরাজ আপনি সমস্ত বাঙ্গালার অধীশ্বরের একমাত্র পুত্র। আমি আপনার নিকট বিচারপ্রার্থী। অম্বিকানগরের নয়ন সেন, আমার অনুপস্থিতিতে চোরের মতন আমার বাটীতে প্রবেশ ক'রে, বিষ্ণুপুরের রাজা ও রাণীকে ভুলিয়ে আমার ভগিনীকে বিবাহ ক'রে ফেলেছে।

মহী।—মহাপাত্র! যেমন ক'রে পার এই অপমানের প্রতিশোধ নাও। অম্বিকানগরের রাজা, আর বিষ্ণুপুরের রাজা দু'জনকে এক দড়ীতে বেঁধে আমার কাছে উপস্থিত কর।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

বিষ্ণুপুর—রাজ-অন্তঃপুর।

(নয়ন সেন ও রঞ্জাবতী)

নয়ন।—রাজা ও রাণী যেন কতকটা ব্যস্ত হয়ে প'ড়েছেন। যেন কেমন বিষণ্ণ বিষণ্ণভাব, কেন বুঝ্‌তে পেরেছ কি রঞ্জা!

রঞ্জা।—বিষণ্ণ হ'তে যাবেন কেন? আপনি বুঝতে পারেন নি।

নয়ন।—(স্বগত) তবে থাক, বালিকাকে বিপদের কথা শুনিয়ে আর ব্যাকুল ক'র্‌ব না। (প্রকাশ্যে) তোমার ভাইকে ত দেখতে পেলুম না!

রঞ্জা।—তিনি বোধহয়, আজ ও বিষ্ণুপুরে ফির্‌তে পারেন নি। ফির্‌লে অবশ্যই দেখ্‌তে পেতেন।

নয়ন।—না, তোমার সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনে, মর্ম্মপীড়ায় তিনি এখানে আস্‌তে পার্‌ছেন না?

রঞ্জা।—মর্ম্মপীড়া যদি হয়, তাহ'লে আমার অদৃষ্ট। মর্ম্ম-পীড়া কেন হবে মহারাজ! ভাইতে কি আমার মনুষ্যত্ব নেই!

নয়ন।—বিষ্ণুপুরবাসী কিন্তু এ বিবাহ সংবাদে মর্ম্মাহত হ'য়েছে। শুন্‌লুম গৌড়েশ্বরের পুত্রের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হয়েছিল। তিনি বিবাহার্থী হ'য়ে বিষ্ণুপুরে আগমন ক'র্‌ছিলেন, দৈবদুর্ঘটনায় আমি হতভাগ্য যদি বিষ্ণুপুরে এসে না পড়্‌তুম, অথবা উন্মাদের মত অন্তঃপুরে না উপস্থিত হ'তুম। যদি তোমাদের সম্মুখে দুঃখের কাহিনী না গান ক'র্‌তুম, তাহ'লে বোধহয় এ বিভ্রাট ঘট্‌ত না। করুণাময়ী! রূপযৌবনপূর্ণ

স্বামীর সোহাগিনী হ'য়ে সুখের, ঐশ্বর্য্যেরও অতুলনীয় সম্পদের মধ্যে ব'সে সমস্ত বাঙ্গালার সাম্রাজ্ঞী হ'তে পার্‌তে।

রঞ্জা।—মহারাজ! আমার বর্ত্তমান ভাগ্যে আমি শচীর ভাগ্যও তুচ্ছ জ্ঞান করি। মহারাজের পদধূলি সময় মত গৃহে না পড়্‌লে, আজ আমাকে জরাজীর্ণ একটা রাজপুত্র নাম ধারী অপদার্থের হস্তে আত্ম-সমর্পণ ক'র্‌তে হ'ত।

নয়ন।—তুমি কি বল্‌ছ রঞ্জাবতী! গৌড়েশ্বরের পুত্র যে পরম রূপবান যুবা-পুরুষ।

রঞ্জা।—সেটা কামুকীর পক্ষে! প্রজার সুখ যার একমাত্র কামনা, অনন্তকীর্ত্তি স্বামীর মঙ্গলময় মূর্ত্তিই সে রমণীর চির আকাঙ্ক্ষিত যৌবন স্বরূপ। মহারাজ! আমি আজ সে ভাগ্যে ভাগ্যবতী। দশ বৎসর পরে যৌবনের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, গৌড়পতির প্রাণহীন নাম বিস্মৃতির গায়ে মিশিয়ে যাবে। কিন্তু মহারাজ! রঞ্জাবতীর ক্ষণভঙ্গুর দেহ মৃত্তিকাসাৎ হ'লেও অনন্ত কালের মধ্যে একটী মাত্র দিনের জন্যও তাকে স্বামী বিয়োগ যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে হবে না। কেন না, তার স্বামী অনন্ত-জীবন—যোগেশ্বরের ন্যায় অব্যয়। অম্বিকাপতির নাম কখনই বিনষ্ট হবার নয়।

নয়ন।—তবে আর আমি কি ব'ল্‌ব রঞ্জাবতী, তোমার জন্য আমি জগদীশ্বরের কাছে নিজের দীর্ঘজীবন কামনা করি, আনন্দময়ী তোমাকে চিরানন্দে সুখিনী করুন। তবে আর তোমার কাছে গোপন ক'র্‌ব না। আমি কি ক'র্‌তে চ'লেছি শুন। আমার ইচ্ছা কিছুদিনের জন্য তোমাকে এখানে রেখে আমি একবার অম্বিকায় গমন ক'র্‌ব।

রঞ্জা। কেন মহারাজ?

নয়ন।—তোমাকে আমার হস্তে দান ক'রে বিষ্ণুপুর পতি বড়ই বিপন্ন। গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র প্রতিজ্ঞা ক'রে গেছে যে সে যেমন ক'রে পারে তার প্রভুর অপমানের প্রতিশোধ নেবে। এরূপ অবস্থায় আমার নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকা ত উচিত হয় না রঞ্জাবতী! কিন্তু আমি একা। গৌড়শ্বরের অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে, নিরস্ত্র নিঃসহায় আমি কি ক'র্‌তে পারি। বিষ্ণুপুর রাজের এই অমূল্য রত্ন দান, আমি কি অকৃতজ্ঞের মূর্ত্তিতে গ্রহণ ক'র্‌ব? বিষ্ণুপুরের সৈন্যধ্বংস, বিষ্ণুপুরের বিপদ, আমি কি কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব? রাজার সামান্য মাত্র ও সহায়তা কি আমা হ'তে হবে না।

রঞ্জা।—সেটা অবশ্য কর্ত্তব্য।

নয়ন।—কর্ত্তব্য নয়? তুমি আমার পত্নী। আমার জীবনের প্রতি যেমন তোমার লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, আমার মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখাও তোমার তদ্বৎ কর্ত্তব্য।

রঞ্জা।—ততোধিক কর্ত্তব্য।

নয়ন।—তবে আর তোমাকে কি বোঝাব রঞ্জাবতী! তোমার ন্যায় তেজোময়ীর আশ্রয় পেয়ে আমি আবার নব জীবনে উজ্জীবিত। অম্বিকায় আমার অপরিমেয় বলশালী দুর্দ্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী ডোম সৈন্য। তাদের একবার বিষ্ণুপুরে আন্‌তে পার্‌লে, আমি বাঙ্গালার সমবেত শক্তিকেও অগ্রাহ্য করি। তাদের বিষ্ণুপুরে আন্‌তে আমি অম্বিকায় যাবার অভিলাষ ক'রেছি।

রঞ্জা।—আপনাকে কি করে ছেড়ে থাকবো মহারাজ!

নয়ন।—না থাকলেতো চল্‌বেনা ?

রঙ্গা।—চারিদিকে শত্রু, আপনি তার মধ্য দিয়া কেমন করে যাবেন!

নয়ন।—সে কি মৃত্যুভয় ? আমার জন্য আবার কিসের ভয় রঙ্গাবতী! তুমি শ্মশান প্রস্থিত জীবকে পতিত্বে বরণ করেছ। তোমার পুণ্যই আমার জীবন রক্ষার অস্ত্র। তোমার আয়তিই আমার শরীর রক্ষণে বর্ম্ম স্বরূপ। আমার বাঁচাই যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হয়, তোমার ইচ্ছাই আমাকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবে। নিরস্ত্র আমি অম্বিকা ছেড়ে এখানে এসেছি। এসে সহস্র অস্ত্রের ঝনৎকারেও যে রত্ন দুষ্প্রাপ্য, বিনা আয়াসে আমি তাই পেয়েছি। নিরস্ত্র আমি অম্বিকায় ফিরে যাব। পথে যেতে যদি গৌড়েশ্বরের অগণ্য সেনাকর্ত্তৃক পরিবৃত হই, তাহলে দুদশ জনকে হত্যা করেই বা রাজার আমি কি উপকার কর্‌বো রঙ্গাবতী ? আমি আর কাল বিলম্ব করব না। তুমি আমাকে বাধা দিয়োনা।

রঙ্গা।—তবে আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করুন।

নয়ন।—তৃতীয় ব্যক্তিকে একথা প্রকাশ করোনা। আমি আজই অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার আশ্রয় ক'রে, এ স্থান ত্যাগ কর্‌ব।

রঙ্গা।—আমাদের ইষ্ট দেবতা কে ?

নয়ন।—মা আনন্দময়ী রঙ্কিনী।

রঙ্গা।—দেখোমা আনন্দময়ী, তোমার শ্রীপাদ পদ্মে যখন তনয়াকে আশ্রয় দিয়েছো, তখন তাকে আর আশ্রয়হীনা করো না। দেখবেন মহারাজ! আমাকে যেন পরিত্যাগ করবেন না।

নয়ন।—পরিত্যাগ—কেমন করে পরিত্যাগ করব প্রাণেশ্বরী! ভোগের সঙ্গে সন্ন্যাসের অপূর্ব্ব মিলন, এক সাবিত্রীতে ছিল শুনতে পাই, কিন্তু তোমাতে তা প্রত্যক্ষ দর্শন করলুম। তবে আবার বলি, এই বৃদ্ধের গলায় মালা দেওয়ায় আমার মত দুঃখিত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হয়নি। তোমার পূর্ণ যৌবন, অপূর্ব্ব রূপ, ভগবতীর গুণরাশি—অনন্ত আশা—! তুমি স্বহস্তে সে আশার মূলোচ্ছেদ করেছ। তোমাকে যদি পরিত্যাগ করি, তাহ'লে ইষ্টদেবীর প্রসাদও আমাকে নরক থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

রঙ্গা।—আমি আপনার জড়ময় দেহ দেখিনি মহারাজ! আপনার জ্যোতির্ম্ময় রূপ হৃদয়ে ধারণ ক'রে, তাকেই মাল্য দিয়ে বরণ করেছি।

নয়ন। অম্বিকার ঈশ্বরীর মর্য্যাদা রাখতে,আমিও বিষ্ণুপুর পরিত্যাগ করে চলেছি।

রঙ্গা।—তাহ'লে মহারাজ বলুন, এক সঙ্গে মদন মোহনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করি।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

বিষ্ণুপুর—প্রাসাদ সম্মুখ।

(সৃষ্টিধর ও প্রজাগণ)

সৃ।—ধর্ম্মের লীলা আমাকে ভাল করে দেখে নিতে হচ্ছে। তুমি যে ঠাকুর জোচ্চরি করে আবহমান কাল থেকে একটা

সুনাম নিয়ে আসবে, আমি যেখানে থাকবো সেই খানেই জয় সেটী আর হতে দিচ্ছি নি। আগে প্রত্যক্ষ দেখি তবে তোমার কথায় বিশ্বাস করি। নইলে তুমি পুঁথি পাঁজী দেখিয়ে যে বলবে, আমি অমুক সময়ে অমুক করেছি—হরিশ্চন্দ্রকে সশরীরে স্বর্গে পাঠিয়েছি, রাবণ মেরে সীতার উদ্ধার করেছি, কুরুকুল নির্ম্মূল ক'রে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দিয়েছি, ওসব পুঁথি পাঁজীর নজির আমি দেখতে চাইনা। নজির আমিও দেখাতে পারি, আমি ও বল্‌তে পারি, বলী দান করে পাতালে গেছে। বালী চার সমুদ্রে পূজো ক'রে ধ্যান করে রামের হাতে মরেচে। আমি প্রত্যক্ষ নজির চাই। তুমি বলতে পার, আমি নয়ন সেনকে রঞ্জা দিইচি, কিন্তু তাতে এই করেছ যে, রঞ্জাও যায় নয়নসেনও যায়—বিষ্ণুপুর ও যায়। যদি এ বিপদে বিষ্ণুপুর রক্ষা করতে পার, তবে তোমার ক্ষমতা বুঝি।—ভাই সব বেশ করে রাজাকে বুঝিয়ে বল যে, তিনি কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক এই বিপদ ডেকে আনছেন।

সকলে।—বল—বেশ করে বুঝিয়ে বল।

স্থ।—কোথাকার কে, কোন জাত, যথার্থই রাজা নয়ন সেন কিনা, তাই এখন ও ঠিক হ'লনা, তার জন্য আমরা স্ত্রী পুত্র পরিবারকে বিপদে ফেলতে যাব কেন ?

সকলে।—কেন কিসের জন্য ফেলতে যাব!

স্থ।—সে যে রাজা নয়ন সেন তার সাক্ষী কে!

সকলে।—আসামীও সেই—সাক্ষী ও সেই।

স্থ।—সে যে চোর নয়, তা কেমন করে জানবো!

১ম প।—চোর নয় কি, নিশ্চয় চোর

সকলে।—চোর—পাকাচোর।

১ম প্র।—সে রঞ্জাবতীকে চুরী করবার মতলবে সন্ন্যাসী সেজে এসেছে।

সকলে।—তাতে আর সন্দেহই নেই।

স্থ।—সে যেমন এসে বল্‌লে নয়নসেন, অমনি সাক্ষী নিলে না—সাবুদ নিলে না—বাইরের এক আধজনকে জানালেও না, অন্দরে অন্দরেই শালীটীকে সমর্পণ করে ফেললে?

১ম প্র।—রাজা ব'লে কি সমাজ দেখবে না। তাহ'লে আমাদের জাতকুটুম্ব যাকে তাকে মেয়ে ধ'রে দিলে, আমরাও তাকে শাসন ক'রতে পা'রবো না।

সকলে।—কেমন করে পার্‌বো?

স্থ।—আচ্ছা নয়ন সেন বলেই যদি সে নয়ন সেন হয়, তা'হলে আমি নাকসেন, তুমি দাড়ীসেন, ও নাড়ীসেন, সে ভুঁড়িসেন—তা'হলে দাও, আমাদেরও রঞ্জাবতীর সঙ্গে বে দাও।

সকলে।—দাও—বে দাও।

স্থ।—আর রঞ্জাবতীই বা কি করলে?

সকলে।—বোঝ দেখি ভাই।

স্থ।—হাতে কি মালা অমনি যোগান ছিল, যে লোকটা এল, তাকে হাঁপ ফেল্‌তেও দিলে না—দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই তার গলায় মালা পরিয়ে দিলে!

১ম।—কি ক'রে জান্‌লে যে নয়ন সেন আসবে।

স্থ।—বুঝতে পাচ্ছনা, আগে থাকতে সড় ছিল।

সকলে।—তাই ঠিক্, যা বলেছ, সড় ছিল।

স্থ।—তবে তার জন্য আমরা প্রাণ দিতে যাব কেন!

সকলে।—কিছুতেই না।

স্থ।—রাজা রামচন্দ্র প্রজার জন্য স্ত্রী বনবাসে দিলেন, আর আমাদের রাজা কিনা শালীর জন্যে প্রজা বনবাস দিচ্ছেন।

সকলে।—এই কি রাজার কাজ!

স্থ।—ঐ রাজা আসছেন। তোমরা সব এইখানে দাড়াও, দাঁড়িয়ে বল—ছেড়োনা—কিছুতেই ছেড়োনা—। আমি চাকর, আমিত থাক্‌তে পারি না। তাহ'লে রাজা মনে কর্‌বে, আমি শিখিয়ে দিয়েছি।

(প্রস্থান)

(রাজা ও বীরমল্লের প্রবেশ)

সকলে।—জয়, মহারাজের জয়, দয়াময় আমাদের রক্ষা করুন।

বীর।—কেন তোমাদের কি বাঘে ধরেছে; যে রক্ষা কর্‌ব?

১প্র।—আজ্ঞে মহারাজ বাঘেরও বেশী, আমরা স্ত্রীপুত্র নিয়ে বিপন্ন।

বীর।—তা এতে আর আমার রক্ষা কর্‌বার কি আছে! স্ত্রী পুত্র ফেলে চম্পট দাও।

১ম।—আজ্ঞে মহারাজ! গৌড়েশ্বরের পুত্র আমাদের আক্রমণ করছেন।

বীর।—তা হলেত ভালই করেছেন। তিনিই তোমাদের স্ত্রীপুত্রদের দায় হ'তে অব্যাহতি দেবেন। একেবারে ছাঁদা বেঁধে গৌড়ে নিয়ে হাজির কর্‌বেন।

১প্র।—আজ্ঞে রঞ্জাবতী দেবীর বিবাহ দিলেইত সব গোল-মাল চুকে যায়।

বীর।—বিবাহ ত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু গোলমাল ত চুক্‌ছে না।

১প্র।—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

বীর।—আজ্ঞে আজ্ঞে কি—বল।

১প্র।—বিবাহই বা কই হলো ?

বীর।—সে কি হে! এমন চর্ব্ব্য চোষ্য ভোজন কর্‌লে, সেটাকি তবে মনে করেছিলে, আমার জীবদ্দশায় শ্রাদ্ধে খেয়ে গেলে।

১প্র।—বিবাহ কার সঙ্গে হ'ল ?

বীর।—সে যে বিবাহ করেছে সেই জানে।

সকলে।—তিনি নয়ন সেন কিনা—

বীর।—তা আমি কেমন করে বল্‌বো। আমি তাকে কখন দেখিওনি—চিনিওনি। সে ব্যক্তি বলেছে, "আমি নয়ন সেন" আমিও বুঝেছি নয়ন সেন।

১ম।—মহারাজ যদি অভয় দেন তবে বলি।

বীর।—অবশ্য বলবে, তোমরা প্রজা—তোমাদের নিয়েই রাজ্য। তোমরা আমাকে সুখ দুঃখ জানাবে, তাতে ভয় করতে হবে কেন ?

১ম।—মহারাজ চিরদিনই প্রজাপালক।

সকলে।—রাম রাজত্ব।

১প্র।—বিপদ কাকে বলে আমরা জানতুম না। এখন একটা তুচ্ছ কারণে মহাবিপদ উপস্থিত। গৌড়েশ্বরের পুত্রের

সঙ্গে রঞ্জাবতী দেবীর সম্বন্ধ, অথচ দেবী আর এক জনের গলায় মালা দিয়েছেন। সে ব্যক্তি যে কে, এবং কি জাতি, তা বিষ্ণুপুরের কেউ জানে না। মহারাজও ব'ল্‌তে পারেন না। এরূপ অবস্থায় গৌড়েশ্বরের পুত্রের হাতে তাঁকে সমর্পণ না করাতে মহারাজের দুর্নাম হচ্ছে। সেনাপতি—প্রজা—প্রতিবাসী—কেউ এ বিবাহে সুখী নয়।

বীর।—সুখী হবার ত কথা নয়।

১ম প্রজা।—তা হ'লে তাদের এই অসুখের কারণ দূর ক'র্‌লে হয় না। প্রজা সুখী হয়, সেনাপতি সুখী হন, দেশটাও রক্ষা পায়। শুন্‌লুম অপমানিত গৌড়েশ্বরের পুত্র বহু সৈন্য নিয়ে বিষ্ণুপুর আক্রমণ ক'র্‌তে আগমন কর্‌ছেন।

বীর।—তোমরা যা ব'ল্‌ছ তা বুঝেছি, কিন্তু বোঝাই সার। বড় দুঃখের বিষয় কিছু ক'র্‌তে পার্‌ছি না। হিঁদুর মেয়ের আর দুবার বে হয় না।

১ম প্রজা।—তা হ'লে কি আমরা ধ্বংস পাব!

বীর।—আত্মরক্ষা ক'র্‌তে না জান্‌লে তা ছাড়া আর কি হ'তে পারে! তারা আস্‌ছে দেশ জয় কর্‌তে। তারা কি তোমাকে কোলে বসিয়ে আদর করে নাড়ু গোপালের মতন মুখে নাড়ু তুলে দেবে। কাপুরুষকে কেউ দয়া করে না বুঝেছ! আত্মরক্ষা ক'র্‌তে চাও, অস্ত্র নাও। নিয়ে গৌড়ের যুবরাজের সৈন্যের সঙ্গে লড়াই লাগিয়ে দাও।

১ম প্রজা।—দেবার কারণ হ'লে দিতে পারি, নইলে মহারাজ অনর্থক লড়াই লাগিয়ে ক'র্‌ব কি!

বীর।—বেশ, তাহ'লে যতক্ষণ গৌড়েশ্বরের সৈন্য এসে

টিকি ধরে তুলে না নিয়ে যায়, ততক্ষণ ঘরে বসে বসে চিপিটক ভক্ষণ কর।

(চরের প্রবেশ)

১ম চর।—মহারাজ!

বীর।—মহারাজ বলে থাম্‌লে কেন? কি ব'ল্‌তে এসেছ বল। এরা আমার সন্তান। বিপদ সকলেরই সমান। নির্ভয়ে এদের কাছে ব'ল্‌তে পার।

১ম চর।—গৌড়েশ্বরের সমস্ত সৈন্য দ্বারকেশ্বরের পারে সমবেত হ'য়েছে। মাতুল মহারাজ সসৈন্যে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

বীর।—বেশ তুমি এক কাজ কর। এই এঁদের ও মাতুল মহারাজের কাছে নিয়ে যাও। এঁরা স্ত্রীপুত্রের বিপদে বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন!

সকলে।—সে কি মহারাজ! আমরা এমন কাজ ক'র্‌ব কেন?

বীর।—তবে আর কি হবে! এও ক'র্‌বে না—তাও ক'র্‌ব না। তাহ'লে চল মদনমোহনের ঘরে গিয়ে আমার সঙ্গে নৃত্য ক'র্‌বে।

(২য় চরের প্রবেশ)

২য় চর।—মহারাজ!

বীর।—কি! কি!

২য় চর।—রাজা নয়ন সেন পালিয়েছেন, কেউ তাঁকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না।

বীর।—বেশ ক'রেছেন। বাঙ্গালীর ছেলেকে ভগবান পা দিয়েছেন কিসের জন্য? বসে বসে কি সে দুটোকে বাতে পঙ্গু কর্‌বার জন্য। যঃ প্রয়াতি স জীবতি। তোমরাও তাই কর। যুদ্ধ ক'র্‌বে না, গৌড়েশ্বরের শরণাপন্নও হবে না। তাহ'লে এই বেলা মানে মানে পা দুটোর সদ্ব্যবহার কর। স্ত্রীপুত্রদের পা থাকে সঙ্গে নাও, না থাকে কাঁধে ক'রে বগল বাজাতে বাজাতে ড্যাং ড্যাঙ্গিয়ে বনে চ'লে যাও। বনের বাঘগুলো বহুদিন থেকে দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের পেটের জ্বালা-নিবারণ কর।

১ম প্রজা।—দোহাই মহারাজ, একটা প্রবঞ্চকের জন্য সোণার রাজ্য নষ্ট ক'র্‌বেন না।

সকলে।—দোহাই মহারাজ—দোহাই মহারাজ।

বীর।—সোণার রাজ্যের ধ্বংস হয় না। তোমাদের মত পোড়া মাটীতে যে রাজ্যের সৃষ্টি তারই ধ্বংস হয়।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম—দৃশ্য।

—*—

বিষ্ণুপুর—অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

সৃষ্টিধর।— গীত।

শ্যাম বুঝি যমুনায় ঝাঁপ খেলে।
ওগো তোরা তুলগে তারে ডুব দেছে সে রাই ব'লে॥
জলে আছে কালীয়ের ছানা,—

ফণা তুলে বসে আছে, যেম্‌নি কানু যাবে কাছে,
ল্যাজ্‌ দিয়ে পাক জড়িয়ে দেবে উঠ্‌তে দেবে না।
তখন কে এসে বাজাবে বাঁশী কদম্ব মূলে।
গোপীর ননী কর্‌বে চুরি সাধের গোকুলে॥

রঙ্গা।—কেও সৃষ্টিধর!

সৃ।—এই যে—মাসীমা! প্রণাম।

রঙ্গা।—তুমি এখানে কি কর্‌ছো!

সৃ।—এই ধর্ম্মা বলে আমার এক সাঙ্গাৎ এই খানে নাকি যাতায়াত কর্‌ছে, আমি তাই তার গতিবিধি লক্ষ্য ক'র্‌ছি।

রঙ্গা।—কই—ধর্ম্মা বল্‌তে এখানে কেউ নেই।

সৃ।—সে তুমি জানবে না। তোমার স্বামী রাজা নয়ন সেন জানেন।

রঙ্গা।—আমার স্বামীর কথা তুমি জান্‌লে কেমন করে! তুমি দাদার সঙ্গে গিয়েছিলে না?

সৃ।—সেই গিয়েই ত আমার সাঙ্গাতের সঙ্গে একটু আধটু পরিচয় হল। আমি বিষ্ণুপুরের সাড়ে বারো গণ্ডী আমার নজর রাখ্‌তে হয় কত দিকে। লুকিয়ে লুকিয়ে সাঙ্গাৎ চোরা চাল চাল্‌ছিলেন আমার চ'কে পড়ে গেলেন।

রঙ্গা।—সাড়ে বারোগণ্ডী কি?

সৃ।—ও হরি তা তুমি জান না!

রঙ্গা।—না!

সৃ।—তা তুমি কি করে জান্‌বে! এ কে স্ত্রীলোক, তাতে বুদ্ধি কম্‌, একটা বুড়োকেই বে করে বস্‌লে। তুমি যুদ্ধের খবর কি করে রাখ্‌বে! সাড়ে বারোগণ্ডী কি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

পাঁচ হাজারী মনসবদার—হাজারী মনসবদার—সুবেদার—রেসেলদার—এসব নাম কখন শোননি ?

রঞ্জা।—শুনেছি।

স্থ।—তবে আর কি; তা'হলে সাড়ে বারোগণ্ডীও বুঝেছো। যার তাঁবে পাঁচ হাজার সৈন্য সে হল পাঁচ হাজারী—যার তাঁবে হাজার—সে হাজারী।—এখন আমার অদৃষ্টে হ'ল সাড়ে বারোগণ্ডা বাঙ্গালী, মুখেই রাজা রাজড়া মারতে জানে, কাজেই বাক্যের উপাধি আছে—বাক্যি বাগীশ—কাব্যি ভূষণ—তর্কচুঞ্চু—যুদ্ধক্ষেত্র বাঙ্গালী কখন দেখেও নি—মাড়ায়ওনি—কাজেই যুদ্ধের খেতাব কারও ভাগ্যে জোটেনি। কই কখন শুনেছ কি! বাণচুঞ্চু, মুদ্গার চূড়ামণি—মূষল শাস্ত্রী! যখন যোদ্ধার উপাধি নেই, তখন খেতাবটা নিজেকেই গড়ে নিতে হল।

রঞ্জা।—কেন পঞ্চাশী হলে না। তা'হলেত অনেকটা মিষ্ট শোনাত।

স্থ।—কি আমি সাড়ে বারোগণ্ডার মালিক, আমি পঞ্চাশী হতে যাব কেন।

রঞ্জা।—যে সাড়ে বারোগণ্ডা—সেইত পঞ্চাশ।

স্থ।—হিঃ হিঃ তা'হলে তোমার বুদ্ধি আছে। তা'হলে শুধু তুমি অম্বিকার কেন, অম্বা, অম্বালিকা, সত্যবতী, ব্যাসদেব মায় পরাশরের ওপরে পর্য্যন্ত রাজত্ব করতে পারবে। তা'হলে তুমি যে বুড়ো দেখে বে করেছ—সে ঠিক বুড়ো নয়, তাতে পদার্থ আছে।

রঞ্জা।—যুদ্ধে যে গেলে, তার খবর কি ?

স্থ।—খবর আচ্ছা -যুদ্ধ জয়—রমাই ঘোষ নির্ব্বংশ।

রঙ্গা।—সে খবর ত পেয়েছি। অন্য খবর?

স্থ।—অন্য খবর—মাঝারি—। মান্দারণ—উদ্ধার—কিন্তু ছেলে পগার পার।

রঙ্গা।—সে খবর ও পেয়েছি। দাদার খবর কি?

স্থ।—বড় মন্দ।

রঙ্গা।—বড় মন্দ!

স্থ।—বড় মন্দ। তার কোমর ভেঙ্গে গেছে।

রঙ্গা।—কোমর ভেঙ্গে গেছে কি?

স্থ।—সেটা আস্‌তে আস্‌তে পথের মাঝখানে ঘটে গেছে।

রঙ্গা।—তাহ'লে তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? শীগির রাজাকে খবর দাও।

স্থ।—খবর অনেকক্ষণ দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু দিলে কি হবে? সে ভেতর থেকে ভেঙেছে, কাজেই ঠেকো দেবার যো নাই, মেরামত হবারও উপায় নেই; দোষটা হ'ল আমার। আমি কতকগুলো লোককে ধ'রে, তাঁর সুমুখে এনে উপস্থিত ক'রলুম। তারা কোথাও কিছুই নেই, হঠাৎ তোমার দাদাকে বাড়ীপেটা ক'রতে লেগে গেল।

রঙ্গা।—আর তুমি সাড়ে বারোগণ্ডী—তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লে!

স্থ।—আমি আর কি ক'র্‌ব! আমার এই হাতে ছিল ঢাল আর এই হাতে ছিল তলোয়ার। দুই হাতই যোড়া, বেটাদের যে ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দেবো, তারও উপায় ছিল না। এসেই তোমার দাদাকে না মেরে বলে আপনিই রমাই ঘোষকে বধ

ক'রেছেন, আপনিই আমাদের স্ত্রীপুত্রেদের মান রেখেছেন—আপনিই দেশ রক্ষা ক'রেছেন! বুঝ্‌তে পার্‌ছ মাসী মা?

রঞ্জা।—তুমি তাদের বুঝিয়ে দিলে না কেন!

স্ব।—বুঝিয়ে দেবার সময় কোথায় পেলুম, তা বোঝাব—তারা তখন তোমার দাদাকে ঘেরে মহা গণ্ডগোল লাগিয়ে দিয়েছে—বলে আপনি রঞ্জাবতী দেবীর যোগ্যপাত্র। বুঝেছ মাসী মা?

রঞ্জা।—বুঝেছি, তুমি এখন যাও (প্রস্থানোদ্যতা)

স্ব।—দাদা তোমার তখন কোথায় পালায় কোথায় পালায়, কিন্তু তারা পালাতে দেবে কেন। তারা তোমার দাদাকে এই এমনি ক'রে আগ্‌লে, এই এমনি ক'রে নৃত্য না ক'রে বলে, আপনি আমাদের মদনমোহন আর রঞ্জাবতী রাধারাণী—(পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ)

রঞ্জা।—নাও, পথ ছাড় আমাকে যেতে দাও।

স্ব।—এই মদনমোহন রাধারাণী যতই শোনেন, ততই দমে দমে তোমার দাদার কোমর ব'সে যায়।

রঞ্জা।—তা যাক্‌, তুমি পথ ছাড়।

স্ব।—চলে যাবে তা যাওনা—তবে কি জান পথের মাঝে ছিল মহাপাত্তর। দৈবক্রমে তোমার দাদার সঙ্গে তার হ'য়ে গেল দেখা। যেমন দেখা অমনি ভাব, অমনি তোমার মদনমোহন বধের প্রতিজ্ঞা।

রঞ্জা।—তারপর?

স্ব।—তারপর আমি কি জানি।

রঞ্জা।—এ সংবাদ তোমায় কে দিলে?

স্থ।—কেন আমার ধর্ম্ম সাক্ষাৎ। সে ব'ল্‌লে নয়ন সেন যে চুপি চুপি পালাচ্ছে, তাকে এই বেলা ধরে ফেল। এখনও ত সে বেশী দূর যায়নি, এই সবে মাত্র বেরিয়েছে।

রঞ্জা।—তাইত তাইত, তা'হলে কি হবে স্থষ্টিধর—কি করে আমার স্বামী রক্ষা পাবেন। তিনি যে একা নিরস্ত্র।

স্থ।—কি করে রক্ষা পাবেন, তা আমি কি জানি, যে খবর দিয়েছে—সেই ধর্ম্মই জানে। মেরে ফেললে ভাল হয়, মার্‌বে। রাখ্‌লে ভাল হয় রাখবে।

(প্রস্থান)

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা।—রঞ্জাবতী! এমন সময় একাকিনী এ উদ্যানে থেকো না। শুনলুম বহু সৈন্য নিয়ে গৌড়েশ্বরের পুত্র, আমাদের রাজ্য আক্রমণ করতে আস্‌ছেন। প্রজাসব সেই সঙ্গে বিদ্রোহী হয়েছে। স্থতরাং আমি এখানকার কাউকেও আর বিশ্বাস করতে পারি না। অসহায় অবস্থায় এ নির্জ্জন স্থানে বিচরণ করা আর যুক্তি যুক্ত নয়। ঘরে চল।

রঞ্জা।—শুনলুম—দাদা বিষ্ণুপুরে এসেছেন।

পদ্মা।—সে এসে সসৈন্যে গৌড়েশ্বরের পুত্রের সঙ্গে যোগদান করেছে। এত কাল যে মহারাজ পুত্র স্নেহে তাকে পালন করে এসেছেন, সে তার যোগ্য প্রতিশোধ দিয়েছে। আমার মাথা হেঁট করেছে। অন্যায় ভ্রাতৃবাৎসল্যে আমি তাকে বিষ্ণুপুরের সেনাপতি করেছিলুম। যোগ্যতর ব্যক্তিদের বঞ্চিত ক'রে তাদের মর্ম্মান্তিক ক্ষোভের কারণ হয়েছিলুম। এখন তাদের ও হারিয়েছি ভাইয়ের কাছে ও উপযুক্ত প্রতি-

ফল পেয়েছি। এখন অদৃষ্টে আরও কি আছে তা বুঝতে পার্‌ছিনা--তুমি ও সাবধান হও। নইলে বিপদে পড়বার সম্ভাবনা। রাজা এ বয়সে আত্মরক্ষা কর্‌তেই অসমর্থ, তিনি কিছু এ সময় আমাদের ভার আবার গ্রহণ কর্‌তে পারেন না।

রঞ্জা।--তা হ'লে ত দেখ্‌ছি দিদি, আমা হতেই বিষ্ণুপুরের এই বিপদ উপস্থিত হল।

পদ্মা।—তাহ'লেও আমাদের দুঃখ করবার কিছু নেই। তুমি আমার কন্যা হলেও ত এইরূপ বিপদ উপস্থিত হতে পার্‌ত। বিপদ এসেছে--কি করব। ম'লে কিছু বিষ্ণুপুরকে সঙ্গে নিয়ে যাব না। যারা আমাদের সঙ্গে সমভাবে বিষ্ণুপুর ভোগ কর্‌ছে তারা যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক দেশকে শত্রু হস্তে দিতে চায়, তা'হলে আমাদের দুঃখ কি? কিন্তু হিঁদুর মেয়ের ধর্ম্ম যদি সামান্য মাত্র ও আহত হয়, তার চেয়ে দুঃখ আর হ'তেই পারে না। শুন্‌লুম--যিনি তোমার ধর্ম্ম রক্ষাকর্ত্তা তিনি চোরের মতন বিষ্ণুপুর ত্যাগ ক'রেছেন।

রঞ্জা।-(স্বগত) কি ক'র্‌ব? ব'ল্‌ব? না মহারাজ নিষেধ ক'রে গেছেন। যতদিন না তিনি বিষ্ণুপুরে ফির্‌তে পার্‌ছেন ততদিন তাঁর দুর্নাম আমাকে শুন্‌তেই হবে।

পদ্মা।—শুনে দুঃখ ক'রনা রঞ্জাবতী! কি ক'র্‌বে অদৃষ্ট! তুমি বুঝ্‌তে পার্‌লে না আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম না, অমন বিজ্ঞ রাজা তিনিও কেমন হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলেন। এক অজ্ঞাত-কুলশীল বৃদ্ধের বাক্‌চাতুর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে, আমরা যে কে কি ক'র্‌লুম কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। কাকে তোমাকে সমর্পণ

ক'র্‌লুম, তাই এখন আমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা। সে ব্যক্তি যদি নয়ন সেন হ'ত, তাহ'লে কি এই দুঃসময়ে পরম হিতৈষী মহারাজকে সে পরিত্যাগ ক'রে যেতে পার্‌ত? অথচ সমস্ত বিপদ সেই নরাধম কাপুরুষের জন্য। তারই জন্য শান্ত প্রজা বিদ্রোহী হ'ল। ভাই শত্রু হ'ল। সেই প্রবঞ্চকের জন্যই বাঙ্গালার সম্রাটপুত্র—নব লক্ষ সৈন্যের অধিপতি অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে, রুদ্রমূর্তিতে বিষ্ণুপুর রসাতলে দিতে আসছে। যাক—অদৃষ্টে যা ছিল তাই হল। তুমি কিন্তু সাবধানে থেকো একাকিনী এখানে সেখানে ঘুরোনা—কেননা এখন আমার নিজের ঘর পর্য্যন্ত নিরাপদ স্থান নয়। কার মনে কি আছে কিছুই বলতে পারি না। এই যে মহারাজ! আপনি আবার এখানে এলেন কেন?

(বীরমল্লের প্রবেশ)

বীর।—রঞ্জাবতী, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব?

রঞ্জা।—আজ্ঞে করুন।

বীর।—জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—কিন্তু বুঝে উত্তর দিও। আমার কথায় মনে একটুকু ও দুঃখ করোনা।

রঞ্জা।—আপনি আমার পিতৃতুল্য হিতার্থী।

বীর।—তবে শোন। তোমার স্বামী তোমাকে শত্রুহস্তে নিক্ষেপ ক'রে কাপুরুষের ন্যায় এস্থান ত্যাগ করে গেছেন।

রঞ্জা।—আপনারা কি তাঁর পুনরাগমনের প্রত্যাশা করেন না?

বীর।—প্রত্যাশা করতে পারি, কিন্তু জীবদ্দশায় নয়। যখন সে ফির্‌বে, তখন বিষ্ণুপুর অরণ্যে পরিণত হবে। এতক্ষণ

বোধ হয় তোমার সঙ্গে কথা কবার ও অবকাশ পেতুম না। এতক্ষণ গৌড়েশ্বরের পুত্রের সমস্ত সৈন্য বিষ্ণুপুর ঘেরে ফেল্‌তো আজীবন যুদ্ধ ব্যবসায়ী, এ বাৰ্দ্ধক্যেও আমি চুপ করে থাক্‌তে পারতুম না। অগণ্য যোদ্ধার বিরুদ্ধে আমি একা, সুতরাং পরিণাম কি হ'ত তোমাদের বুঝতে বাকী নেই। কি জানি কি আশ্চর্য্য দৈব ঘটনায়, বিড়াই, দারকেশ্বরে প্রবল বন্যা এসেছে। আসতে আসতে সৈন্যের গতিরোধ হয়ে গেছে। তাই এখনও বেঁচে আছি। কিন্তু বন্যা আমাকে ক'দিন রক্ষা কর্‌বে ?

রঞ্জা।—আমাকে কি কর্‌তে অনুমতি করেন।

বীর।—তুমি পুনর্ব্বিবাহে প্রস্তুত আছ ? সমস্ত প্রজাকে অসন্তুষ্ট ক'রে, আমি এক অজ্ঞাতকুলশীল প্রবঞ্চকের হাতে তোমাকে দান করেছি।

ভানু।—শ্যালিকা বলে এ কঠোর রহস্য করবেন না মহারাজ!

বীর।—তবে আর কি, জাতি ও গেল—কুল ও গেল—তখন এই—ঝরঝরে ভাঙ্গা পিঁজরের ভেতর প্রাণটা রাখবার আর প্রয়োজন কি? তোমরা প্রস্তুত থাক, আমিও চল্লুম।

রঞ্জা।—(পদতলে পড়িয়া) মহারাজ! আমাকে পরিত্যাগ করুন না।

বীর।—রঞ্জাবতী—! বৃদ্ধ আমি তার ওপর বাল্যকালে নীচঘরে প্রতিপালিত—মর্য্যাদা রেখে কথা কইতে শিখিনি। আমি তোমার মনে বড়ই কষ্ট দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা কর।

রঞ্জা।—সে কি মহারাজ! আপনি আমার পিতৃতুল্য।

বাল্যে বাপ মাকে হারিয়েছি। অবোধের চক্ষে তাঁদের দেখে-ছিলুম। সুতরাং তাঁদের দেখতেও পায়নি চিনতেও পারিনি। যখন দেখতে শিখেছি—তখন দেখেছি আপনি আমার পিতা,—আর স্নেহময়ী রাণীই আমার মা। দেখুন আমি রহস্য কর্‌ছি না, আপনাদিগকে বিপন্মুক্ত দেখবার জন্যও বল্‌ছিনা। কেননা এটা আমার বিশ্বাস—বিষ্ণুপুর রাজ যতই অশক্ত হ'ন তবু তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না। তথাপি আমি বলছি—আপনি আমাকে পরিত্যাগ করুন।

পদ্মা।—আর কেন রঞ্জাবতী! আর ও কথা কেন দিদি-মণি!

রঞ্জা।—না দিদি! আপনি শুধু এই অভাগিনীর ভগিনী ন'ন। আপনি অসংখ্য সন্তানের জননী। শুধু এক জনের জন্য সেই অসংখ্যকে বিপন্ন করা, রাজ্যেশ্বরীর ধর্ম্ম নয়। মহা-রাজ শ্রীরাম চন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য সহধর্ম্মিনীকে বনবাস দিয়েছেন!

বীর।—আমি ত শ্রীরাম চন্দ্র নয়, আমি বাগ্দীরাজা। বাগ্দীর ঘরে বাল্যকালে দু'একটা নিকে দেখেছিলুম, তাইতে রঞ্জাবতী আমি এই অনার্য্যোচিত বাক্যে তোমাকে মর্ম্মপীড়িত করেছি।

রঞ্জা।—না মহারাজ, আপনি ঋষি, আপনার ওপর ক্রোধ কর্‌বার কিছুই নেই। তথাপি আমি কি নিবেদন করি শুনুন। আমি রূপের লোভে মালা দিইনি, যৌবন ঐশ্বর্য্য দেখে মালা দিইনি—অসাধারণ বীরত্বের, অতুল দেশহিতৈষীর অপূর্ব্ব স্বার্থ ত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ গর্ব্বিতা দাত্রীর ন্যায় আমি বৃদ্ধকে

যৌবন দান করেছি। তিনি যদি প্রবঞ্চক হন, তথাপি তিনি আমার স্বামী। তিনি যদি নীচকুলোদ্ভব হন তথাপি তিনি আমার স্বামী! প্রাণ ভয়ে যদি তিনি আমাকে পরিত্যাগ ক'রে পালিয়েও যান তথাপি তিনি আমার স্বামী। আমি সহধর্ম্মিণী মূর্ত্তিতে, পরিব্রাজিকা বেশে তাঁর অনুসরণ ক'র্‌বো, মহারাজ! আমাকে বাধা দেবেন না।

বীর।—তাহ'লে পদ্মাবতী, তুমি তোমার ভগিনীকে গড়ের বাইরে রেখে এস।

পদ্মা।—দোহাই মহারাজ! অজ্ঞান বালিকার উপর ক্রোধ কর্‌বেন না।

বীর।—না ক্রোধ কর্‌ব কেন? রাজা আমি ক্রোধ করে লাভ কি? যদি বেঁচে থাকি, দু'দিন বাদে, তোমাকে আমাকে সবাইকেই পথে বস্‌তে হবে। সুতরাং আগে থাক্‌তে মানে মানে যে যার পথটা দেখা ভাল নয়? যাও রঙ্গাবতী আমি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাকে গৃহত্যাগে অনুমতি দিলুম।

(প্রস্থান)

পদ্মা।—মহারাজ! আদেশ ফিরিয়ে নিন—দোহাই মহারাজ! আদেশ ফিরিয়ে নিন্

(প্রস্থান)

রঙ্গা।—হে ধর্ম্ম! জানি না তুমি কে—তোমার কিরূপ মূর্ত্তি, তুমি যে কত শক্তিধর। তথাপি আমি তোমার পূজা করে এসেছি। তাতে যদি কিছু পুণ্য থাকে, আর সে পুণ্যে যদি কিছু শক্তি থাকে, তা'হলে সে শক্তি আমার এই আশ্রয়

দাতার গৃহে রেখে গেলুম। সে শক্তি রাজা ও রাণীকে শত্রু পীড়ন হতে রক্ষা করুন। দেশে শান্তি আসুক প্রজা নির্ভয় হোক। আশ্রয়রূপা পুণ্যময়ী ভূমি, আমার অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম গ্রহণ কর।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বনপথ।

(নয়ন সেন)

নয়ন।—কি ক'র্‌লে দারকেশ্বর! এই বিপদ সময়ে তুমিও শত্রু আচরণ ক'র্‌লে? আমাকে পরপারে পৌঁছিতে দিলে না? তাহ'লে কেমন ক'রে আমি ঋষিতুল্য রাজার মর্য্যাদা রক্ষা করি। আমাকে একি বিপদে ফেল্‌লে নারায়ণ! স্ত্রীপুত্রের শোকে জর্জ্জরিত হয়ে, দুরাশার ভারে অবসন্ন আমি যে সময় প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা ক'রেছি, সে সময় আমাকে একি দিলে দয়াময়! দিলে ত তাকে রক্ষা করবার উপায় দিলে না কেন? দারকেশ্বরকে বিঘ্ন স্বরূপ ক'রে আমার অম্বিকা যাবার পথ রোধ ক'র্‌লে কেন? পথে সামান্য মাত্র বিলম্ব হ'লে যে আমার সমস্ত আশা নির্ম্মূল হবে। দারকেশ্বর পথ দাও! কাল তুমি আমারই মত গতযৌবন শীত গ্রীষ্মের পীড়নে ক্ষীণ ধারায় প্রবাহী স্রোতোহীন জীবনে আপনার দুঃখে

আপনি আবদ্ধ, চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধের ন্যায় ক্ষীণকণ্ঠে কেঁদেছ। আর আজ তুমি বরষার বারি সম্পাতে পুনর্যৌবন লাভ ক'রে হৃদয়ের উল্লাস দেখাতে উর্দ্ধশ্বাসে সেই অনন্ত বারিনিধির অন্বেষণে চ'লেছ। ভগবানের কৃপা পেয়েছ, তুমি কৃপালেশ শূন্য হয়ো না। অহঙ্কারে এত স্ফীত হয়ো না পথ দাও। তোমার বৎসরাবর্ত্তনের সঙ্গে এক একবার যৌবনোল্লাস ফিরে আস্‌ছে, কিন্তু আমার জীবনের বৎসর প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে আমার অঙ্গে কেবল এক একটী মসী রেখাপাৎ ক'র্‌ছে। তুমি আমার প্রতি করুণা কর। আমার দেহে শক্তির ক্ষীণ চিহ্ন আর একদিন মাত্র বিলম্ব হ'লে মুছে যাবে। আর আমি রঞ্জাবতীকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব না। দোহাই দারকেশ্বর পথ দাও—

(মহাপাত্র, মণিরাম ও প্রহরীগণের প্রবেশ)

মহা।—আর পথ কেন বুড়ো শালিক! একেবারে দারকে-শ্বরের কোল নাও। বাঁধ বেটাকে বাঁধ নইলে, এখনি পালাবে। শালা ভারী লুকোচুরী বাজ—

(প্রহরীগণ কর্ত্তৃক নয়ন সেনকে ধারণ)

নয়ন।—কে তোমরা?

মণি।—নরাধম! নির্ঘৃণ্য পিশাচ! কাল পুত্রকলত্রহীন হ'য়েছ; তাতেও তোমার শিক্ষা হ'ল না, তাই এতদূর এসে আমার সরলা ভগিনীর সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হয়েছ।

নয়ন।—কে তোমরা?

মহা।—আমরা ঘটক।

নয়ন।—তোমরা কি ক'র্‌তে চাও!

মহা।—তোমাকে জটেবুড়ীর সঙ্গে বে দিতে চাই। জটে-বুড়ী তোমাকে দারকেশ্বরের গর্ভে নৈকাঠের সঙ্গে প্রেম-বন্ধনে বেঁধে রাখ্‌বে। আর বিয়ে পাগলা হ'য়ে ড্যাঙ্গায় তোমাকে ছুটাছুটী ক'র্‌তে হবে না। নে—চল—শালাকে নিয়ে চল্ শালাকে একেবারে বুড়িয়ে না মার্‌তে পার্‌লে বিশ্বাস নেই।

নয়ন।—তোমরা আমাকে বাঁধতে চাও বাঁধ। আমি বাধা দেব না। দেখ্‌ছ না আমি নিরস্ত্র পথ চ'লেছি। কেন? শুধু সতী-শক্তির পরীক্ষার জন্য। এক সতী একদিন যমের হাত থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিল। এ জগতে এমন কেউ নাই যে সতীর বিভীষিকা উৎপন্ন ক'র্‌তে পারে। তোমরা হাজার চেষ্টা কর, কিন্তু আমার বিশ্বাস কেউ তোমরা আমাকে বিনষ্ট ক'র্‌তে পার্‌বে না।

মহা।—হাঃ—হাঃ—নিয়ে চল—জটেবুড়ী সতী তার প্রাণেশ্বরের বিরহে বুড়্ বুড়ী কাটছে। চল্—চল্—দারকেশ্বর! হঠাৎ ফুলে উঠে বড় মান রেখেছ বাবা!

মণি।—নইলে, পার হ'লে, শালা, বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ছিল আর কি!

মহা।—যা—যা—বেটারা শীগ্‌গীর ফেল্—শীগ্‌গীর ফেল্। এস ভাই এইবারে তোমাকে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসাবার ব্যবস্থা করি। (উভয়ে কোলাকুলি করিতে করিতে প্রস্থান)

নেপথ্যে। দারকেশ্বর। যদি তোমার ইচ্ছা হয় আমাকে কোলে স্থান দাও।

(দলুর প্রবেশ)

দলু।—প্রভুর কণ্ঠস্বরের মতন স্বর শুনলুম না। এও কি

হ'তে পারে, এ হতভাগার ভাগ্য কি এমন সুপ্রসন্ন হবে। মনিবকে আর কি দেখ্‌তে পাব।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী।—সর্দ্দার সর্দ্দার দেখ্ দেখ্ কতকগুলো লোক কাকে জলে ফেলে দেবার উয্যুগ ক'র্‌ছে।

দলু।—সে কি! কোথায়? নিরীহের ওপর অত্যাচার আমার সুমুখে।

লক্ষ্মী।—ফেল্‌লে—ফেল্‌লে—গেল—গেল—বিষম স্রোত পড়্‌লে আর উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌বিনি। তোর সুমুখে যাবে— সর্দ্দার—শীগ্‌গীর যা—শীগ্‌গীর যা—ঐ রক্ষা কর—রক্ষা কর।

দলু।—তাইতো—তাইতো—

(উভয়ের প্রস্থান)

(মহাপাত্র ও মণিরামের অপর দিকে প্রবেশ)

মহা।—এস দাদা, আর কেন, এস কোলাকুলি করি

(উভয়ের হাস্য)

মণি।—চিরকালের জন্য কিনে রাখ্‌লে দাদা গেলাম ক'রে রাখ্‌লে।

মহা।—রসো এখন হ'য়েছে কি। তোমাকে আগে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসাই তবে আমার কাজ শেষ।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃ।—ধর্ম্মের খেলা ভাগ্যে তোমরা এসেছিলে হুজুর। নইলে বুড়ো বেটা ত পালিয়েছিল। রঙ্গাবতী দেবী ত সধবা থেকেই গেছ্‌ল।

মণি।—চুপ কর বেটা চুপ কর।

স্থ।—ধম্মের কল বাতাসে নড়ে ভারী ধ'রে ফেলেছ।

মহা।—আরে বেটা চুপ কর না।

স্থ।—কিন্তু এটা মহা শ্মশান। ভূতের উপদ্রব বড় বেশি। নয়ন সেন যেমন পড়্‌বে। আর ভূত বেটারা চারিদিক থেকে ঝেঁকা ঝেকা ক'রে ধ'র্‌বে।

মহা।—আরে মর বেটা কে শুনে ফেল্‌বে—চুপ করনা।

স্থ।—এখানে আর কে শুন্‌তে আস্‌বে যদি শোনে ভূতে। তা আর ভূতে শুনে কি কর্‌বে|আমি অবাগে। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করি। নইলে রঞ্জাবতী বিধবা হল। আমি জেনে শুনে তোমাদের সঙ্গে আমোদ কর্‌ছি। ধম্মের খেলা চোক আছে শুধু দেখছি। হাত থাক্‌তে লুলো—পা থাক্‌তে খোঁড়া।

মণি।—আরে মল কি বেড়র বেড়র করে বক্‌ছিস্।

স্থ।—তবে গোটা দুই যম দূত দেখেছি—আর একটা পেত্নী।

(প্রহরীগণের প্রবেশ)

১প্র।—হুজুর পালান—পালান—পালান।

মণি। সে কিরে? পালাব কেন?

মহা।—কি বল্‌ছিস্ পালাব কেন?

১প্র।—হুজুর ভূত। আমরাও বুড়োটাকে জলে ফেলে দিয়েছি—অমনি সে মড়াটা খাবার জন্য ঝপাং করে জলে পড়েছে।

মহা।—বলিস্ কিরে—?

স্থ।—হয়েছে—ধম্মরাজের চেলারা এসেছে—দেখা দিয়েছে বস্।

১প্র।—আজ্ঞে হুজুর মিছে নয়—এমনি জোরে পড়েছে—লে আমার গায়ে জলের ছিটে লেগেছে।

নয়ন যেমন পড়বে। আর বেটারা চারিদিক থেকে যেঁকা-যেঁকা করে ধরবে।

মহা।—মানুষ নয়ত?

১ম প্রজা।—আজ্ঞে মানুষ কেমন ক'রে হবে? তাহ'লে ত তাকে দেখতে পেতুম।

স্থ। ঐ তাহ'লে ঠিক হ'য়েছে নিশ্চয় ভূত। মড়া পেকো জলো ভূত।

মহা।—খড়্ খড়্ করে কিরে?

১ম প্রজা।—হয় ত সেই বেটা।

স্থ।—হয় ত কেন, ঠিক। সেই জলো ভূত। বুড়ো সুড়ো হোক রাজা ত বটে। কত ঘি মাখম খেয়ে শরীর করেছে—তাকে খেয়ে ভূত বেটার গায়ের জ্বালা হয়েছে, তাই ছট্‌পট্ ক'র্‌ছে। ঐ আস্‌ছে—

সকলে।—ওরে বাবারে—তাইতো রে—রে—

স্থ।—ধর্ম্মের চেলা, ধর্ম্মের চেলা।

(বেগে সকলের প্রস্থান)

(বলার প্রবেশ)

বলা।—এই যে তারা কথা ক'ইলে। দোহাই মা কালী দেবতাকে দেখিয়ে দাও। নইলে আর যে ঘরে ফির্‌তে পারব না। কেও—ওখানে কেও?—বাবার মতন কেও?—কাছে ব'সে—কেও?—রাজা—রাজা—

(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

—*—

দারকেশ্বর নদীতীর।

(নয়ন সেন ও দলু)

নয়ন।—একি নারায়ণ! একি তোমার অপার করুণা—দলু দলু—সত্যি তুই—না এখনও আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি। দারকেশ্বরের গভীর আবর্ত্তে পড়েছিলুম যথার্থই কি সেখান থেকে ফিরে এলুম।

(দলু কর্ত্তৃক বন্ধন মোচন)

দলু।—এইবারে অনুমতি কর প্রভু!

নয়ন।—রক্ষা করেছিস্ এই যথেষ্ট। অনেক কাজ আছে দলু সঙ্গে আয়।

দলু।—শুধু! অমনি অমনি—! তোমার অপমান চক্ষে দেখে! বলকি প্রভু! নাও অনুমতি কর।

নয়ন।—কিসের অনুমতি উঠে আয়। ওরা কেউ অপরাধী নয়। শোকের ভার বহন ক'র্‌তে না পেরে আমি স্বেচ্ছায় দারকেশ্বরের গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করতে চলেছিলুম। নইলে— দলু বাপ্, এই কটা কাপুরুষের হাত থেকে আমিই কি আত্মরক্ষা করতে পার্‌তুম না! দলু আমার অনুরোধ রক্ষা কর—আমার সঙ্গে চল।

দলু।—অন্যায় অনুরোধ কর্‌বেন না। আমি এ অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে স্থান ত্যাগ ক'র্‌বো না। আপনি আমার দেবতা—স্ত্রীপুত্র-শোকে জর্জ্জরিত হ'য়ে এই বৃদ্ধ বয়সে আপনি প্রাণের যাতনায় ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছেন। পাগল

ভিখারীর মতন পথে পথে বেড়াচ্ছেন। এরূপ অবস্থায় আপনার ওপর অত্যাচার। আর আমি দলু সর্দ্দার—তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো—আমি আপনাকে রক্ষা ক'র্‌তেই ব্যস্ত। আর একটু মাত্র দেরি হলে আর বুঝি আপনাকে উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌তুম না। আর বুঝি আপনাকে দেখতে পেতুম না। আগে তাই আপনার উদ্ধারেই ব্যস্ত হয়েছিলুম। তাই আমি প্রতিশোধ নিতে পারিনি। বলুন কোন পিশাচ আপনার ওপর অত্যাচার করেছে। আপনি অম্বিকার ঈশ্বর বিষ্ণুপুরে এসেছেন, বিষ্ণুপুর এ খবরটা জানতে পারবে না।

(বলার প্রবেশ)

বলা।—অম্বিকার ঈশ্বর, তোমার এই দশা! বিষ্ণুপুরে এসে চোরের হাতে—তোমার এই অপমান।

নয়ন।—এ দুঃসময়ে তুমি আর কি প্রত্যাশা কর বাপ। একদিনে আমার সংসার ছারখার। বিধাতার যখন এরূপ নিষ্ঠুর বিধান তখন অপমানে লাঞ্ছনা ভোগ করব এতে আর আশ্চর্য্য কি!

বলা।—সে আক্ষেপের কথা আর কেন বলছ রাজা—কি বলবো—বিধাতাকে দেখতে পাই না! দেখতে পেলে তাকে একবার দেখে নিতুম। তোমার মত দেবতার যে লাঞ্ছনা ক'রে আমি কখনই সে বিধাতার খাতির রাখি না।

নয়ন।—আমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মভোগ বিধাতার অপরাধ কি!

বলা।—তা যাক্—কোন্ নচ্ছার বেটা তোমার এ দুর্দ্দশা করেছে বল।

নয়ন।—আর বলে কাজ নাই চল!

বলা।—মা—মা—শীগ্‌গীর আয় মনিবকে পেয়েছি।

লক্ষ্মী।—কই বলা, কোথায় আমাদের মনিব?

নয়ন।—একি? তোরা সবাই এসেছিস্?

দলু।—বারো ডোমকে বারদিকে পাঠিয়েছি। লক্ষ্মী আমার সঙ্গে এসেছে। বলা অন্য দিকে গেছ্‌লো সে একটু আগে বিষ্ণুপুরে এসেছে।

লক্ষ্মী।—ওমা একি? মনিবের এ অবস্থা কে করলে? আলু থালু বেশ! সর্ব্বাঙ্গে জল।

দলু।—একি দেখছিস্? সর্ব্ব অঙ্গ বাঁধা ছিল। পাষণ্ড বেটারা প্রভুকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছিল!

লক্ষ্মী।—আর তুই বসে বসে দেখলি? মনিবকে বাঁধা দেখতেই কি তার নেমক খেয়েছিলি?

দলু।—কি করি তখন আমি একা, মনিবকে বাঁচাই না পাষণ্ড বেটাদিকে ধরি।

লক্ষ্মী।—বেশত, এখন বসে আছিস্ কেন? যা—হারামজাদা বেটাদের মুণ্ডু ছিঁড়ে নিয়ে আয়।

বলা।—মনিব যে কিছু বল্‌ছে না—কে বেঁধেছে মনিব যে কিছু বল্‌ছে না।

নয়ন।—বলাই, শান্ত হও, লক্ষ্মী শান্ত হ—পুত্রকে নিবৃত্ত কর।

লক্ষ্মী।—কেন করব, কিসের জন্য করব! চক্ষের ওপর তোমার অপমান দেখে ও যদি চুপ করে থাকে, তা হলে যে ওকে নরকে যেতে হবে। আমি মা হয়ে তা কেমন করে দেখবো!

বলা।—মা তুই রাজার কাছে বোস্! বসে সেবা কর আমি

দেখি সন্ধান করে, কোন্ পাপীষ্ঠ মনিবকে জলে ফেলে দিয়েছে। মা কালী পাপীকে ঠিক ধরিয়ে দেবে এখন।

(রঞ্জাবতীর প্রবেশ)

রঞ্জা।—কে গা তোমরা?

নয়ন।—একি! তুমি—তুমি রঞ্জাবতী—

সকলে।—এঁ্যা! সেকি?

রঞ্জা।—এই যে মহারাজ আছ—বেঁচে আছ? মদনমোহন-

নয়ন।—এই দেখ রঞ্জাবতী! আমি তোমার পুণ্যে মৃত্যু-মুখ থেকে ফিরে এসেছি।

দনু।—কে মা তুমি?

লক্ষ্মী।—কেমা তুমি? আমাদের রাজার কে মা তুমি?

রঞ্জা।—জানিনা তোমরা কে? কিন্তু বুঝেছি—তোমরা আমার পুত্রকন্যা। যদি তাই হও, তা'হলে শোন আমি অম্বিকা নগরের রাণী—গৌড়েশ্বরের মাহাপাত্র আমার স্বামীর লাঞ্ছনা করেছে, যদি তোমরা সামান্য মাত্র শক্তিরও গর্ব্ব কর, তা'হলে এখনি আমার এ অপমানের প্রতিশোধ নাও। যদি প্রাণ যায়—তা'হলে অনন্ত বৈকুণ্ঠে তোমাদের স্থান হোক।

লক্ষ্মী।—বলাই যদি সে পাষণ্ডের শাস্তি দিয়ে এ অপমানের শোধ নিতে পারিস্ তবেই বুঝব সার্থক তোকে গর্ভে ধরেছি। যদি না পারিস্ অমনি অমনি দারকেশ্বরে ঝাঁপ দিস্। অম্বিকায় ও মুখ কখন দেখাস্‌নি।

(সকলের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

—*—

বিষ্ণুপুর—রাজবাটী।

(বীরমল্ল)

বীর।—যাদের নিয়ে রাজ্য তারাই শত্রু। তারা নিজের রাজ্যে, সংসার-বাস-সুখ অসহ্য বোধ করে, পরের হাতে ধরে দিতেছে। একি তোমার লীলা মদনমোহন! আমি আজীবন কঠোর সাধনায় যে রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি—সেই রাজ্যের ওপর অত্যাচার করছে কে? না—যাদের নিয়ে রাজ্য। তারা রাজ্যের একটা দাসের ওপর অভিমান করে? সকলে এক সঙ্গে পরামর্শ করে, আত্মহত্যা ক'রতে চলছে। বা—বা—এ রহস্য ভেদ করা আমার মত বাগ্দী রাজার কর্ম্ম নয়—প্রতীকার কেন করব কার জন্য করব। বৃদ্ধ বয়সে অস্ত্র ফেলে মালা ধরেছি। এই মালায় যদি কিছু প্রতীকার থাকে ত প্রতীকার হোক্। বাঃ—বাঃ— মালার নাম করতেই যে মালাবতী ব্যগ্রভাবে আমার কাছে আগমন করেছেন।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা।—একি সর্ব্বনাশ মহারাজ! রত্নাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

বীর।—দেখতে না পাওয়াই সম্ভব।

পদ্মা।—কোথাও ত তাকে দেখতে পাচ্ছি না। বাড়ীতে নেই বাগানে নেই কি হলো মহারাজ! এ গভীর অন্ধকার—একা বালিকা কোথায় গেল মহারাজ।

বীর।—একা বালিকা এই গভীর অন্ধকারে চিরকালই ত যায়।

পদ্মা।—কি কঠোর আদেশ করলেন মহারাজ।

বীর।—আদেশ টা কঠোর হয়েছে বটে। বেশ তুমি বালিকাকে ফিরিয়ে আন। আমি আদেশটাকে প্রত্যাহার করে নরম ক'রে নিচ্ছি। কিছু ভেবোনা রাণী কিছু ভেবো না। এ—মদনমোহনের লীলাভূমি। লীলাময় নানা জাতীয় লীলা করেন—রঞ্জাবতীর পলায়ন—বোধ হয় সেই লীলার একটা কেঁকড়া। তুমি নিশ্চিন্ত হও আমায় মালা দাও। আমি জপের টানে তোমার রঞ্জাবতীকে টেনে আনি।

নেপথ্যে—(কোলাহল ও বন্দুকের শব্দ)

ঐ তোমার মদনমোহন-লীলাতরঙ্গে বুদ্ বুদ্ উঠছে। এখনি তোমার রঞ্জাবতী—তুমি—তোমার প্রাণেশ্বর—তোমার প্রাণেশ্বরের বিষ্ণুপুর সব—ভেসে উঠবে। তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমার জপের মালা দাও।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—মহারাজ! আত্মরক্ষা করুন—শত্রু শত্রু। মা আত্মরক্ষা করুন। গৌড়েশ্বরের সৈন্য নগর আক্রমণ করেছে। বিদ্রোহীরা সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে। নগরে প্রবেশ করে এখন তারা রাজবাড়ী আক্রমণে উদ্যত। আত্মরক্ষা করুন—আত্মরক্ষা করুন।

বীর।—রাণী আত্মরক্ষা করতে হবে—মালা আন—মালা আন।

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য।—মহারাজ! ডাকাত—ডাকাত।

বীর।—ঐ শোন শত্রু ছিল ডাকাত হ'ল! মালা আন মালা আন।

পদ্মা।—ডাকাত কি?

ভৃত্য।—ডাকাত—ডাকাত—মানুষ মেরে শত্রু মেরে বাড়ীতে ঢুক্‌ছে। দেউড়ীর সব সিপাই বাধা দিতে প্রাণ দিয়েছে—আত্মরক্ষা করুন—আত্মরক্ষা করুন

(মণিরামের বেগে প্রবেশ)

মণি।—দিদি দিদি বাঁচাও—বাঁচাও নইলে মলুম দোহাই—এমন কর্ম্ম আর ক'র্‌ব না। বাঁচাও! যা বল্‌বে তাই শুন্‌বো—যা ক'র্‌তে বল্‌বে তাই ক'র্‌বো। নাকে খত দেব—

(বেগে মহাপাত্রের প্রবেশ)

মহা।—দোহাই—মহারাণী রাজাকে বলে বাঁচাও।

পদ্মা।—এ সব কি রহস্য?

বীর।—তাইতো একি রহস্য! তুমিই ত আমার রাজ্য—আক্রমণ ক'র্‌তে এসেছে?

মহা।—তাতো এসেছি বরাবরইত—সেই রকম আস্‌ছি—কিন্তু দেউড়ীর কাছে এসে সব উল্টে গেছে। আমরা মানুষ জেনে লড়াই ক'র্‌তে এসেছিলুম। কিন্তু বিষ্ণুপুরে ভূত আছে তাতো জান্‌তুম না। ভূতের সঙ্গে লড়াই আমাদের অভ্যাস নাই দোহাই মহারাজ রক্ষা করুন।

মণি।—ঐ কাট্‌তে আস্‌ছে, ও দিদি ঐ কাট্‌তে আস্‌ছে।

(দলু ও বলার প্রবেশ)

দলু।—ঐ—ঐ—মহাপাত্তর। আর পালাতে দিস্‌নি তাহ'লে আর পাবিনি। যদি নিজের মান আর প্রাণ রাখ্‌তে চাস্ তাহ'লে এখনি দুরাত্মাকে ধ'রে ফেল্। আর আমি এটাকে ধ'রে নিয়ে যাই।

উভয়ে।—দোহাই আশ্রিতবৎসল মহারাজ—দোহাই মহারাজ—

পদ্মা।—রক্ষা করুন মহারাজ—হতভাগ্যকে রক্ষা করুন।

(নয়ন সেনের প্রবেশ)

নয়ন।—হাঁ হাঁ মেরোনা—মেরোনা। উনি তোমার মায়ের সহোদর—সম্মুখে রাজা, আমার দেবতা—প্রণাম কর্। রাণী আমার মাতৃতুল্যা প্রণাম কর্।

বীর।—রাজ্ঞী! শত্রু ছিল, ডাকাত হ'ল। ডাকাত ছিল মিত্র হ'ল মালা আন, মালা আন। এ সব কি ব্যাপার ভাই?

নয়ন।—মহারাজ আপনার আশীর্ব্বাদ। (প্রণাম করণ)

দলু।—মায়ের সহোদর—মামা—তোমার এই কাজ! যাও চ'লে যাও এখনও পর্য্যন্ত আমার মাথা ঠিক নেই—রাগে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে চ'লে যাও—

(মণিরামের প্রস্থান)

মহা।—দোহাই মহারাজ দোহাই মহারাজ।

(রঙ্গাবতী ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

রঙ্গা।—মুক্তকর—মুক্তকর—দেবতা রাজার সম্মুখে হত্যা করোনা—

বলা।—মা।

লক্ষ্মী।—রাণীর আদেশ পালন কর্।

(রঙ্গাবতী ও লক্ষ্মীর বীরমল্লকে প্রণাম করণ)

দলু।—দে বেটার কাণ মোলে ছেড়ে দে।

বলা।—(কর্ণ মর্দ্দন করিতে করিতে) দূরহ—

(সকলের প্রস্থান)

তীয় অঙ্ক।

প্রথম—দৃশ্য।

—

গৌড়—রাজপুরী।

(মহাপাত্র ও মহীপাল)

মহা।—এক বেটা বাগ্দী রাজার সুমুখে, রাজসভা মধ্যে আমি যে অপমানিত হয়ে ছিলুম। যার দেহের ধমনীতে এক বিন্দু রক্তও প্রবাহিত হয়, যে পুরুষ এত টুকু শক্তিরও গর্ব্ব করে, সে ব্যক্তিও সেরূপ অপমান সহ্য ক'র্‌তে পারে না। কিন্তু আমি সর্ব্বশক্তিমান বঙ্গেশ্বরের প্রধান মন্ত্রী হয়েও নীরবে সেই অপমান বার বৎসর সহ্য ক'র্‌ছি।

মহী।—কি ক'র্‌ব ভাই, তখন আমি পরাধীন, তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেও আমি কোনও প্রতীকার ক'র্‌তে পারিনি। যতবারই বৃদ্ধ মহারাজের কাছে, আমি প্রতীকারের প্রস্তাব ক'রেছি, ততবারই তাঁর কাছে কেবল তিরস্কৃত হয়েছি।

মহা।—বলি, এখন ত আর আপনার সে অবস্থা নয়। মহারাজ পরলোক গত, আপনিই এখন সম্রাট।

মহী।—হয়েছে কি জান, এখন আর মনের সে অবস্থা নেই। এখন আমি বিজ্ঞ হয়ে পড়েছি।

মহা।—একটু পূর্ব্বাবস্থাটা চিন্তা ক'র্‌লেই মনের সে অবস্থা আবার ফিরে আসে মহারাজ! সেই বিষ্ণুপুর যাবার পথে দু'টো ডোমের হাতে অপমান, আপনারও কিছু ভৃত্যের চেয়ে কম হয় নি। আপনাকেও অর্দ্ধ উলঙ্গ বেশে শিবির ছেড়ে পালাতে হ'য়েছিল।

মহী।—সে বারো বৎসর আগের কথা তুলে আর কেন নিজকে কষ্ট দাও।

মহা।—দেখুন মহারাজ, আপনার যদি আমার মত অবস্থা হ'ত। তাহ'লে আপনি কেমন ক'রে ভুলে থাক্‌তে পার্‌তেন বুঝতুম। এখন আপনার শত্রুর প্রতি এ প্রকার ক্ষমা প্রদর্শন, ভৃত্যের প্রতি অত্যাচার।

মহী।—কই ভাই, তারাতো তোমাকে যথেষ্টই অনুগ্রহ দেখিয়েছে—তুমি তাদের প্রভুর প্রাণ হরণ ক'র্‌তে গিছ্‌লে, তারা প্রতিশোধ স্বরূপ তোমার কর্ণ স্পর্শ ক'রে ছেড়ে দিয়েছে প্রাণ ত গ্রহণ করে নি।

মহা।—প্রাণ গ্রহণ ক'র্‌লে মহারাজকে উৎপীড়িত ক'র্‌তে আস্‌তুম না। আমার প্রাণ তারা গ্রহণ ক'র্‌লে না? তারা বুঝেছিল মানী ব্যক্তির মান প্রাণ অপেক্ষা গুরুতর, তারা বুঝেছিল একজন নীচের হস্তের অঙ্গুলি স্পর্শে, আমার কাণে যে যাতনা হবে, তার জ্বালায় হয় আমি আত্মহত্যা ক'র্‌ব, নয় পুরুষোচিত প্রতীকারের ব্যবস্থা ক'র্‌বো। তারা এটাও বুঝেছিল, আমার কর্ণ মর্দ্দনে, আমার প্রভু স্বকর্ণে যাতনা অনুভব ক'র্‌বেন।

মহী।—তুমি ক'র্‌তে চাও কি?

মহা।—আমি ভৃত্য, আমি কি ক'র্‌ব? আজ যদি আমি মহাপাত্রের কাজ থেকে অপসৃত হই, তাহ'লে আমার অবস্থা কি! কাল আমাকে কে চিন্‌বে, কে আমার কথা ভাব্‌বে? তথাপি সকলে বল্‌বে, বর্ত্তমান গৌড়েশ্বর কে? না যিনি বিষ্ণুপুরে গিয়ে কিল খেয়ে কিল চুরি ক'রেছিলেন। আমার মান অপমান দুইই সমান। মহারাজের নাম নিয়েই আমার মান। আমার মানে ঘা—আর মহারাজের মানে ঘা একই কথা। আমি শুধু মহারাজের মন্ত্রীর গৌরব রক্ষা কর্‌বার জন্যই আবেদন ক'র্‌ছি।

মহী।—তোমার বল্‌বার অধিকার আছে।

মহা।—অধিকার নেই? আমরা কি উপযাচক হ'য়ে গৌড় থেকে বিষ্ণুপুরে লড়াই ক'র্‌তে গিছলুম।

মহী।—তবে কি জান, আমি এখন রাজা, সব দিক দেখে আমার এখন কাজ করা কর্ত্তব্য।

মহা।—তাতে কি আর সন্দেহ আছে। সব দিক দেখ্‌বেন বই কি। আপনি জ্ঞানবান, আপনি ভূত ভবিষ্যৎ আলোচনা না ক'রে কাজ কর্‌বেন কেন? পদতলে আপনার বিশাল রাজ্য, চারিদিকে বেড়ে নব লক্ষ সৈন্য, সম্মুখে অনন্ত আশা, রাজকোষে রাশি রাশি অর্থ, কিন্তু এততেও আপনার চেয়ে, আপনার একটা সামন্ত রাজার অন্তঃপুর আপনার অন্তঃপুরকে পরাস্ত ক'রে রেখেছে। রাজা বাস করেন বাঙ্গালায়, কিন্তু রাজলক্ষ্মী আছেন অম্বিকায়।

মহী।—যা ব'লেছ মহাপাত্র, রঙ্গাবতীর ন্যায় সুন্দরী যে রাজার অন্দরে নেই, সে রাজার কিছুই নেই।

মহা।—আপনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সব দেখুন, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সব দেখুন। সম্মুখে দেখুন, পশ্চাৎ দেখুন, কিন্তু কোন স্থানে রঙ্গাবতীর ন্যায় সুন্দরী দেখতে পাবেন না। কিন্তু সেই সুন্দরী নিজের অনিচ্ছায়, একটা বৃদ্ধের কৌশলে অম্বিকায় বন্দিনী। মহারাজ, আপনি এখানে সে সেখানে। সে সুন্দরী কি সেখানে সুখী আছে মনে করেন।

মহী।—তা কেমন ক'রে থাকবে।

মহা।—আপনার রূপের তুলনা নাই, আপনার গুণের তুলনা নাই,—আপনার ঐশ্বর্য্যের তুলনা নাই, আপনি নব লক্ষ সৈন্যের অধিপতি। শুধু তাই নয়, আপনি প্রেমের রাজা—

মহী।—সমস্যায় ফেল্‌লে মহাপাত্র! কিন্তু কি জান বিবাহিতা স্ত্রী—

মহা।—কি বলেন মহারাজ,—বিবাহ! কার? রঙ্গাবতীর? কার সঙ্গে! (হাস্য) দান ক'র্‌লে কে? নিলে কে? একটা বৃদ্ধ—শাস্ত্র জানেনা, ধর্ম্ম বোঝে না—একটী সরলা আশ্রিতা বালিকার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়, তাকে আর একটা বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ ক'রেছে। অশাস্ত্রীয় দান, তাকে কি আপনি বিবাহ ব'ল্‌তে চান মহারাজ! আর বিবাহ যদি হয়, তাতেই কি এক বেটা বাগ্দীর রাজা, আর এক বেটা ডোমের রাজা এই দু'বেটা ঘৃণিত লোকের কাছে বঙ্গেশ্বর আপনি অপমানিত হ'য়ে থাক্‌বেন? এত ক্ষমতা থাকতে অপরাধীর শাস্তি দেবেন না? ভৃত্য আমি বিচারপ্রার্থী বিচার ক'র্‌বেন না? তা যদি না করেন, তাহ'লে দয়া ক'রে ভৃত্যকে বিদায় দিন—আমি এ মহা মান্যের

পদ ছেড়ে ভিক্ষা ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করি। কিম্বা বনে যাই, বাঘ ভালুকের আশ্রয়ে বাস করি। নতুবা দেশের ভেতরে আপনার আর আমার অপমানের যে একটা ইতিহাস থেকে যাবে, মহারাজের আশ্রয়ে থেকে তা আমি সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ব না।

মহী।—বেশ, তাহ'লে দাও—অম্বিকা রসাতলে দাও।

মহা।—অম্বিকাকেও দেবো বিষ্ণুপুরকেও দেবো—একে একে সব দেবো। প্রথমে অম্বিকা তারপর বিষ্ণুপুর। একটা ক'রে মার্‌বো। কেউ না কাউকে সাহায্য কর্‌তে পারে।

মহী।—রঞ্জাবতী! যা বলেছ মহাপাত্র, বিষ্ণুপুরে আমার সে অপমান ভোলবার নয়। আমাকে যে কন্যা বাগ্‌দত্তা হয়েছিল, সেই কন্যা, আমার একটা ভৃত্যহবারও যোগ্য নয়, এমন লোকে অপহরণ করেছে। নিমন্ত্রিত হয়ে বিষ্ণুপুর থেকে আমি কুক্কুরের ন্যায় তাড়িত হয়েছি।

মহা।—মহারাজ! সে অপমান যদি হৃদয়ে জাগিয়ে না রাখ্‌বো, তাহ'লে আমাতে মনুষ্যত্ব কই। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! প্রাণের ভেতর নিত্য প্রতিশোধ-চিন্তায় আমি জর্জ্জরিত মহারাজ!

মহী।—আমি তোমাকে এই প্রতিশোধ নেবার সম্পূর্ণ ভার দিলুম। কারও প্রতি দয়ার লেশ দেখিয়ো না। রঞ্জাবতীকে যেমন করে পার গৌড়ের অন্তঃপুরে স্থান দাও।

মহা।—যথা আজ্ঞা। যার ক্ষমতা আছে, সে চুপ ক'রে থাক্‌বে কেন? সুন্দরী অপহরণ বীর-ধর্ম্ম। কৃষ্ণ রুক্মিনী-হরণ করেছেন, ভীষ্ম একদিনে তিন তিনটে মেয়ে অপহরণ করেছেন।—

(মহীপালের প্রস্থান)

মহা।—রাজা হয়েই গর্দ্দভানন্দ! একেবারে তুমি এত বিজ্ঞ হয়ে পড়েছ যে আমাকে ও উপদেশ দিতে শিখেছ। তোমার জন্যেই আমার অপমান হ'ল, আর তুমি পেঁচার মত মুখ করে আমাকে উপদেশ দিতে থাকিবে। মাছটী ধর্‌বে, কিন্তু জল-টীতে হাত ঠেকাবে না। বটে! তোমার বঙ্গ উৎসন্ন যাক্। তোমার নব লক্ষ সৈন্য উৎসন্ন যাক্। আমার প্রতিশোধ নিতেই হবে। আমি বার বৎসর এই অপমানের যাতনা, তুষের আগুনের মত ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে রেখেছি। এ আগুণে যদি সমস্ত বাঙ্গালা পুড়ে ছাই হয়, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। এই যে—এই যে—তুমি ফিরে এসেছ—কি খবর?

(চরের প্রবেশ)

চর।—আজ্ঞে হুজুর খবর বড় ভাল নয়। ডোম বেটারা অম্বিকা নগর নতুন রকমের গড়খাই দিয়ে, এমন করে দুর্ভেদ্য করেছে যে প্রকাশ্যে শত্রুর তার ভেতরে প্রবেশ করবার কোনও উপায় নাই। একজন মাত্র সৈন্য তীর বা বন্দুক হাতে করে যদি ফটক চেপে বসে, তাহ'লে সে হাজার লোকের মোড়া নিতে পারে।

মহা।—বলিস্ কি?

চর।—হুজুর অনুসন্ধানের আমি কিছুমাত্র ত্রুটি করিনি; তাতে বুঝেছি যুদ্ধ করে অম্বিকা জয় কিছুতেই হ'তে পারে না।

মহা।—তাহ'লে উপায়!

চর।—উপায়ের মধ্যে এক কৌশল! কিন্তু তাও যে কি রকম করে খাটান যায়, তাতো ধারণাতেই আসে না। সমস্ত ডোম আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দিবারাত্রি অম্বিকায় পাহারা দিচ্ছে।

মহা।—সমস্ত অম্বিকার ভেতরে এমন একবেটাও কি বিশ্বাস ঘাতক নেই—যে, তার সহায়তা অবলম্বন করি।

চর।—ডোমেদের ভেতরেত একজনও নেই, তারা রাজাকে নারায়ণ বলেই বিশ্বাস করে। অর্থ—রাজ্য কোন প্রলোভনেই তাদের মন টলান অসম্ভব।

মহা।—যা বলেছ নীচের ভিতরে বিশ্বাস ঘাতক মেলা বড় সক্ত, আচ্ছা লক্ষ সৈন্য দিয়ে অবরোধ ক'রেও অম্বিকা দখল করতে পার্‌বো না।

চর।—তবে পথে আসতে আসতে একটা ভরসার বিষয় দেখে এলুম। বিষ্ণুপুরের রাজা মৃত্যু-শয্যায়। মনিরাম রায়ের স্পষ্টবর বলে একটা ভৃত্য আছে; সে নয়ন সেনকে সে সংবাদ দিতে অম্বিকায় যাচ্ছে। পথে আমার সঙ্গে দেখা। তারই মুখে শুনলুম, বিষ্ণুপুর রাজ, অম্বিকার রাজা ও রাণীকে বিষ্ণুপুরে যেতে অনুরোধ করেছেন।

মহা।—বস্ তবে আর কি! তাহ'লেত তুমি, আমার জন্যে ভাল রকমেরই শুভসংবাদ এনে উপস্থিত করেছ। অম্বিকাধ্বংস করবার এই ত উপযুক্ত সময়। ভাল নয়ন সেনের যে দুই ছেলে হয়েছে শুনেছি।

চর।—আজ্ঞে তাদের মধ্যে একটী তাঁর ছেলে। আর একটী মান্দারণের রাজপুত্র। রাজা ও রাণী তাকে পুত্রস্নেহে পালন করেছেন। ছেলে দু'জনে জানে তারা দুটী সহোদর।

মহা।—তাহ'লে তারাও ত সঙ্গে যাবে।

চর।—তা বল্‌তে পারিনা হুজুর! আমার বোধ হয় না।

মহা।—কেন?

চর।—দলু সর্দ্দার তাদের বোধ হয় ছেড়ে দেবে না। রাজা বীরমল্ল, তাদের একবার বিষ্ণুপুরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দলু নিয়ে যেতে দেয়নি। তার বিশ্বাস ছেলে অম্বিকার বাইরে একবার গেলে, আর অম্বিকায় ফিরে আসবে না। একবার সে ছেলে ছেড়ে জগন্নাথে যাচ্ছিল, পথে বেরুতে না বেরুতে রাজা নয়ন সেন নির্ব্বংশ হয়েছিল। সেই জন্য তারা এ ছেলেকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে চায় না।

মহা।—হুঁ! আচ্ছা তুমি একবার নিধে সর্দ্দারকে ডেকে দিয়ে যাও। তুমি যে সংবাদ দিয়েছ এর জন্য যথেষ্ট তুমি পুরস্কার পাবে, যাও একবার নিধেকে ডেকে দিয়ে যাও। কিন্তু দেখ, একথা জন প্রাণীর কাছেও প্রকাশ করো না।

চর।—না হুজুর! তাকি কইতে পারি।

(চরের প্রস্থান)

মহা।—এমন সুবিধে ত কিছুতেই ছাড়তে পারি না! পথের মাঝে কোন রকমে নয়ন সেন রঙ্গাবতীকে গ্রেপতার করতে পারি। অন্ততঃ ছেলে দু'টোকেও পাই। বেটাকে নির্ব্বংশ করতে পারলে ও যথেষ্ট প্রতিহিংসা হয়--প্রাণের যাতনা যায়—বেটা যে জন্য বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করেছে, তা পণ্ড হয়। তাহ'লেই আমার অপমানের শোধ। বুড়ো বেটার হুকুমেইত আমাকে লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে। তার ইঙ্গিত না থাকলে, ডোমবেটার সাধ্য কি যে আমার মতন মানী ব্যক্তির কাণে হাত দেয়। উঃ! রণচণ্ডী! কি করে আমি এ অপমানের শোধ নিই।

(নিধি সর্দ্দারের প্রবেশ)

নিধি।—হুজুর! তলব করেছেন কেন?

মহা।—এই যে নিধু এসেছো। নিধু তোমাকে একটা কাজ করতে হচ্ছে যে—

নিধি।—কি করব আজ্ঞে করুন।

মহা।—ভারী—সঙ্গীন কাজ।

নিধি।—আজ্ঞে তা না হলে নিধিকে তলব করবেন কেন?

মহা।—এই বুঝতেই ত পেরেছ? অতি সঙ্গোপনে,—নিঃশব্দে, কাজটী হাসিল করতে হবে। যেন পাখী পক্ষীতেও টের না পায়। করতে পারলে লাখ টাকা বক্‌সিস্।

নিধি।—আগে হুকুম করুন। তার পর দেখুন পারি কিনা!

মহা।—তোমায় অম্বিকায় যেতে হবে, গিয়ে সেখান থেকে কোনও রকমে রাজার ছেলেহ'টীকে চুরি ক'রে আনতে হবে।

নিধি।—জ্যান্ত আনবো, না—মেরে ফেলে আনবো—?

মহা।—জ্যান্ত আনবে—জ্যান্ত আনবে!—না—জ্যান্ত আনবার—মেহনত পোষাবে না। তুমি মেরেই ফেলো।

নিধি।—তাহ'লে কি মেরে রেখে আসবো?

মহা।—তাহলে ম'ল কিনা বুঝবো কি করে?

নিধি। মুণ্ড ছিড়ে নিয়ে আসবো।

মহা।—বস্—বস্ লাখটাকা—লাখটাকা—ডান হাতে মুণ্ড দেবে, আর বাঁ হাতে টাকা নেবে।

নিধি।—আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকুন, যাব আর কাম ফতে করে চলে আস্‌বো!

মহা।—আর দেখ, শুনলুম নয়ন সেন বিষ্ণুপুর আসছে। যদি সে ছেলে সঙ্গে করে নিয়ে যায়?

নিধি। পথে পাই পথে মারবো —ঘরে পাই ঘরে মারব।

বহা।—বস্ বস্ লাখটাকা—লাখটাকা—তাহ'লে আর বিলম্ব করনা।

নিধি।—তাহ'লে পায়ের ধূলো দিন।

মহা।—ইস্ আমি যেন দেখতে পাচ্ছি নৃমুণ্ডমালিনীর মুখে লাল পড়ছে। মা আমার খাই খাই করছেন। ভয় কি মা! তোমার এমন উপযুক্ত সন্তান থাকতে তোমার খাবার অভাব! মোষ, পাঁটা গুলো খাইয়ে খাইয়ে তোমার পেটে আর অজীর্ণ আসতে দিচ্ছিনি—এখন থেকে কেবল মাথা—মানুষের মাথা—লাখ লাখ নরমুণ্ড—সর্ব্বাগ্রে ত তোমাকে হু'টী কচি ছেলের মাথা এনে দিই—তা তুমি খাও বা গলায় পর—বস্—আমি এদিক থেকে কোনও রকমে বুড়ো বেটাকে পথ থেকেই গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

অম্বিকা—রাজপথ।

(ডোম ও ডুমনীগণ)

১ম ডোম।—আরে গেল সর্দ্দার করে কি? সবাই এসে উপস্থিত হল, তার যে আর বার হয় না দেখতে পাই।

১ম ডুমনী।—রসো আগে সর্দ্দারনী আসুক। তাদের আঠারো মাসে বৎসর। বলবামাত্র কি তারা এসে উপস্থিত হবে।

১ম ডো :—ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজো হলে তবে রাজ পুত্তুরেরা জল খাবে।

১ম ডুমনী।—রাণী মা, রাজ পুত্তুর, ঠাকুর তলায় কখন গিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

১ম ডো।—ঐ আস্‌ছে রে ঐ আস্‌ছে।

(দলু ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

১ম ডুমনী।—কি করছিলি লক্ষ্মী? রাণী যে অনেকক্ষণ ঠাকুর তলায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। চলে আয় চলে আয়।

লক্ষ্মী।—তোরা এগিয়ে যা ভাই আমরা যাচ্ছি। বলা আমার শ্বাশুড়ীকে নিয়ে আসছে। জনিস্‌ ত ভাই বুড়ো মানুষ চখে দেখতে পায় না—তাকে ধরে নিয়ে আসছে। এসে পড়লো বলে; তোরা ততক্ষণ এগিয়ে যা।

১ম ডো—তবে চল্‌ গো সব চল।

ডুমনীগণ।— গীত।

কোন ঘাটে চান করিলে কানু গামছাটী জলে ভাসালে।
কে নিলে বসন তোর অঙ্গ হতে খুলে।
বলাই দাদার নীল বসন কে তোরে পরালে।
নীল কমল শুকাইল কেনে এমন দেহ,
পথের মাঝে ডাহিনী বুঝি দৃষ্টি দিলেক কেহ?
বুকের ওপর কাঁটার আঁচড় গিয়ে ছিলে কোন্‌ বনে।
পরাণ যাদু যমুনাতে আর যেওনা মেনে॥

(লক্ষ্মী ও দলু ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

দলু।—হাঁ লক্ষ্মী এমন দিন যে আসবে তা কি আর মনে ছিল। সেই বার বৎসর আগে—মনে আছে লক্ষ্মী—সেই এক

যুগ পূর্ব্বে পুরুষোত্তম যাবার পথে, যে দিন বলা উন্মাদের মত ছুটে আমাদের কাণে মর্ম্মভেদী সেইকথা ঢেলে দিয়াছিল।

লক্ষ্মী।—মনে নাই! তোর সেদিনকার মুখের ভাব এখনও পর্য্যন্ত চখে আমার জল্ জল্ কর্‌ছে। যখন পথের মাঝে বসে পড়ে, আকাশপানে চেয়ে বলেছিলি, "লক্ষ্মী চারি দিকে অন্ধকার" যদিও জোর করে সে সময় আমি তোকে টেনে তুল্‌তে গিয়েছিলুম, তবু সর্দ্দার সত্যি কথা বল্‌তে কি দেহে যেন আর প্রাণ ছিল না। বুক খানা হাজার খণ্ডে যেন ভেঙ্গে চুর্‌মার্ হবার উপক্রম হয়েছিল। সর্দ্দার—সর্দ্দার সে কি ভীষণ দিন! উন্মাদের মতন বলা, উন্মাদের মতন তুই। চারিধারে জ্ঞানশূন্য, প্রাণ শূন্যের মত, যেন ভয়ে নিস্তব্ধ—আর মাঝ খানে আমি একা অবলা, উন্মাদ তুই আমাকে ফেলে চলে এলি—উন্মাদ বলা একটু পরেই আমাকে ফেলে তোর সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। আর আমি সেদিনকার রাত্রির সেই অন্ধকার ভেদ করে, মনে অন্ধকার বইতে বইতে—বুক গুর্ গুর্ করছে পা ঠক্ ঠক্ ক'রে, দাঁড়াবার শক্তি দিতেছে না—অম্বিকার দ্বারে এসে উপস্থিত হলুম।

দলু।—আর এসে দেখ্‌লি, ঐ সুন্দর প্রসাদ, প্রাণ ভরা আনন্দ ভরা আকাশ ভেদী অট্টালিকা, সেই গভীর অন্ধকারে মাথা হেঁট করে মাটীর উপরে অন্ধকার অশ্রুবিন্দু নিক্ষেপ ক'র্‌ছে। মাথার উপরে পেঁচার চীৎকার, যেন সমগ্র অম্বিকার পুত্রশোকাতুরা জননীর মত করুণ কণ্ঠ। এসে দেখ্‌লুম ফটকের দোর খোলা, অন্ধকারে মুখের অন্ধকার আবৃত ক'রে বিজ্ঞ দেওয়ান প্রাণের যাতনায় 'রাজা' 'রাজা' ক'রে ঘুরে

বেড়াচ্ছে। প্রহরী আপনার কাজ ক'র্‌তে ভুলে গেছে, নগরবাসী আপনার আপনার অস্তিত্ব ভুলে যে যার আপনার ঘরে পড়ে কেবল শোকের আর্ত্তনাদ কর্‌ছে। রাজা! রাজা! কোথায় আমাদের সেই বৃদ্ধ দেবতা অম্বিকার ঠাকুর নয়ন সেন। লক্ষ্মী রাজার—সন্ধানে যেখানে যাই সেখানেই দেখি শোকের জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস। ঘর যেন চিতা শয্যা, বাগান যেন শ্মশান, বন যেন মৃত্যু আবরণ। গাছে, বাতাসে, আকাশে, যেন পেত্নীর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি—মহীধর-গুণধর—ভূধর—শ্রীধর—।

লক্ষ্মী।—সর্দ্দার! এ আনন্দের দিনে পূর্ব্বের কথা আর তুলিস্‌নে। সতীর কৃপায় পূর্ব্ব প্রাণ আবার ফিরে এসেছে। যম যেন সাবিত্রীর টানে হাতের কবজী আল্‌গা করেছে। বৃদ্ধ রাজার কোথা থেকে যেন যযাতীর যৌবন ফিরে এসেছে। এমন আনন্দের দিনে সর্দ্দার আনন্দ কর। চল আজ স্বামী স্ত্রীতে প্রাণভরে, ধর্ম্মের পূজা করে আসি। রাণী আমাদের অপেক্ষায় আছেন! চন্দ্র সেন আর সূর্য্য সেন দুটী ভাইকে নিয়ে আমরা চরণে গড়াগড়ি খাব। চল্‌ আর দেরি করিস্‌ নি।

দলু।—মা রঙ্কিনীর কৃপায় রাজার এ সুখ বজায় দেখে মরতে পার্‌লে হয়।

লক্ষ্মী।—মরবার আবার সাধ ওঠে কেন?

দলু।—আরও বাঁচবার সাধ কেন লক্ষ্মী—আমাদের সুখের ভাণ্ড পূর্ণ হয়েছে। এরপর কত কি বিপদ আছে! মানে মানে যেতে পার্‌লে ভাল হয় না?

লক্ষ্মী।—তা যা বলেচিস্‌! এক একবার প্রাণটা ছ্যাঁত ক'রে উঠে বটে।

দলু।—ওঠে না লক্ষ্মী—যখন চন্দ্র সেন সূর্য্য সেন দুটী ভাই দু'হাত ধরে' আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, তখন মনে হয়, স্বর্গসুখ এর চেয়ে কত বেশি। মরণ যদি হয় ত এই উপযুক্ত সময়।

লক্ষ্মী।—না সর্দ্দার ও কথা মুখে আনতে নেই মরণ কামনা করতে নেই।

দলু।—বল্‌লেই কি আর মরণ আস্‌ছে, মরণ যখন আস্‌বে তখন নিজের ইচ্ছাতেই আসবে, আর মরব কি! মুখে মরণের কথা বলি, কিন্তু মরণ মনে করতেও ভয় হয়। চন্দ্র সূর্য্যি আমার দুটী চোক এক দণ্ড তফাৎ হ'লে জগৎ অন্ধকার দেখি। মলে যদি বৈকুণ্ঠও লাভ হয়, সেখানে চন্দ্র সূর্য্যিকে না দেখতে পেলে বৈকুণ্ঠও যে আমার ভাল লাগবে না লক্ষ্মী! সেই জন্য রাজার কথা অমান্য করেছি, কিষ্ণুপুরের রাজা ছেলে নিয়ে যেতে চাইলে, তাকেও ছেলে ছেড়ে দিই নি! একদিন অম্বিকা ছেড়ে গিছলুম, অমনি অম্বিকা শ্মশান হয়েছিল। তাইতে মনে মনে সংকল্প করেছিলুম, আবার যদি কখন ভগবান দিন দেন, আবার যদি ভাই পাই, ত তাকে প্রাণান্তেও অম্বিকা ছেড়ে যেতে দেব না। সেদিন এসেছে ভগবান তেমনিই হেসে মুখ চেয়ে রয়েছেন, কিন্তু এমন দিন কি থাকবে লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী।—যাঁর ইচ্ছায় দুঃখ তাঁরই ইচ্ছায় সুখ। যাঁর ইচ্ছায় রাজার ছেলে মরেছে, রাণী মরেছে, আবার তাঁরই ইচ্ছায় রাণী হয়েছে, ছেলেও হয়েছে। নইলে এ বয়সে যে রাজার ছেলে হয় একি কেউ স্বপ্নেও বিশ্বাস করেছিল। তবে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে পথ চল্‌।

(বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা।—বাবা বাবা! শীগ্রী আয়—রাজা তোকে ডেকেছে।

দলু।—এইত রাজার কাছ থেকে এলুম। এইত তিনি আমাকে বললেন এখন আর তোমাকে কোন প্রয়োজন নাই। তুমি পূজা স্থানে যেতে পার।

বলা।—একবার রাজার সঙ্গে দেখা করে ঠাকুর তলায় যা, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

লক্ষ্মী।—কি প্রয়োজন তুই কি জানিস্ নি?

বলা।—তা জনি না। তবে বিষ্ণুপুর থেকে সৃষ্টিধর রাজার কাছে এক চিঠি এনে হাজির করেছে। তাই পড়ে তিনি আমাকে হুকুম্ করলেন যে, যেখানে থাকে, সেই খানে থাকে তোর বাপকে ডেকে নিয়ে আয়।

দলু।—আচ্ছা তুই বল্‌গে যা—আমি এখনি যাচ্ছি।

(বলার প্রস্থান)

(কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

কর্ম্ম।—এইযে এইযে সর্দ্দার এখানে আছ, শীঘ্র এসো তোমাকে মহারাজের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

দলু।—বিষ্ণুপুর থেকে নাকি সংবাদ এসেছে।

কর্ম্ম।—এইযে তুমিও জেনেছ। রাজার সঙ্গে এখনি দেখা কর বিলম্ব করো না।

লক্ষ্মী।—সর্দ্দার একটু বিলম্ব কর্। ঠাকুর দরশনের নাম ক'রে, বেরিয়েচিস্ একটীবার প্রণাম করে যা।

কর্ম্ম।—তাহ'লে দেরি করো না যাবে আর আস্‌বে।

(প্রস্থান)

দলু।—দেখলি লক্ষ্মী মজাটা দেখলি? তাইতো ভাবছিলুম হঠাৎ মৃত্যু কামনা মনে উঠলো কেন।

লক্ষ্মী।—কি--হয়েছে কি—রাজা বিষ্ণুপুর যাবে তাতে মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লি কেন?

দলু।—না শুধু বিষ্ণুপুর নয়, শুধু বিষ্ণুপুর হ'লে রাজা আমাকে এত অস্থিরভাবে ডেকে পাঠাতেন না। বিপদ বোধ হয় ঘুনিয়ে এসেছে। সেই মহাপাত্রের কথা মনে আছে ত? মহাপাত্রর যে বিষ্ণুপুরের অপমান মনে থেকে দূর করে, দিয়েছে, কান মোলাটা হজম করে, বসে আছে এটা কি তুই বিশ্বাস করিস? তবে কেন যে সে এতকাল চুপ করেছিল বল্‌তে পারি না। লক্ষ্মী তখন যদি ছেলের ওপর কড়া হুকুম না দিতিস্ তাহ'লে বিষ্ণুপুরের গোলমাল বিষ্ণুপুরেই মিটে যেতো।

লক্ষ্মী।—খুব ক'রে ছিলুম, তোর মতন উঁচু পায়া পেয়ে মনুষ্যত্ব তো ভুলে যাই নি তাই এখন পূর্ব্বের অবস্থা ভুলে আমাকে উপদেশ দিতে এসেছিস্। বলি—অধর্ম্মের কি কাজ করেছি। সম্মুখে রাজার অপমান দেখেছি—রাণীর হুকুম পেয়েছি—ছেলেকে কাছে পেয়ে অপরাধীকে দণ্ড দিতে বলেছি। পাপীর শাস্তি দেবার ক্ষমতা আছে আমি চুপ ক'রে থাক্‌বো কেন? তবু সে রাজসভায় সবার সুমুখে সে দুরাত্মার মুণ্ডু না ছিঁড়ে গুরু পাপে লঘু দণ্ড দিয়েছি। এতে ও কি আমরা ভগবানের কাছে অপরাধী। কোথাকার ভাবনা কোথায় আন্‌লি। যা শিগগির শিগগির ঠাকুর দর্শন ক'রে, রাজা কি বলে শুনে আয়। ওমা আনন্দময়ী! আমার স্বামীর সুখের পূর্ণভাণ্ডে আবার হঠাৎ এমন ঠুক্ ক'রে ঘা দিলি কেন মা?

(লাঠি হস্তে সামুলার প্রবেশ)

সামু।—ওরে বলা পথের মাঝখানে আমাকে বসিয়ে কোথায় গেলি ? আমার কি আর সে বয়েস আছে চল্তে পারি না, চোক্ আছে দেখতে পাই।

লক্ষ্মী।—এই যে মা ! আমি তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

সামু।—আছিস্ বৌ—আমি মনে করলুম তোরা মায়ে পোয়ে পরামর্শ করে আমাকে সীতে নির্ব্বেসন দিয়ে এলি। শালা হয়েছে যেন আমার লক্ষ্মণ দেওর। পথের মাঝখানে বসিয়ে বলে "দিদি ব'স আমি শীগগীর আসি।" তারপর কোথায় বলা আর কোথায় কে ? বসে—বসে—বসে—যখন কোমর ধরে গেল, তখন লাঠিতে ভর ক'রে উঠলুম। আমি কি সীতে গিন্নীর মত ন্যাকা—যে তপোবনে পড়ে পড়ে কাঁদবো। লাঠিতে না ভর করে' ঠক্ ঠক্ কর্‌তে কর্‌তে চলে এলুম।

লক্ষ্মী।—মা তোমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে বসে থাক্‌তে দিতে পারলুম না।

সামু।—কেন দিস্ ! আমি ত তোকে বলি—মা আমার আমি বসে থাকতে পারি না। চিরকাল বনে বনে মৌউ ও গাছে ঘুরে ঘুরে মৌউ ও কুড়িয়ে কাল কাটিয়েছি, গাছের ডালে বসে কত ভালুকের সঙ্গে কুস্তি করেছি, আমাকে তোরা বসিয়ে বসিয়ে মেরে ফেলিস নি। তাতো তুই শুনবিনি মা কেবল বসিয়ে রেখে সেবা করবি। আমার শরীরে তা সইবে কেন ? এখন চোখে দেখ্‌তে পাই না গাছের কোন ডাল্‌টা ধরতে কোন ডাল ধর্‌বো বলে গাছে উঠি না। তা বলে কি ঘরে বসে বসে দশ বিশ মণ কাঠ চেলাতে পারি না। তবু কি আমি

চুপ করে বসে থাক্‌তে পারি। বলাকে কাছে বসিয়ে এক হাতে মালা জপি আর এক হাতে তোর সেই দশমণ পাথরের গোলাটা নিয়ে নাতির সঙ্গে ভাঁটা গড়াগড়ি খেলি।

লক্ষ্মী।—এস মা তোমাকে কাজ দিই। আজ হ'তে রাজপুত্তুর দুটীর ভার তোমাকে সমর্পণ করবো। তোমার হাতে না দিলে মা, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো না। এস মা সঙ্গে এস।

সামু।—হরি হে দীনবন্ধু!

(প্রস্থান)

(সৃষ্টীধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি।—ধর্ম্ম সাঙ্গাৎকে একবার দেখতে পাই, তাহ'লে তাকে গোটা কতক মিষ্টি মিষ্টি বোল শুনিয়ে দিই। আহা গরীব বেচারা কত ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রে তার পূজা করছে আর সাঙ্গাৎ আমার এদিক থেকে, তাদের মাথায় মসলা মাখাচ্ছেন। ইচ্ছে একটু সুবিধে মত ঝোল বনিয়ে উদরস্থ করেন। পথে আসতে আসতে যাকে দেখেছি, তিনি যে চর তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। তার চাউনি দেখে, বলুনি শুনে ঠিক বুঝেছি, তিনি গৌড় থেকে অম্বিকার সন্ধান করতে এসেছেন। কবে অম্বিকাকে রসাতলে দিতে পারবেন, তার সুযোগ খুঁজ-ছেন সুযোগও এসেছে, বিষ্ণুপুরের রাজা মর মর এ রাজাও সেখানে চলেছেন। এই কবে ঝুপ্‌ করে পাত্তর সম্বন্ধী অম্বিকায় এসে পড়ে আর কি! তার পর! যদি অম্বিকা যায় তাতেই কি বলব ধর্ম্মের জয়? সাঙ্গাৎ যে আমার চোখে পড়ে না,

তা হলে তাকে একবার লাঠী মন্ত্রে গোটা কতক ধর্ম্মশিক্ষা দিয়ে দিই।

(ধর্ম্মানন্দের প্রবেশ)

ধর্ম্ম।—কি ভাই, কাকে কি শিক্ষা দিচ্ছ?

সৃষ্টি।—তাইত, তাইত। চেহারাটা যে কতকটা সঙ্গাতেরই মতন! কে তুমি ঠাকুর?

ধর্ম্ম।—আমি সর্ব্বদ্বারী ভিক্ষুক।

সৃষ্টি।—ভিক্ষুক!

ধর্ম্ম।—আজীবন ভিক্ষাই আমার উপজীবিকা।

সৃষ্টি।—ভিক্ষা! বস্, সৃষ্টিধর! তবে আর তুমি পরের চাকরী ক'রে, ছুটো ছুটী ক'রে হাঁফিয়ে মর কেন? এমন সুন্দর লাভবান ব্যবসা, পরের মাথায় হাত বুলিয়ে, পরের অন্নে উদর পূর্ণ করে, এমন উদরের আয়তন বৃদ্ধি—এমন কাজ না করে খেটে খেটে তুমি কিনা খাটো হয়ে গেলে—বাড়তে পেলে না! বলত ঠাকুর কোথায় ভিক্ষে কর।

ধর্ম্ম।—সর্ব্ব দ্বারে।

সৃষ্টি।–কি ভিক্ষে কর?

ধর্ম্ম।—যে যা শ্রদ্ধা করে দেয়। কেউ অন্ন দেয়, কেউ বস্ত্র দেয়—কেউ ফল, জল দেয়।

সৃষ্টি।—বটে বটে! ভারী সুবিধের ব্যবসা।

ধর্ম্ম।—কেউ পত্রপুষ্প দেয়।

সৃষ্টি।—অন্ন, বস্ত্র, ফল, জলে আমার কোনও আপত্তি নেই। পুষ্প তাতেও আপত্তি নেই। যখন অন্ন জলে পেট থই থই করবে, তখন নাকের কাছে পুষ্পটা ধরবার প্রয়োজন হতে

পারে। তবে পত্র নিয়ে কি করা? ওটা ঠাকুর তুমি নিয়ো; খেয়ে জাবর কেটো।

ধর্ম্ম।—মাঝে মাঝে লাঞ্ছনাটাও পাওয়া যায়।

সৃষ্টি।—বটে! ভারীসুবিধের ব্যবসা! লাঞ্ছনা! সে আবার কি? লাঞ্ছনাটাকি ননী ছানার কোন রকম প্রক্রিয়া।

ধর্ম্ম।—ননী ছানার নয়, তবে বংশদণ্ডের একটা প্রক্রিয়া।

সৃষ্টি।—কি! (লাঠী তুলিয়া) এই?

ধর্ম্ম।—ও রকমও আছে—গালটাও আছে, গলাধাক্কাও আছে। গৃহস্থ বুঝে ব্যবস্থা।

সৃষ্টি।—ও বাবা! তাহলে অসুবিধের ব্যবসা। হয়েছে বোঝা গেছে যাও ঠাকুর তোমার ব্যবসা তুমিই নিয়ে থাক। আদিপর্ব্ব ধরতে না ধরতেই একেবারে মুষল পর্ব্ব ধরে বসলে। যাও কোথায় যাচ্ছ যাও কি মতলব? ভিক্ষে না নিয়ে যাবেনা বুঝি!

ধর্ম্ম।—কেউ জীবরক্ত ভিক্ষা দেয় আবার কোন কোন মহাপুরুষ নিজের বুকের রক্ত ভিক্ষা দেয়।

সৃষ্টি।—ও বাবা তাহ'লে সাঙ্গাতইত বটে।

ধর্ম্ম।—কিন্তু শেষোক্ত জিনিষটাই আমার সকলের চেয়ে প্রিয়।

সৃষ্টি।—তাহ'লে ওই গাছ তলায় যাও ওই যে ক'বেটা ডোম ডুমনী দেখছ, ওইখানে তোমার কমণ্ডলু পেতে বসে থাক্, পেট ভরে তোমার প্রিয় সামগ্রী পান করতে পাবে। আমি তোমাকে বুঝেছ সাঙ্গাৎ—

ধর্ম্ম।—বল বল থামলে কেন বল, আমাকে বন্ধু বলছ

বল। ওইটের ভিখারী আমি পথে পথে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।

সৃষ্টি।—আমি তোমাকে বুক চিরে একটু আধটু দিতে পারতুম। কিন্তু তোমার কথা শুনে আমার রক্ত জল হয়ে গেছে। প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা—বুঝেছ? শেষে খানিকটে ঠাণ্ডা জল পেয়ে তোমার সান্নিপাতিক ধরে যাবে। কাজ নেই ঝঞ্ঝাটে, ? ওই বড় ডুমনী আছে ওর বড় তেজ, বুকে ঝাঁজাল রক্ত—ওর কাছে গিয়ে হাত পাত সুবিধে হবে।

(প্রস্থান)

ধর্ম্ম।—হে নরদেব! তোমাকে প্রণাম করি। তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নাই, হে জন্মমৃত্যু-রহিত পুরাণ পুরুষ! নর রূপেই তুমি আপনার অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করেছ। নররূপেই তোমার পরিচয়। তুমি আপ-নিই আপনার শিক্ষাদাতা, আপনিই আপনার পূজক। তুমি কখন দৃশ্য, কখন দর্শক, কখন পাল্য, কখন পালক। মাতৃ-মূর্ত্তিতে কখন তুমি সন্তানের উপর মমতা ঢেলে দাও, আবার সন্তান হয়ে প্রতিক্ষণ মায়ের আদরের প্রতীক্ষা কর। হে নররূপী নারায়ণ! তোমাকে কোটী কোটী প্রণাম করি।

(নৈবিদ্য হস্তে লক্ষ্মীর পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষ্মী।—আপনি কে দেবতা?

ধর্ম্ম।—মা! আমি সর্ব্বদ্বারী ভিক্ষুক, আমায় কিছু ভিক্ষা দাও।

লক্ষ্মী—প্রভু! আমি যে নীচ সমাজের অধম জাতি!

ধর্ম্ম।—তাতে কি মা! আমি যাদের কাছে ভিক্ষা করি. তারা একজাতি তাদের নাম গৃহস্থ।

লক্ষ্মী।—ঠাকুর! ধর্ম্মের নামে. ধর্ম্মের কাছে, এই নৈবিদ্যি রেখেছিলুম—তিনি নীচ ব'লে বুঝি এ সামগ্রী গ্রহণ করেন নি—আপনার পদতলে রাখলুম আপনার যা ইচ্ছা হয় তাই করুন। (নৈবেদ্য রক্ষা)

ধর্ম্ম।—এই আমি গ্রহণ করলুম; তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হোক।

লক্ষ্মী।—(প্রণাম করণ) (ধর্ম্মানন্দের অন্তর্দ্ধান) কি হ'ল একি হ'ল! একি রকম হ'ল!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

অম্বিকা—রাজবাটী।

(নয়ন সেন)

নয়ন।—আবার ভয় দেখাও কেন নারায়ণ! সেদিনের সে যন্ত্রনাময় স্মৃতির পুনরুদয় কর কেন? কৃপা ক'রে মরুভূমির বক্ষে যে শস্যশ্যামল প্রদেশটীর প্রতিষ্ঠা করেছ, আবার শত সূর্য্যের কিরণে তাকে দগ্ধ কর্‌বার ভয় দেখাও কেন? আমি ক্ষুদ্র অম্বিকার একটী তুচ্ছ ভূম্যধিকারী, মুষ্টিমেয় ডোম সৈন্যের অধিপতি। যতই শক্তির গর্ব্ব করি, নব লক্ষ সৈন্যের অধিপতি গৌড়েশ্বরের শক্তির তুলনায় তা কত তুচ্ছ, যদিও তারা শক্তিমান যদিও তারা প্রভু পরায়ণ, আমাকে রক্ষা করবার জন্য

যদিও তারা বহ্নি কুণ্ডে ঝাঁপ দিতেও কাতর নয়, তথাপি তারা কি গৌড়েশ্বরের লক্ষ সৈন্যের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। মহাপাত্র যদি অম্বিকা আক্রমণ করে, তাহ'লে আমরা কি সে আক্রমণের বেগরোধ করতে সমর্থ! তবে কি আমার সাজান ঘরখানি আবার প্রবল ঝড়ে ভূমিসাৎ হবে! পূর্ব্বে কি ছিলুম' স্মরণেও আনতে সাহস করি না! তারপর, এই বার বৎসর? মনে হয় যেন যুগব্যাপী নিদ্রার আবরণে আমার আত্মা আবদ্ধ। কিন্তু সেই চিরঅবিচ্ছিন্না-বস্থিত নিদ্রা শিয়রে কি মধুময় প্রাণারাম স্বপ্ন, জনার্দ্দন! এমন সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দেবার জন্য ভ্রূকুটী কুটিল মুখ নিয়ে এ দুর্ব্বল বৃদ্ধকে আর ভয় দেখিয়ো না।

(রঞ্জাবতীর প্রবেশ)

রঞ্জা।—মহারাজ।

নয়ন।—কি রাণী!

রঞ্জা।—বিষ্ণুপুরের কোনও সংবাদ রেখেছেন কি?

নয়ন।—সহসা বিষ্ণুপুরের কথাটা মনে যেগে উঠলো যে?

রঞ্জা।—অনেক কাল রাজা ও রাণীকে দেখিনি,—চলুন না দেখে আসি।

নয়ন।—যেতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু দলু যদি ছেলে ছেড়ে না দেয়?

রঞ্জা।—কেন, আজ হটাৎ দলু ছেলে ছেড়ে দেবে না কেন?

নয়ন।—যদিই না দেয়—

রঙ্গা।--তাহ'লে আমরাই যাই চলুন।

নয়ন।-আমি যেতে পারবো না।

রঙ্গা।--এই কি অম্বিকাপতির যোগ্য কথা হ'ল!

নয়ন।--অমানুষের যোগ্য কথা হ'ল।

রঙ্গা।--তবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

নয়ন।--রাজা কাউকে কৈফিৎ দেয় না।

রঙ্গা।—যে রাজা প্রজার কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না, তার রাজত্ব সাগর গর্ভে। দোহাই মহারাজ, রাজা ও রাণীকে দেখতে চলুন।

নয়ন।—রহস্য করিনি রঙ্গাবতী! বিষ্ণুপুরে আমাকে নিয়ে যেতে চাও, ছেলে দু'টীকে সঙ্গে দাও। এ বয়সে আমি রাজা দশরথের মতন নিজের মৃত্যু ডেকে আনতে পারি নি।

রঙ্গা।—তাহ'লে আমাকে অনুমতি করুন, আমি যাই।

নয়ন।—তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি যেতে পার।

রঙ্গা।—তাতো বলবেনই। রাজা আপনি, ব্যবস্থা রক্ষক—আপনার মুখে একথা না শুনতে পেলে শুনবো কার কাছে। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'—শাস্ত্রবাক্য পালন করেছেন। আপনার অম্বিকার মর্য্যাদা রইল, বংশের মর্য্যাদা রইল, আর বাঁদীকে প্রয়োজন কি? দোহাই মহারাজ, রাজা ও রাণীকে দেখতে চলুন। পুত্রের মঙ্গল কামনায়, ছেলে দুটীকে নিয়ে ধর্ম্মদেবের পূজা দিতে গিয়েছিলুম, কিন্তু দেবতাকে প্রণাম করতে বিভীষিকা দেখেছি। দেখলুম দেবতার পদতলে যেন রাজা ও রাণীর প্রতিবিম্ব। বিশীর্ণ মলিন মুখ পিপাসিত লোচনে দুজনে যেন আমার পানে, আমার দু'টী ছেলের মুখের পানে চেয়ে

আছেন! দেখে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল। মনে করলুম, এসেছি ধর্ম্মের দ্বারে, কিন্তু এইকি আমাদের মনুষ্যোচিত ধর্ম্ম! আমাদের কেবল মাত্র দেখার প্রয়াসী, আমাদের সুখী দেখে তারা একটু সুখ ভোগ করবেন, এই তুচ্ছ প্রতিদানটুকুও তাঁদের আমরা দিতে কাতর। মহারাজ! আপনি গুরু—বারম্বার আপনার সমক্ষে অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপনে পাপ হয়। তথাপি আর একবার বলি, আমার প্রাণ বলছে রাজা ও রাণী উভয়েই কঠিন পীড়ায় পীড়িত। শুদ্ধ তাঁরা আমাদের দেখবার জন্য প্রাণ ধারণ করে আছেন।

নয়ন।—প্রাণময়ী! তোমার প্রাণ যা বলেছে, তাকি মিথ্যে হয়। রাজা ও রাণী উভয়েই মৃত প্রায়।

রঙ্গা।—আপনি কেমন ক'রে জানলেন মহারাজ?

নয়ন।—বিষ্ণুপুর থেকে সৃষ্টিধর এই সংবাদ এনেছে। শুধু তাই নয় রঙ্গা—আমরা রাজাকে ভুলে নিশ্চিন্ত আছি, কিন্তু সেই মহাপুরুষ শয্যাশায়ী হয়েও, এ অকৃতজ্ঞদের ভুলতে পারেন নি! আমাদের মঙ্গল কামনা ছাড়তে পারেন নি। আমাদের বিপদের আশঙ্কা করে, পূর্ব্ব হ'তেই আমাদের সতর্ক ক'রে পাঠিয়েছেন।

(দলুর প্রবেশ)

দলু।—বিষ্ণুপুরের রাজা ও রাণী আমাদের অদর্শনে মৃতপ্রায়। তুমি কি বাপ্ দিন কয়েকের জন্য চন্দ্র সেন, আর সূর্য্য সেনকে ভিক্ষা দিতে পার না।

দলু।—ওই অনুমতিটী ক'র্‌বেন না মহারাজ! ছেলে ছেড়ে দিতে পারবো না।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী।—না মহারাজ, প্রাণ থাক্‌তে ছেলে ছেড়ে দিতে পারবোনা।

দলু।—এ কথা ত অনেক দিন হয়ে গেছে মহারাজ! বিষ্ণুপুরের রাজা ও রাণী, উভয়েই এখানে এসে দয়া ক'রে ত আমাকে রেহাই দিয়ে গেছেন। রাজা নিজে আমাকে বলে গেছেন, ভাই! কারও অনুরোধে ছেলে দু'টীকে কাছ ছাড়া ক'র্ না।

লক্ষ্মী।—রাজা ও রাণীকে আমরা প্রণাম করি? কিন্তু যেখানে আমরা স্বচক্ষে মনিবের অপমান দেখেছি, সেস্থানে আমরা ভাই দু'টীকে কিছুতেই পাঠাতে পারি না।

নয়ন।—কিন্তু ছেলে দু'টীকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য, রাজা তাদের বিষ্ণুপুরে নিয়ে যেতে, নিজে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন।

দলু।—কেন?

নয়ন। তিনি লিখে পাঠিয়েছেন, গৌড়ের বৃদ্ধ রাজা দেহত্যাগ করেছেন; তাঁর সেই নির্ব্বোধ পুত্র এখন গৌড়েশ্বর। সে মহাপাত্রের হাতে খেলার পুতুল। মহাপাত্রই এখন বঙ্গের প্রকৃত রাজা। এরূপ অবস্থায় নিরাপদে আমাদের অম্বিকা বাসে কিছু সন্দেহ আছে। আর লিখিয়াছেন—"ভাই ননীর পুতুল দু'টীকে সাবধান! বৃদ্ধ রাজার ভয়ে মহাপাত্র এতকাল কিছুই করতে পারেনি। কিন্তু মনে ক'রনা ভাই, কুটীল মহাপাত্র বিষ্ণুপুরের সে অপমান ভুলে গেছে।"

এই কথা লিখে তিনি ছেলে দু'টীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে আদেশ ক'রেছেন।

লক্ষ্মী।—আমার স্বামীর শক্তিতে মহারাজে কি সন্দেহ আছে?

নয়ন।—ওকথা কেন বল্‌লি লক্ষ্মী! তোর স্বামী আমার চক্ষে, আমার সন্তানদের চেয়েও অধিকতর মূল্যবান।

রঞ্জা।—তাতে আর সন্দেহ নেই। আমি সন্তান হারাতে পারি, কিন্তু দলুকে হারাতে পারিনি। দলু আমার হাতের নো বজায় রেখেছে।

লক্ষ্মী।—আমার ভাইকে আমরা রক্ষা কর্‌ব, তার জন্য অন্য রাজার শরণাপন্ন হ'তে গেলে, আমার রাজার, আমার স্বামীর, মর্য্যাদা যায়, মূল্য যায়, ধর্ম্ম যায়।

নয়ন।—আমাকে কিন্তু বিষ্ণুপুরে যেতেই হবে।

দলু।—পথে যদি বিপদ ঘটে?

রঞ্জা।—তাহ'লেও আমাদের যেতে হবে। যার গৃহে আজন্ম কন্যা-স্নেহে প্রতিপালিত হয়েছি, তাঁর রোগ সংবাদ শুনে আমরা ত ঘরে বসে থাক্‌তে পার্‌ব না!

দলু।—আপনার ইচ্ছা—আমরা তাতে কি বল্‌ব মা।

লক্ষ্মী।—নিষেধ কর্‌বার ক্ষমতা নেই; ক্ষমতা থাক্‌লে নিষেধ কর্‌তুম।

রঞ্জা।—আমারও ত একটা ধর্ম্ম আছে লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী।—তবে যাও রাণী।

নয়ন।—এস রাণী, যাবার সময় পুত্র দু'টীকে একবার আশীর্ব্বাদ ক'রবে এস।

(রঞ্জাবতী ও নয়ন সেনের প্রস্থান)

দলু।—কি ক'র্‌লি লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী।—সর্দ্দার! তুই আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিসনি, —তুই শুদ্ধু আমাকে ভয় দেখাসনি। আমি ক'রে ফেলেছি! তুই আমার মর্য্যাদা রক্ষা কর্। তুই যদি রক্ষে ক'র্‌তে না পারিস্, তাহ'লে পৃথিবীর কেউ আমার ভাই দু'টীকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না।

দলু।—তবে চল্।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

বনপথ।

(ধর্ম্মানন্দের প্রবেশ)

ধর্ম্ম।—ঊর্দ্ধমুখে চিরদিন 'শান্তি' 'শান্তি' ক'রে,
নারায়ণ নিত্য তোমা করেছি সন্ধান।
চেয়েছিনু স্বর্গ পানে, চেয়েছিনু চন্দ্রে
তারকায়; চেয়েছিনু তীক্ষ্ণ দৃষ্টে ভেদি
নীলাম্বর, ফল তার পেয়েছি যন্ত্রণা।
দেখি নাই সম্মুখে চাহিয়া, দেখি নাই
পশ্চাতে ফিরিয়া, দেখি নাই পদ প্রান্তে,
দেখি নাই হৃদি মধ্যে বাহুর বন্ধনে।
খেলিতেছ বন উপবনে, খেলিতেছ
গৃহের প্রাঙ্গণে, শিশু বৃদ্ধ যুবামাঝে
কে জানিত খেল অবিরাম! আয় বাপ

আয় ভাই বলে তুমি পশ্চাতে ডেকেছ,
'আগে চল্' বলে তুমি গুরুরূপে মন্ত্র
শিখায়েছ। শিষ্যমূর্ত্তে ধরেছ চরণ,
প্রভু মূর্ত্তে দেখায়েছ, আরক্ত নয়ন।
দস্যু মূর্ত্তে ছিঁড়ে নেছ কাঞ্চনের মায়া।
বিষম নিন্দুক মূর্ত্তে নিত্য ধুয়ে দেছ
মলিনতা। বিরাট বিশ্বের মাঝে তুমি
আপনার প্রতিষ্ঠা করিয়া, তুলেছ হে
ব্যোমব্যাপী আপনার গান। নরোত্তম
নারায়ণ বিশ্বরূপ নর, প্রণিপাত
চরণে তোমার।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি।—আমারও তোমার চরণে প্রণিপাত। আমরা যদি নর হই, তাহ'লে বানরকে দেবতা ?

ধর্ম্ম।—বানরওই মানুষ। কেউ তারে নাচায়, কেউ তারে মেরে খায়, আবার সীতার উদ্ধার করেছে ব'লে, কেউ তারে ভক্তি ভাবে পূজো করে। ও যেই নর, সেই তোমার বানর।

সৃষ্টি।—যা বলেছ দেবতা, ওই জন্যই শাস্ত্রে বলে বটে 'বৈশাখে নরবানরাঃ।' তা দেবতা, মানুষ তো পৃথিবী শুদ্ধ দখল ক'রে বল্‌লে, 'সব আমি।' তাহ'লে গরীব ইঁদুর বেড়াল গুলো কি করবে!

ধর্ম্ম।—তারা যখন কথা কইতে শিখবে, তারাও বল্‌বে 'সব আমি' 'বাসুদেবঃ সর্ব্বং।

সৃ।—সব আমি! চিংড়ী মাছ ?

ধর্ম্ম।—তাও আমি।

স্থ।—ওবাবা, তাহ'লে খাব কি!

ধর্ম্ম। -খেতে না সাহস কর, খেয়োনা।

স্থ।—বেশ, এবার থেকে যখন মাছ খেতে সাধ হবে, তখন তোমার গাটা চেটে দিয়ে যাব। 'সব আমি'—কি জ্বালা! তা হ'লে বিট্‌লে মহাপাত্তরের বিটলেমীতে রাগ কর্‌তে পার্‌ব না। ডোম বেটাদের পাগলামী দেখে হাস্‌তে পাবনা, তাদের যদি সর্ব্বনাশ হয়, ত দুঃখু কর্‌তে পার্‌বো না! সব আমি!

ধর্ম্ম।—'সব আমি'—কারও উপর দুঃখ করবার নেই, রাগ কর্‌বার নেই, অভিমান কর্‌বার নেই,—সব লীলাময়ের লীলা। তবে কোথাও নিদ্রা মোহ মায়ার আবরণে লীলা। কোথাও লীলা জাগরণে—বন্ধু! তোমাকে আর কি বল্‌ব! ঘাতক পিঁজরে ভেঙ্গে লীলা করে, শোকার্ত্ত কেঁদে লীলা করে।

স্থ।—দেবতা! তবে ত বড়ই বিপদে ফেল্‌লে! তাহ'লে আমি কি করি?

ধর্ম্ম।—তুমি আমাকে বন্ধু বলে সম্বোধন করেছ। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং। বন্ধু! তুমি আমার পাশে থেকে লীলা দেখ।

স্থ।—কোথায় এলুম, কেন এলুম! দেবতা আমায় বন্ধু বলে সম্বোধন কর্‌লে!—যাক্! সব লীলাখেলা যখন আমার ফুরিয়ে গেল, তখন যাক্!—বন্ধু, বন্ধুই সই। সংসারে খাটী বন্ধু যদিই বরাত ক্রমে মিলে গেল—তখন থাক্

বন্ধুই বল আর যাই বল, দাস আমি, পায়ের ধূলো দাও --আর চোক দাও, তোমার লীলা দেখি।—জয় ধর্ম্মের জয়—জয় ধর্ম্মের জয়। কে যেন আস্‌ছে—দেবতার কাছে মানত করে বুঝি তার পূজোদিতে আসছে।

ধর্ম্ম।—অন্তরালে থেকে দেবতার লীলা দেখ।

স্ব।—যথা আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

(নিধিরামের প্রবেশ)

নিধি।—কিছুতেই ত ফাঁক পেলুম না। সাত সাত দিন ওং মেরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তবু ত ছেলে দু'টকে ধর্‌তে পারলুম না। চোখের উপর ছেলে দুটো নেচে কুকুঁদে বেড়াচ্ছে কিন্তু বেটারা সব এমন আগলে বসে আছে যে, কিছুতেই তাদের হাতের কাছে পেলুম না! রাত্রে চুরি করে ঘরে ঢুক্‌লুম, সেখানেও দেখি সজাগ পাহারা। তাহ'লে কেমন করেই বা ধরি, কেমন করেই বা মারি! হে ঠাকুর! দয়া কর ছেলে-দুটোকে হাতে পাইয়ে দাও—আমার মান রক্ষা কর; নৈলে গৌড়ে এ মুখ দেখাতে পার্‌ব না। বড় অহঙ্কার করে এসেছি, দোহাই ঠাকুর ছেলেদুটোকে আমার হাতের কবজীর ভেতর এনে দাও—তারপর আমি বুঝে নেবো।

ধর্ম্ম।—কে তুমি?

নিধি।—তাইত, তাইত—এখানে যে এক সন্ন্যাসী দেখছি সন্ন্যাসি কত রকমের বুজরুকি জানে, ওকে ধর্‌তে পার্‌লে কাজ হ'তে পারে।—ঠাকুর প্রণাম।

ধর্ম্ম।—কি চাও?

নধি।—কি চাই—চাইলে কি তুমি দেবে দেবতা! ইচ্ছে কর্‌লে তুমি দিতে পার, কিন্তু এ অধমের প্রতি দয়া কি হবে দেবতা! যদি কিছু চাই, তাহ'লে কি দেবে?

ধর্ম্ম।—ক্ষমতা থাক্‌লে দেবনা কেন।

নিধি।—তোমার আবার ক্ষমতা নেই, এওকি একটা কথা। তুমি সাধু, নারায়ণ—ইচ্ছা কর্‌লে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কর্‌তে পার। তুমি দয়া কর্‌লে না দিতে পার কি?

ধর্ম্ম।—বেশ, কি চাই বল।

নিধি।—ছেলে দুটো চাইব? না বাবা, সে কথা কইতে হয় ত চটে চিমটের বাড়ী একঘা বসিয়ে দেবে। আচ্ছা ঠাকুর আমাকে ঘুম পাড়াবার মন্তর বলে দিতে পার।

ধর্ম্ম।—পারি

নিধি।—তাহ'লে দয়া করে ওই মন্তরটা আমাকে দিয়ে যাও।

ধর্ম্ম।—বেশ গ্রহণ কর। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাতে নিদ্রা-মন্ত্রের স্ফুরণ হ'ক।

নিধি।—বস্—আর কি! আর আমাকে পায় কে। দেবতা! প্রণাম হই—চল্‌লুম। আমার ভেতরে একটা অদ্ভুত শক্তি আস্‌ছে আমি বুঝতে পার্‌ছি। দেবতা! একি রকম হ'ল! আমার ভেতরে একটা আশ্চর্য্য রকমের সাহস আস্‌ছে সেই সঙ্গে আবার একটা বিষম ভয় আস্‌ছে কেন?

ধর্ম্ম।—ওটা সিদ্ধ-বিদ্যার প্রভাবে। তোমার যেটাকে ইচ্ছা হৃদয়ে স্থান দিতে পার—

নিধি।—সাহস—সাহস—আয় সাহস—না, ভয় আসে

কেন দেবতা ? দেবতা ! এই মন্ত্রে দলু সর্দারকে ঘুম পাড়াতে পার্‌বো ?

ধর্ম্ম।—পার্‌বে।

নিধি।—বস্, তবে আর কি ! আর যে যেখানে থাক্ তাদের নিধিরাম ভয় করে না। আয় সাহস চলে আয়। দেবতা ! প্রণাম—আয় সাহস চলে আয়।

(প্রস্থান)

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃ।—একি হ'ল দেবতা ! লোক্‌টা সিদ্ধ-মন্ত্র পেলে, ত ফল্‌বে কি না পরীক্ষা না করেই চলে গেল।

ধর্ম্ম।—বিশ্বাস, সৃষ্টিধর বিশ্বাস। বিশ্বাসেই ধর্ম্মের অস্তিত্ব।

সৃ।—ও ব্যক্তি কি উদ্দেশ্যে এই মন্ত্র সিদ্ধির কামনা কর্‌লে ?

ধর্ম্ম।—ওর ইচ্ছা, রাজার দুটী সন্তানকে অপহরণ কর্‌বে। তা দলু কিম্বা তার সহচরেরা জেগে থাক্‌লে ত পার্‌বে না তাই ও ব্যক্তি সিদ্ধ-বিদ্যার প্রার্থনা কর্‌লে।

সৃ।—তা আঁটকুড়ীর বেটা মাথা ঘুরিয়ে নাক দেখলে কেন ? একেবারেইত ছেলে দুটোকে চাইতে পার্‌ত।

ধর্ম্ম।—ওর অদৃষ্ট।

সৃ।—বুঝেছি, বেটা নিজের মৃত্যুকে নিজে ডেকে আন্‌লে, আবার কে আসে ? লক্ষ্মী না ?

(প্রস্থান)

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী।—যদিই দয়া করে মেয়েকে দেখা দিলে, তখন আবার মিলিয়ে গেলে কেন, নারায়ণ দেখা দাও—হে ধর্ম্ম! তুমি ভিন্ন যে আমাদের আর কেউ নেই। তুমি বলেছ ইচ্ছা অভিলাস পূর্ণ হবে কিন্তু কি অভিলাষ? আমি কি চাই! সুমুখে বাসনা শত্রু এসে মণিবের রাজ্য দখল কর্‌বার ভয় দেখাচ্ছে। এলে কি কর্‌ব? কাকে বাঁচাব—মাথার উপর সোয়ামী, পায়ের কাছে পুত্র, দুই পাশে চন্দ্র সেন, আর সূর্য্য সেন—কি করি!—কি চাই!—কি চাইতে হ'বে, আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। নারায়ণ! বলে দাও ঠাকুর!

ধর্ম্ম।—কেও?

লক্ষ্মী।—যাঁ্যা—ঠাকুর! ঠাকুর!

ধর্ম্ম।—এ গভীর রজনীতে এখানে কেন লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী।—ঠাকুর! পায়ে ঠেলে চলে এলেন?

ধর্ম্ম।–কেন মা! তোমার শ্রদ্ধার দানে যে আমি পরম পরিতৃপ্ত হয়ে চলে এলুম।

লক্ষ্মী।—তোমার সামগ্রী তুমি নিলে তাতে আবার দান কি ঠাকুর!

ধর্ম্ম। তার পর? এ গভীর রজনীতে একাকিনী এ বন-পথে বিচরণ কর্‌ছ কেন মা?

লক্ষ্মী।—আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ধর্ম্ম।—এ ভিখারীকে আবার স্মরণ করেছ কেন মা? আবার কি কিছু ভিক্ষা দিবে মানস করেছ?

লক্ষ্মী।—ভিক্ষা! আবার ভিক্ষা। আমি ডোমের মেয়ে আমার কাছে ভিক্ষা! কেন ঠাকুর বারে বারে লজ্জা দাও।—

ঠাকুর দীন রমণী আমি, বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। ঠাকুর আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও।

ধর্ম্ম।—বেশ, কি চাও মা! বল।

লক্ষ্মী।—কি চাই—কি চাই—আবার আমি কি চাই! দেবতা দয়া করে আমার সোয়ামীর মান রক্ষা কর।

ধর্ম্ম।—তথাস্তু।

(লক্ষ্মীর প্রণাম ও প্রস্থান)

ধর্ম্ম।—যাও মা সাধ্বী। নিজের অজ্ঞাত সারে, জীবনের একটা পথে পদার্পণ করে, সরল বিশ্বাসে ধর্ম্মের উপর নির্ভর ক'রে পথ চলেছো। সে পথে কত বিঘ্ন, কত বিপদ! কত নর-শার্দ্দুল লোলুপ দৃষ্টিতে, পথপার্শ্বের উপবন আশ্রয় ক'রে তোমার পানে চেয়ে আছে। তবু যাও একপদ একপদ ক'রে, তোমার ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হও। শার্দ্দুল তার নিজের ধর্ম্ম-পালন করে, তুমিও তোমার নিজের ধর্ম্ম পালন কর।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি।—দেবতা আমি আবার একটা প্রণাম করি।

ধর্ম্ম।—কিছু চাও?

সৃষ্টি।—কি, আমি বিষ্ণুপুরের সাড়ে বারো গণ্ডী—আমি কি চাই! আমি কি ভিখারী!

ধর্ম্ম।—ভিখারী না হ'লে কি চাইতে নেই। রাজা যে প্রজার কাছে রাজস্ব ভিক্ষা ক'রে।

সৃষ্টি।—বটে বটে! তাহ'লে দেবতা আমি তোমাকে চাই। যখন তোমাকে দেখতে চাইবো তখন দেখা দিয়ো।

ধর্ম্ম।—তথাস্তু।

সৃষ্টি।—তাহ'লে তুমি এখন যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। (ধর্ম্মানন্দের প্রস্থান) দেবতা ত চলে গেল। বোকা দেবতা আমাকে যে বর দিয়ে গেল, তার মজাটা ত জানতে পারলেম না! থাক্ এখন আর জ্বালাতন করছি নি। শেষে ভয় পেয়ে বসবে। থাক্ না একবার হয়ে যাক্। ও দেবতা! (ধর্ম্মানন্দের প্রবেশ) বেশ বেশ চলে যাও—(ধর্ম্মানন্দের প্রস্থান)—ও দেবতা! (ধর্ম্মানন্দের পুনঃ প্রবেশ)—কি! আছ কেমন?

ধর্ম্ম।—ডাকলে কেন?

সৃষ্টি।—কষ্ট হচ্ছে—আচ্ছা যাও যাও (ধর্ম্মানন্দের প্রস্থান) না আর ডাকবো না। একশো বার ডাকলে রেগে যাবে।—তবু আর একবার ও দেবতা!—(নেপথ্যে বিকটশব্দ) ও বাবা! ও বাবা!—একি মূর্ত্তি। (ধর্ম্মানন্দের প্রবেশ) ও দেবতা। রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়ে ভয় দেখাও কেন দেবতা! তোমায় যে ছাড়তে পারছি নি—আর একটা প্রণাম নিয়ে যাও। (প্রণাম)

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

অম্বিকা—দুর্গ মধ্যস্থ উদ্যান।

(চন্দ্র সেন ও সূর্য্য সেন)

গীত।

এমন মধুর দিবসে মধুর কানন দেশে।
কুজয়ে কোকিল ভরি নিকুঞ্জ, বিবিধ মধুর কুসুম পুঞ্জ,
বিতরে সুবাস বাতাসে॥

মধুময় প্রাণে, মধুর পবনে, মধুর জলদ ভাসে।
মধুলুটী, মোরা পাখী ছুটী বেড়াই ভেসে ভেসে ॥

(সামুলার প্রবেশ)

সামুলা।—দেখ বাবা! অমি একবার রাজ রাণীকে দেখে আসবো। তারা কালীর মন্দিরে তোমাদের জন্যে পূজো দিতে গেছে। একটু খানি এইখানে খেলা ক'রে বেড়াও। আমি মায়ের চরণামৃত নিয়ে আসি। ততক্ষণ আমি একজনকে তোমাদের আগলাতে রেখে যাচ্ছি। দেখো যেন এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যেয়োনা।

চন্দ্র।—না তুই যা।

সূর্য্য।—বাবা! বুড়ী গেল নাত বাঁচা গেল। বেটীর জ্বালায় কোন দিকে চাইবার ও যো নেই! হাঁ দাদা! বাবা ও মা কোথায় যাবেন ?

চন্দ্র।—মা বল্লেন, বিষ্ণুপুরে যাবেন।

সূর্য্য।—তা আমরা যাবনা ?

চন্দ্র।—কই মাতো আমাদের যাবার কথা বল্লেন না।

সূর্য্য।—তবেই আর আমাদের মামার বাড়ী দেখা হইল।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি।—দরকার কি বিষ্ণুপুরে গিয়ে মামার বাড়ী দেখবার দরকার কি ? মামার বাড়ী দেখতে চাও, এইখান থেকেই তা দেখিয়ে দিতে পারি।

উভয়ে।—কেমন ক'রে, কেমন ক'রে ?

সৃষ্টি।—তোমরা কি মামার বাড়ী দেখবার জন্য বড়ই কাতর ?

চন্দ্র।—হাঁ ভাই, বড়ই কাতর।

সূর্য্য।—দেখ ভাই, আমরা মাসীকে দেখেছি, মেসোকে দেখেছি; কিন্তু ভাই বিষ্ণুপুর ও দেখলুম না, মামাকেও দেখলুম না।

সৃষ্টি।—বড় দুঃখু?

উভয়ে।—বড় দুঃখ ভাই, বড় দুঃখ।

সৃষ্টি।—এস ভাই, তোমাদের দুঃখের নিবারণ করি। তোমাদের দু'টী ভাইকে একেবারে মামার বাড়ী দেখিয়ে দিই।

চন্দ্র।—কেমন ক'রে দেখিয়ে দেবে দাও না ভাই!

সৃষ্টি।—এই যে দিচ্ছি ভাই! নাও দু'জনে এইখানে শোও। শুয়ে আকাশ পানে চেয়ে থাকবে। আর আমি অমনি তোমাদের গলা টিপে ধরবো।

সূর্য্য।—তাহ'লে যে চোক কপালে উঠে যাবে!

সৃষ্টি।—তাইত উঠবে। যেমন একটু একটু চোক উঠতে থাকবে, আর অমনি মামার বাড়ী এক পা এক পা এগিয়ে আসতে থাকবে।

সূর্য্য।—হাঁ ভাই! তোমার মামার বাড়ী আছে?

সৃ।—কেন কেন?

সূর্য্য।—তাহ'লে আমরা দু'ভাইয়ে তোমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিই।

সৃ।—বটে বটে! তাহ'লে গুরুর বিদ্যেটা মেরে দিয়েছে। তাহ'লে চুপ চাপ্ ক'রে বসে থাক। বুড়ী আমাকে তোমাদের আগলাতে বলে গেছে।

সূর্য্য।—এস দাদা! তাহ'লে তোমাকে নিয়ে আমরা গান করি।

স্থ।—না, না, তা কর'না—গলা ভেঙ্গে যাবে।

চন্দ্র।—তবে আমরা কি করবো?

স্থ।—কথা কয়ো না, কথা কয়োনা—দম বন্ধ হবে।

সূর্য্য।—তবে এস দাদা আমরা নৃত্য করি।

স্থ।—হাঁ, হাঁ—পা ভেঙ্গে যাবে।

চন্দ্র।—আরে গেল যা, তাহ'লে আমরা কি করব?

স্থ।—চটো না চটো না—মাথা ধরবে।

সূর্য্য।—এস দাদা, তাহ'লে ফুল তুলি।

স্থ।—হাঁ হাঁ হাতে কাঁটা ফুট্‌বে।

সূর্য্য।—বেশ তবে গাছের ফুল গাছে থাক্, আমরা শুঁকি।

স্থ।—হাঁ হাঁ—নাকে পোকা ঢুক্‌বে।

চন্দ্র।—বেশ তবে বেদীর ওপর একটু বসি।

স্থ।—হাঁ হাঁ—রদ্দুর লেগে ননীর দেহ গলে যাবে।

সূর্য্য।—বেশ তবে পাথরের আড়ালে ছাওয়ায় একটু বসি।

স্থ।—হাঁ হা ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবে।

চন্দ্র।—ও বাবা! এর চেয়ে দলু দাদা ছিল ভাল।

সূর্য্য।—তাহ'লে দুই ভাইয়ে তোমাকে দুদিক থেকে দু'হাত ধ'রে, একটু টানাটানি করি।

চন্দ্র।—বেশ তাই ভাল—

বালকদ্বয়— গীত।

আমরা অতিথ পেয়েছি ঘরে।
হাতে পেয়ে এমন রতন ছাড়বো কেমন করে।
বসিয়ে কাছে দেব তোমায় আদর ভারে ভারে।
খেতে দেব ননী মাখম, পেট ফুলে যেই হবে যখন,
ভাসিয়ে দেব তোমায় তখন ক্ষীর সাগরের পারে॥

স্থ।—এই এই।

সূর্য্য।—টেনো না, টেনো না—হাতে ব্যথা হবে।

স্থ।—এই এই—ও বুড়ী ও বুড়ী।

উভয়।—চেঁচিয়ো না—চেঁচিয়ো না—কাণে তালা ধর্‌বে।

(সামুলার প্রবেশ)

বুড়ী।—ছি! এ তোমরা কি করছ! নাও চলে এস রাজা ও রাণী বিষ্ণুপুরে যাচ্ছেন, তোমাদের একবার দেখে যাবেন।

(স্থষ্টী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

স্থ।—ও বাবা! এযে দেখছি এক জোড়া কলির অহী-রাবণ। দুটী লোহায় ভাঁটা! তাহ'লে ত দেখছি; বুড়ী মানুষ খুন করতে পারে। এই ছেলেদের আমাকে আগলাতে বলে গেছে! কিন্তু দলু সর্দ্দার করেছে কি! বিপদে আপদে পড়লে যাতে আত্মরক্ষা করতে পারে, তাই ছেলে দুটীকে কুস্তি শিখিয়ে দুটী বাঁটুল ক'রে তুলেছে। মাও ত প্রাণধ'রে ছেলেকেএই রকম কুস্তি শিখতে দিয়েছে। বাঙ্গালী মায়ের হ'লকি! বাঙ্গালী মা ছেলেকে ঘরে কাপড় চাপা দিয়ে ঢেকে রাখবে। ছুটতে দেবে না, সাঁতার শিখতে দেবে না, গাছে উঠতে দেবে না, ঝাঁপ খেতে দেবে না। বাঙ্গালী ছেলের গায়ে টুস্‌কি মারলে রক্ত পড়বে, পথে বেরুলে ননীর পুতুল কাগে ঠুকরে খেয়ে ফেলবে। এমন ছেলে না হ'লে, বাঙ্গালী ছেলে! আর এমন মা না হ'লে বাঙ্গালী মা! এ রঞ্জাবতী মা করলে কি! বাঙ্গালার জল হাও-য়ায় থেকেও রাজপুত্‌নী হয়ে গেল! না, দেখে ফূর্ত্তি হ'ল না। কিন্তু এমন সুলক্ষণ শক্তিমান সন্তান এই সন্তান নিয়ে রক্ত

নদীর প্রবাহ! হাঁ ঠাকুর! এ তোমার কি রকম লীলা! সমস্ত মানুষের প্রাণ একাধার ক'রে, তাতে শুধু দয়ার রাশি ঢেলে দিলে না কেন?

(ধর্ম্মানন্দের প্রবেশ)

ধর্ম্ম।—সৃষ্টিধর!

সৃ।—ও বাবা! তাইত কি করেছি! অন্যমনস্কে—দেবতাকে স্মরণ করে ফেলেছি! হাতে ও কি দেবতা?

ধর্ম্ম।—নরমেধ যজ্ঞের লীলা হবে, তাই পূর্ব্বাহ্ণে কিছু কুশ সংগ্রহ ক'রে রাখছি।

সৃ।—আহা দেবতার আমার কি ধর্ম্মনিষ্ঠা! কি দয়া!

ধর্ম্ম।—সৃষ্টিধর! এই দয়াতেই ধরণীর প্রতিষ্ঠা। মধুকৈটভ বিনষ্ট হয়েছিল, তা'র মেদেই পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছে। সেই জন্যই এর নাম মেদিনী।

সৃষ্টি।—বটে বটে! তবে আর নিরিমিষ রেখেছ কি! ডুবিয়ে ফেল—মেদিনী ডুবিয়ে ফেল।—

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

অম্বিকা—রাজবাটী।

(মণিরাম)

মণি।—অম্বিকায় এসে এ আমি কি দেখলুম! দুই দুই সোণার পুতুল, দুটী অশ্বিনীকুমার—রঞ্জাবতীর দুটী সন্তান অম্বিকার রাজপথে রূপ ছড়িয়ে চলে যাচ্ছে। হে ধর্ম্ম! ধন্য

তোমার মহিমা! আজ তুমি পতিব্রতা সতীর ঘরে দুটী পুণ্য প্রদীপ পাঠিয়ে তার পবিত্র ঘর আলো ক'রে দিয়েছো। আর আমি কিনা নয়ন সেনকে মেরে রঙ্গাবতীকে বিধবা কর্‌তে গিয়েছিলেম, আমি কিনা এই রত্নের ধ্বংসে বদ্ধ পরিকর হয়ে ছিলুম, বিধির নির্ব্বন্ধে ঘা দিতে গিয়েছিলুম। মদনমোহনের ঘটকালী আমি ভাঙ্গতে পারবো কেন?

রঙ্গাবতী হ'তে অম্বিকার বংশ প্রতিষ্ঠা হবে—মদনমোহনের ইচ্ছা। সে ইচ্ছায় বাধা দিতে সম্বন্ধ আমি আরো দৃঢ় করে দিয়েছি, রঙ্গাবতীর স্বামী সম্মিলনের পথ সুগম করেছি। লাভের মধ্যে শৃগালদষ্ট জলাতঙ্ক রোগীর ন্যায় নিজের অঙ্গ দংশনে ছিন্ন ভিন্ন করেছি। অনুতাপ—অনুতাপ। আজ আমি কোথায় গর্ব্বের সহিত অম্বিকায় প্রবেশ ক'রে ভাগিনেয় দুটীকে কোলে করব, না তাদের কাছে এখন অগ্রসর হ'তেই সঙ্কুচিত হচ্ছি। অনুতাপ—অনুতাপ।

(রঙ্গাবতীর প্রবেশ)

রঙ্গা।—বিষ্ণুপুর থেকে কে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছে?

মণি।—রঙ্গাবতী!

রঙ্গা।—কেও দাদা। দাদা! আপনি! (প্রণাম) তা দেবীমন্দিরে না প্রবেশ করে এখানে কেন দাদা!

মণি।—আমি নরাধম দেবীমন্দিরে প্রবেশের যোগ্য নয়, তোমার নাম গ্রহণের যোগ্য নই। রঙ্গাবতী! আমি আত্মঘাতী। আমি নিঃসন্তান, ভাগিনেয় বধে নিজের পিণ্ডলোপ তে উদ্যত হয়েছিলুম।

রঙ্গা।—সে কি দাদা! আপনার আশীর্ব্বাদেই আমার সৌভাগ্য। আপনি আমাকে ভাগ্যবতী দেখবার জন্যই সে কার্য্য করেছিলেন, অসদুদ্দেশ্যে ত করেন নি। আসুন, দেবী-মন্দিরে মাতৃদর্শন করুন। আমরা শুভযাত্রার আয়োজন কর্‌ছি

মণি।—আগে তোমাদের ভালয় ভালয় বিষ্ণুপুর নিয়ে যাই, তার পর এসে দেবী দর্শন।

রঙ্গা।—তাহ'লে অপেক্ষা করুন, আমি রাজাকে নিয়ে আসি। কিন্তু দাদা! আপনাকে অনুরোধ করি, পুত্র দুটিকে সঙ্গে নেবার প্রস্তাব কর্‌বেন না।

মণি।—কেন? রাজা যে সেই দুটীকেই আগে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছে করেছেন! যেটী মান্দারণের রাজপুত্র সেটীকে না হয় রেখে যেতে পার।

রঙ্গা।—ও কথা মুখে আনবেন না দাদা! এখানে মান্দরণের রাজপুত্র নেই। সে জানে আমিই তার মা—সে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মণি।—এই গুণেই রঙ্গাবতী তুমি মদনমোহনের পূর্ণ কৃপায় অধিকারিণী। এই গুণেই তুমি আজ উমারাণীর আয়তি নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বেশ্বরের সঙ্গসুখভোগ কর্‌ছ। আশীর্ব্বাদ করি তোমার আয়তি অটুট থাক।

রঙ্গা।—কিন্তু দাদা! ছেলেরা যখন আসবে—

মণি।—বুঝেছি রঙ্গাবতী, তুমি ভয় পাচ্ছ আমি বালকের কাছে তার জন্ম-রহস্য প্রকাশ কর্‌বো? ভয় নেই—যতই নরাধম হই, মত্ত মাতঙ্গের ভীম শুণ্ড হতে রক্ষা করে, করুণাময়ী!

তোমার বাৎসল্য রসে পুষ্ট হবার জন্য রাজা যে শিশু-তরুটীকে তোমারই স্নেহের উদ্যানে রোপন করেছেন, আমি তার মূলচ্ছেদ করতে সাহস করি না। যাও, তুমি রাজাকে যতশীঘ্র পার, নিয়ে এসো।

(রঞ্জাবতীর প্রস্থান ও সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি।—এই যে হুজুর এসেছো। জানি হুজুর আসবে—আমাকে এক দণ্ড ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না জানি।

মণি।—তুই বেটা কি? বল্ দেখি—

সৃ।—আমি বেটা বিষ্ণুপুরের সাড়ে বার গণ্ডী সৃষ্টিধর।

ম।—চোপরাও বেটা—

সৃষ্টি।—আচ্ছা চুপ।

মণি।—তিন দিন আগে রাজা তোকে এদের নিয়ে যেতে হুকুম করেছেন, আর এখানে এসে বেটা তুমি অমূল্য সময় নষ্ট কর্‌ছিস্।

সৃষ্টি।—সময় নষ্ট কর্‌বেন না—কথা কয়ে অমূল্য সময় নষ্ট কর্‌বেন না।

মণি।—দূর বেটা আহাম্মোক—সময় আগে থাক্‌তে নষ্ট করে, এখন নষ্ট কর্‌বেন না। দেরি ক'রে কি অনিষ্ট করেছিস্, তাকি বুঝতে পেরেছিস্ বেটা!

সৃ।—বড় সময় নষ্ট হচ্ছে, অমূল্য সময় সব চলে যাচ্ছে।

মণি।—বেরো বেটা আমার সুমুখ থেকে।

(নয়ন সেনের প্রবেশ)

নয়ন।—কেও বিষ্ণুপুরের সেনাপতি! আপনি!

(পরস্পর নমস্কার ও আলিঙ্গন)

মণি।—মহারাজ! অকৃতজ্ঞ নরাধম আমি, কিন্তু ক্ষমা প্রার্থনা করি এমন সময় নেই। মহারাজ বিষ্ণুপুর যাবার জন্য এখনি প্রস্তুত না হ'লে আর বোধ হয় রাজাকে দেখ্‌তে পাবেন না। এই মহারাজের পত্র পাঠ করুন তিনি এই মূর্খটাকে এত করে বুঝিয়ে বলেছেন—

স্থ।—সময় নষ্ট—সময় নষ্ট হচ্ছে!

নয়ন।—আপনার আশীর্ব্বাদেই আমার আবার সোণার সংসারের প্রতিষ্ঠা। আসুন সঙ্গে আসুন, আপনার ভাগিনেয়ের গৃহে পদধূলি দিয়ে তার গৃহ পবিত্র করুন।

(প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

—*—

অম্বিকা—রুক্মিণীদেবীর মন্দির।

(দলু, লক্ষ্মী, সূর্য্যসেন ও চন্দ্রসেন)

দলু।—লক্ষ্মী! মাতো পায়ে ফুল নিলে না?

লক্ষ্মী।—তা'হলে কি কর্‌লুম সরদার? জেদ করে সন্তান ধরে রাখলেম—কি কর্‌লুম সর্দ্দার? শেষকালে স্বামী পুত্রকে কি বিপদগ্রস্ত কর্‌লুম?

দলু।—আমার ওপর দিয়ে যদি বিপদ আপদ চলে যায় তাহলে আর আমাদের পায় কে লক্ষ্মী! মৃত্যু! আমাদের প্রাণ দিয়ে যদি মনিবের মান বজায় রাখতে পারি, সর্ব্বস্ব

মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে যদি চন্দ্র, সূর্য্যের, প্রাণ পাই তাহলে আমাদের তুল্য ভাগ্যবান কে ? নিচ ডোমের অপবিত্র মাথা যদি মায়ের পূজায় লাগে, তাহ'লে মা রক্ষিণী আমার যেখানে যে আছে সবার মাথা নিয়ে ভাই দুটীকে বাঁচিয়ে রাখ! সাবধান লক্ষ্মী! একবার যা বলেছিল আর যেন সে কথা ফিরিয়ে নিস্‌নি, রাজা তাহ'লে মনে কর্‌বে যে এত দিন পরে দলুর ভেতরে ভয় প্রবেশ করেছে। লক্ষ্মী! তাহলে জীবন মরণে প্রভেদ থাক্‌বে না, ছেলে ধরে আছিস্‌ ধরে থাক্‌, চন্দ্র, সূর্য্যের অদর্শনে আর মৃত্যুতে কত প্রভেদ, লক্ষ্মী! ছেলে দুটিকে বুকে পুরে ধরে রাখ—ঐ রাজা আসছে

(নয়ন সেন মণিরাম ও রঞ্জা)

মণি।—সরদার! বৃদ্ধ রাজা মরণ কালে তোমাদের ও দেখতে চেয়েছেন।

দলু।—কি বলব হুজুর, যতদিন বেঁচে থাক্‌বো ততদিন আর অম্বিকার বাইরে পা দেব না প্রতিজ্ঞা করেছি, আবার সত্যভঙ্গ করে নরকে যাব, বিড়াল কুকুর হয়ে ফিরে আসবো ?

লক্ষ্মী।—রাজাকে আমরা নারায়ণ বলেই জানি তাঁর শ্রীচরণে যদি আমাদের ভক্তি থাকে তাহ'লে এখানে থেকেই তাঁর চরণ দর্শন কর্‌বো।

মণি।—মহারাজ! তাহ'লে আর বিলম্ব কর্‌বেন না?

রঞ্জা।—মা তুমিই এদুটি বালককে মায়ের স্নেহে প্রতিপালন করে আসছো, আমি শুদ্ধ গর্ভে ধারণ করেছি, প্রকৃত পক্ষে তুমিই এ দুটী সন্তানের জননী, সুতরাং অধিক আর কি বলব, তোমারই এই পুত্র দুটীকে তোমারই মমতার কোলে

বসিয়ে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে এ স্থান ত্যাগ করি। মা রঙ্কিনী তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

নয়ন।—দলু! সুখে দুঃখে আমার জীবন-পথের চির সহচর তোমাকে আর আমি কি বলব, তোমারই সহায়তায়, তোমারই প্রভুপরায়ণতায় আমার অম্বিকার ধনধান্যপূর্ণ রত্নকাঞ্চনময়ী সুপ্রতিষ্ঠিতা নগরী। তোমারই পুণ্যে মৃত্যুর করাল গ্রাস হতে ফিরে এসেছি, এই দুটী অমূল্য রত্ন লাভ করেছি! এ দুটী সামগ্রীতে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তোমারই সম্পূর্ণ অধিকার, এ অধিকার হতে আমি মনে মনে ও তোমাকে বঞ্চিত করতে সাহস করি না। আমার প্রাণের সমস্ত আশীর্ব্বাদের সঙ্গে তোমার এই দুটী ভাইকে তোমার হাতে সমর্পণ করলুম। তুমি বলাইয়ের সঙ্গে চন্দ্র সেন আর সূর্য্য সেনকে তোমার ধর্ম্মের সংসারে প্রতিষ্ঠা কর।

(নয়ন সেন, মণিরাম রঞ্জাবতীর প্রস্থান)

লক্ষ্মী।—অভয়ে! ভার দিলি, সঙ্গে সঙ্গে অভয় দে, ভয় দেখাস্ নি মা ভয় দেখাস্ নি!

লক্ষ্মী।— গীত।

বসনে ঢাক মা অঙ্গ।
দেখে কাঁপে কায়া, কেন মা অভয়া
কর তনয়ার সনে রঙ্গ॥
নীল কমল দল, শ্রীমুখ মণ্ডল।
ঢল ঢল মৃদু হাসি সঙ্গ।
এবে কার সনে রণে মা, নীরদবরণী শ্যামা,
ত্রিনয়নে কুটীল ভ্রভঙ্গ॥

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম—দৃশ্য।

শিবির সম্মুখ।

(দেওয়ান, মহীপাল ও মহাপাত্র)

দেও।—মহারাজ! আমার প্রভু, আপনার একজন সামন্ত রাজা। তিনি আপনার কোপদৃষ্টি সহ্য কর্‌তেও অসমর্থ। তাঁর নাশে এরূপ সংহার মূর্ত্তি ধারণ বঙ্গের সম্রাটের যোগ্য কার্য্য নয়। তিনি আপনার ক্ষমার পাত্র। মহারাজ! দয়া করে এ প্রচণ্ড ক্রোধ সংহার করুন।

মহা।—ক্রোধ সংহার! কিসের ক্রোধ! অধীন রাজার অপরাধের শাস্তিদান কোন রাজনীতিতে ক্রোধের কার্য্য বলে না। যে অহঙ্কৃত নরাধম তার প্রভুর অপমান কর্‌তে সাহস করে, পঙ্গু হয়ে 'গিরিলঙ্ঘনের ধৃষ্টতা দেখায়, তার মূর্খতার শিক্ষা দেওয়াই রাজধর্ম্ম।

দেও।—আমার প্রভু অহঙ্কৃত ও ন'ন, ধৃষ্টও ন'ন। তিনি জ্ঞান বৃদ্ধ, আতিথেয়, ধর্ম্মাত্মা, বঙ্গের সম্রাটের উপর ভক্তিমান। আপনি বঙ্গেশ্বরের প্রধান মন্ত্রী, অন্তর্দ্দর্শন পটু। কোন একটা আকস্মিক ঘটনার জন্য তাঁর উপর দোষারোপ করা কি আপনার কর্ত্তব্য।

মহা।—তোমার উপদেশ শোনবার জন্য, আমারা রাজধানী ছেড়ে, এই বানরের দেশে এসে উপস্থিত হই নি, আর তোমার ন্যায় খোঁড়া বৃহস্পতির উপদেশ-সুধা পান করাতে এই লক্ষ সৈন্যকে এখানে নিমন্ত্রণ করে আনিনি। এসেছি অপরাধীর দণ্ড দিতে।

মহী।—অপরাধীর শাস্তি না দিলে, আমি প্রভুত্ব রক্ষা ক'র্‌ব কেমন ক'রে।

মহা।—পূর্ব্ব মহারাজের দয়ার জন্যই ত এই সব নরাধমদের ঔদ্ধত্য বেড়ে গেছে।

মহী।—আমার সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহের সম্বন্ধ, আমি চলেছি বিবাহ কর্‌তে—

মহা।—রূপ গুণ যৌবন, অনন্ত শক্তি—রঞ্জাবতী সুন্দরী অভিলাষিনী হয়ে মালা হাতে ক'রে অবস্থান ক'র্‌ছে—এমন সময়ে, আমার এমন প্রভুর অধিকার অমান্য ক'রে,—নরাধম চোর ভণ্ড বুড়ো জালিয়াত ছলনা করে বঙ্গের সেই ভাবী রাজ্যেশ্বরীকেই অপহরণ কর্‌লে! বাগ্‌দত্তা কন্যা, বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে তার কি প্রভেদ!

মহী।—সে ত এক রূপ রাজান্তঃপুরকেই কলঙ্কিত করেছে।

মহা।—সে নরাধম বৃদ্ধ যোগী সেজে রাবণের মত সীতা হরণ করেছে। তার ফল পাবে না, রাক্ষস কুল নির্ম্মূল হবে না। আমাদের এক লক্ষ সৈন্য এত দূর এসে অমনি অমনি ঘরে ফিরে যাবে!

মহী।—শক্তি আছে, আমি সে অপমান সহ্য ক'র্‌ব কেন?

মহা।—বার বৎসর কোন শাস্তি দিইনি, এই তার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ।

দেও।—পূর্ব্ব থেকে অবগত হলে, তিনি কখনও সেরূপ কার্য্য করতেন না।

মহা।—অতিবিজ্ঞ বৃদ্ধ! প্রভুর পক্ষ সমর্থন করতে এসেছ। কিন্তু কথায় মূর্খতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছ। বলি না জেনে তোমার প্রভু গৌড়ের রাণীকেই না হয় অপহরণ করেছেন। বিষ্ণুপুরের বাগ্দীরাজার সুমুখে গৌড়েশ্বরের মহাপাত্রের যে অপমান, সেটাও কি তোমার প্রভু অন্যমনস্কে না জেনে করে ফেলেছেন?

মহী।—মহাপাত্রের অপমান, সে ত আমারই অপমান?

দেও।—মহাপাত্র ত আমার প্রভুর হাত পা বেঁধে তাকে জলে ফেলে দিয়েছিলেন।

মহা।—বস্, তাহ'লে তুমি বল্তে চাও, তোমার প্রভু যখন আমার ঘরে চুরি ক'র্তে আস্বেন, তখন আমি জিনিষ পত্র গুলো তাঁর হাতের কাছে এগিয়ে দেব; যখন আমাকে হত্যা করতে আস্বেন, তখন আমি আস্তে আজ্ঞা হয় বলে গলাটা বাড়িয়ে দেব। আমার স্ত্রীটীকে যখন বার করে নিয়ে যেতে ইচ্ছা ক'র্বেন, আমিও অমনি তাড়াতাড়ি সিন্দুক খুলে এক থালা মোহর না বার ক'রে, এক হাতে স্ত্রী, আর হাতে দক্ষিণে দিয়ে তাঁকে গলবস্ত্রে প্রণাম করব। মহারাজ! সুন্দর যুক্তি! বড় অন্যায় কার্য্য করেছি! তোমার প্রভুকে সেই সময়ে থোড় কুচি না ক'রে, ভদ্রলোকের মতন হাত পা বেঁধে আস্তে আস্তে জলে ফেলে দিয়েছি।

মহী।—তার উচিত ছিল সেই সময়ে নীরবে জলের ভেতরে ঢুকে যাওয়া।

মহা।—এই—বলুন ত মহারাজ।

মহী।—তাহ'লে বুঝতুম, সে রাজভক্ত—তাহ'লে তাকে ক্ষমা করতে পারতুম!

মহা।—এই—তাহ'লে সে নরাধমের ওপর ক্ষমার একটা কারণ থাকতো।

দেও।—(স্বগত) দেখছি এ নরাধমদের কাছে, শান্তির কিছুমাত্র প্রত্যাশা নেই। (প্রকাশ্যে) বুঝেছি—এখন তাহ'লে আমাদের কি করতে আদেশ করেন।

মহী।—আগে তোমার প্রভুকে দাঁতে তৃণ ক'রে রঙ্গাবতীকে এইখানে নিয়ে আস্তে বল।

মহা।—তারপর যে দু'বেটা ডোম আমার অপমান করেছে, তাদের মুণ্ড কেটে এইখানে পাঠিয়ে দাও।

মহী।—সেই সঙ্গে লক্ষ্মী বলে নাকি একটা ডুমুনী আছে, সেটা নাকি সুন্দরী, সেটাকে পাঠিয়ে দাও। আর মান্দারণের রাজার ছেলে তোমাদের ঘরে আবদ্ধ আছে। সে সামন্ত রাজা। তোমরা তাকে ধরে রাখবার কে? তাকে পাঠিয়ে দাও।

দেও। যুদ্ধ ক'রেই বা এর চেয়ে বেশী কি প্রত্যাশা করেন মহারাজ?

মহা।—বেশী প্রত্যাশার কি দরকার! আমাদের এই পেলেই হ'ল।

দেও।—এই যদি রাজাকে দিতে হয়, রাজা অমনি দেবেন কেন?

মহা।—কে দিতে বল্‌ছে! আমরা ভিক্ষে নিতে আসিনি।

দেও।—তাহ’লে আর মীমাংসা হ’ল না। দোহাই মহারাজ! তিন দিন বিলম্ব করুন। রাজা বিষ্ণুপুরে গমন ক’রেছেন, তাঁদের ফিরে আসার অপেক্ষা করুন।

মহা।—ও! কৌশল—কৌশল!

মহী।—কৌশল!

মহা।—বিষ্ণুপুর থেকে সৈন্য সাহায্য এনে আমাদের সঙ্গে লড়াই দেবে!

মহী।—বটে! তুমি বৃদ্ধ ভারী চতুর!

মহা।—মহারাজ! ওর সঙ্গে কথা কয়ে সময় নষ্ট করবেন না। এখনি সব সৈন্যকে প্রস্তুত হ’তে আদেশ করুন। তারা এখনি অম্বিকা অভিমুখে যাত্রা করুক। যাও, যাও বৃদ্ধ তোমাদের যে যেখানে শূরবীর আছে সবাইকে প্রস্তুত হ’তে বলগে। আমরা তোমাদের মুণ্ডপাত না ক’রে ঘরে ফির্‌ছি না।

(দেওয়ানের প্রস্থান)

মহী।—নয়ন সেন বিষ্ণুপুরে পালালো, তাকে ধর্‌বার এমন সুযোগটা ছেড়ে দিলে!

মহা।—অনুষ্ঠানের কিছুই ত্রুটী করিনি মহারাজ! ধর্‌বার সমস্ত আয়োজন করে ছিলুম, কিন্তু গৌড় থেকে আস্‌তে আস্‌তে বুড়ো হাত ফস্‌কে স’রে গেছে। তা যাক্—বুড়োকে গ্রেপ্তার কর্‌তে আর ক’দিন! অম্বিকার পাঠ উঠিয়েই, বিষ্ণুপুরে সদল বলে হানা দিচ্ছি। একেবারে জালগুটিয়ে যেখানকার যা সব টেনে আন্‌ছি।

মহী।—শিগ্‌গির আনো, আমার দেরি স’ইছে না।

মহী।—এসেছে, আপনি জেনে রাখুন না।

মহী।—আর দেখ, মান্দারণের রাজপুত্রকে মেরে ফেল্‌তে হুকুম দিয়োনা।

মহা।--কেন মহারাজ! শত্রুর জড় রেখে দরকার কি! থাক্‌লে ভবিষ্যতে সে আপনার ছেলে পুলেদের সুখের পথে কণ্টক হয়ে দাঁড়াবে।

মহী।—না, না মহাপাত্র! সে আমাদের ত কোন অনিষ্ট করেনি। তার ওপর আজ ঘুমুতে স্বপ্ন দেখেছি, এক সন্ন্যাসী এসে বল্‌ছে, যদি মান্দারণের ছেলের গায়ে হাত দাও, তাহ'লে তোমাকে সপুরী এক গড় ক'র্‌বো। অন্য সবাইকে তুমি মেরে ফেল তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই।

মহা।--বেশ, আপনি যখন হুকুম করেছেন, তখন তাই হবে।

মহী।--বেশ।

(মহীপালের প্রস্থান)

(নিধি সর্দ্দারের প্রবেশ)

মহা।--বলি বেটা, ছেলে দু'টোকে যে এনে দিবি বল্‌লি, তার কি কর্‌লি!

নিধি।--শুধু ছেলে কেন হুজুর! যদি সহরটাকে আপনার হাতে না দিতে পারি, তাহ'লে আমাকে একটু একটু ক'রে কেটে মেরে ফেল্‌বেন।

মহা।—বেশ, তাহ'লে সহরটাই তোকে বক্‌সিস্ দেব। আর দেখ, মান্দারণের রাজপুত্রটাকে জ্যান্ত আন্‌বি। রঞ্জাবতীর ছেলেটাকে মেরে ফেল্‌বি।

নিধি।—যো হুকুম। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

দুর্গ প্রাঙ্গন।

(দেওয়ান, দলু ও সৈন্যগণ)

দেও।—বার বৎসরের পর আবার ভগবানের সংহার-লীলার পুনরভিনয়। দলু! আবার সেই কালরাত্রি সমস্ত বিভীষিকা নিয়ে আমার চোখের ওপর জেগে উঠছে।

দলু।—তারপর এখন কি কর্ত্তব্য উপদেশ দিন।

দেও।—তুমি ধর্ম্মপরায়ণ বীর, তোমাকে আর আমি কি উপদেশ দেবো। তোমার হিতাহিত জ্ঞান যা করতে পরামর্শ দেবে তাই করবে।

দলু।—আর দু'টী সন্তান?

দেও।—দু'টী সন্তান? কি বলব বাপ্! একটী রাজার বংশধর। মরুভূমির উত্তপ্ত অসীম বালুকা-প্রান্তর মধ্যে বিধাতা রোপিত চিরছায়াময় বটবৃক্ষ। আর একটী! দলু স্মরণেও প্রাণ কেঁদে ওঠে! চারটী অমূল্যরত্নের বিনিময়ে তাকে লাভ করেছি। জিঘাংসু শত্রুর অস্ত্র প্রহার হ'তে, তার স্নেহময়ী জননী, শুধু কোমল বুকের আবরণে রক্ষা করেছে। তার পর আমাদের রাজার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে স্বামীর চিতা-শয্যায় শয়ন করেছে। কোথায় তাদের রক্ষা করবে! যদি অম্বিকার সব যায়, তখন তাদের লুকিয়ে রাখবে কে? কে সাহস ক'রে তাদের আশ্রয় দেয়—স্থান কোথায়? ধর্ম্ম—ধর্ম্ম—ধর্ম্ম ভিন্ন

তাদের প্রাণ রক্ষা করতে কেউ নেই। দলু! ধর্ম্মের আশ্রয়ে তাদের রক্ষা কর!

দলু।—যো হুকুম (দেওয়ানের প্রস্থান) ভাই সব! ধর্ম্ম—ধর্ম্ম রক্ষা কর। অম্বিকানগরের রাজার কৃপাতেই আমরা মানুষ বলে গণ্য হয়েছি যেমন ক'রে পার, সেই আশ্রয়দাতার মর্য্যাদা রক্ষা কর।

১ম সৈ।—দেবতার দোরে জান উচ্ছুগগু করে চলে এসেছি স্ত্রীপুত্রের কাছে জন্মের মত বিদায় নিয়েছি, আর কি করব হুকুম কর সর্দার।

দলু।—এ যুদ্ধে জয় লাভ করা বড়ই কঠিন। তবে যদিই দেবতার ইচ্ছায় আমাদের হারতে হয়, ত সহজে যেন আমরা শত্রুকে সাধের অম্বিকায় প্রবেশ করতে না দিই।

১ম সৈ।—বেশ প্রথমে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করবো। অস্ত্র গেলে ঘর ভেঙ্গে ইট সংগ্রহ ক'রে, তাই দিয়ে নগর রক্ষা করবো। যখন তাও ফুরুবে, তখন দাঁতের সাহায্যেও যদি শত্রু নিপাত করতে হয়, আমরা তাও করতে প্রস্তুত আছি।

দলু।—তার পর স্ত্রীপুত্রের প্রাণ। যখন সমস্ত যাবে, অম্বিকা শ্মশান হবে, তখন? নারায়ণ! তখন ভাই দুটীকে তোমার শান্তিময় কোলে স্থান দিও। যাও ভাই সকলে প্রাণ-পণে ফটক রক্ষা করগে।

২য় সৈ।—যো হুকুম!

দলু।—আর দেখ, যুদ্ধে এতটুকুও অধর্ম্মাচরণ করো না। পলায়িত শত্রুর পিঠে অস্ত্র মেরো না, আশ্রয়প্রার্থী শত্রু হ'লেও তাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয়ো না। আর সত্যপথ থেকে কদাচ বিচলিত হয়ো না।

১ম সৈ।—যো হুকুম।

(সৈন্যগণের প্রস্থান)

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

দলু।—লক্ষ্মী! কি ঘোর অন্ধকার।

লক্ষ্মী।—আষাড়ে অমাবস্যার রাত্রি—এইরূপ অন্ধকার চিরদিনই হয়।

দলু।—এখনও কোথায় রাত্রি। সমস্ত দিনের মধ্যে একটী বার মাত্র মুখ দেখিয়ে এই মাত্র সূর্য্য অস্ত গেল। সমস্ত রাত্রিই এখনো আমাদের সামনে পড়ে আছে। প্রারম্ভেই এই অন্ধকার। এমন অন্ধকার আমার স্মরণে আসে না।

লক্ষ্মী।—আসল কথা দৃষ্টি প'ড়ে আছে সেই দু'টী বালকের উপর। কাজেই অন্যদিকে ভাল রকম দেখতে পাচ্ছিস্ না।

দলু।—একটী একটী করে চারিদিক থেকে কাল মেঘ এসে অম্বিকাকে আচ্ছন্ন করছে। মেঘের উপর মেঘ, তার উপর মেঘ—গ্রহতারা গুলো অম্বিকার উপর কৃপাদৃষ্টি দেবার জন্য যতই আগ্রহ করছে, ততই যেন কোথা থেকে আচ্ছাদনের উপর আচ্ছাদন তাদের মুখ ঢেকে ফেলছে। লক্ষ্মী প্রাতঃসূর্য্যোদয় দেখবার আমার এত আকিঞ্চন হচ্ছে কেন?

লক্ষ্মী।—একি সরদার! তুই কোথা আমাকে এ বিপৎকালে উৎসাহ দিবি, তা, না করে, তোর বলে যার বল, তার মুখের পানে চাইছিস্ কেন?

দলু।—জীবনের ভয়ত করি না লক্ষ্মী! যে ভার কাঁধে নিয়ে বসে আছি, তাতে হাত পা আমার বাঁধা পড়েছে।

লক্ষ্মী।—যা বলেছিস্ সরদার. বিষম ভার। রাজা রাণী ফিরলে, আবার তাদের ধন তাদের হাতে দিতে পারি।

দলু।—আবার তাদের ধন তাদের দিতে পারি। লক্ষ্মী! অনিচ্ছায় বড় অনিচ্ছায় শুধু তোর আগ্রহে রাজা আমার হাতে ছেলে সমর্পণ করেছে।

লক্ষ্মী।—তারা জানে ও দু'টী আমাদেরই ধন। তা'রা শুধু দেখে বইত নয়, ভোগ করি আমরা সর্দার প্রাণ দিয়ে, পুত্র দিয়ে তোরে দিয়েও কি তাদের রক্ষা করতে পারব না?

দলু।—তাই বল্ লক্ষ্মী! নিরাশায় আশা পাই, অন্ধকারে আলোকের মুখ দেখি। খুব সাবধানে তুই ছেলে দু'টীকে রক্ষা কর্।

লক্ষ্মী।—নারায়ণ সহায় না হ'লে, মানুষে নিজে কতক্ষণ সাবধান হ'তে পারে।

দলু।—ভাই সব আমার এগিয়ে গেছে। আমিও চললুম। যদি কোনও বিভীষিকা দেখিস্ ত তখনি খবর দিস্।

লক্ষ্মী।—সারা রাত্রি সজাগ থাক, আর ভগবানকে ডাক্ ভয় কি!

(লক্ষ্মীর প্রস্থান)

(বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা।—বাবা! একজন লোক মহাপাত্রের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য, তোর আশ্রয় নিতে এসেছে।

দলু।—গড়ের ভেতরে সে এলো কেমন ক'রে?

বলা।—গড়ের বাইরে ক্ষত বিক্ষত দেহে পড়ে সে ব্যক্তি

আশ্রয় ভিক্ষা করছিল। তুমি বলেছ যে আশ্রয় চায়, সে শত্রু হ'লেও তাকে আশ্রয় দেবে।

দলু।—কই সে?

বলা।—ওরে এদিকে আয়।

(নিধিরামের প্রবেশ)

দলু।—কে তুমি?

নিধি।—য়্যাঁ আমি—সরদার আমাকে আশ্রয় দাও। মহা-পাত্র আমাকে মেরে, গালে চূণ কালী দিয়ে, মাথায় ঘোল ঢেলে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই দেখ সর্ব্বাঙ্গে প্রহারের দাগ। সরদার শুধু আমার প্রাণটী যেতে বাকী।

দলু—কি অপধাধে তোমাকে শাস্তি দিলে?

নিধি।—অপরাধ! কি বলব সর্‌দার। তুমি কি বিশ্বাস করবে? আমি বিদেশী—আমার কথায় কি তোমার প্রত্যয় হবে।

দলু।—বল।

নিধি।—তোমরা ধার্ম্মিক, তোমাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে দেখে, আমি বলে ফেলেছিলুম, ধর্ম্ম এ অত্যাচার কখন সহ্য করবে না। এই অপরাধ। এই দেখ আমার কি দুর্দ্দশা করেছে।

দলু।--আচ্ছা।

নিধি।—বিদেশী, জায়গা চিনি না; লোক চিনি না, অন্ধ-কারে নিরুপায়ে তোমার আশ্রয়ে এসেছি। তুমি যদি আমাকে মেরেও ফেল, তাহ'লেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

দলু।—বলাই। এই নিরাশ্রয়কে স্থান দে।

(সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য।—সরদার শীঘ্র চলে এস। শত্রু এসে গড় ঘেরেছে।

নিধি।—ওই এল সরদার ওই আমাকে ধরতে এল।

(সৈন্য ও দলুর প্রস্থান)

বলা।—আয় আমার সঙ্গে আয়।

নিধি।—চল বাবা, স্থান দেবে চল—বস্ ঢুকে পড়েছি আর আমায় পায় কে। চোকে দেখছি অম্বিকা শ্মশান—সেই শ্মশানে রাশ রাশ মুণ্ডুর ওপর নিধিরামের সিংহাসন।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

বিষ্ণুপুর—মদনমোহনের নাটমন্দির।

(বীরমল্ল পদ্মাবতী)

বীর।—এখনও তারা এলোনা পদ্মাবতী!

পদ্মা।—আর তারা আসবে কেন মহারাজ! আপনি শ্মশান ভূমে বাগানের প্রতিষ্ঠা করেছেন। নির্ব্বংশ হয়ে যখন রাজা নয়ন সেন ভিখারীর বেশে সংসার ত্যাগ করে ছুটেছিল, তখন আপনি কন্যাস্নেহেপালিতা সোণার প্রতিমা রঞ্জাবতীকে তাকে ভিক্ষা দিয়েছেন। আপনার আশীর্ব্বাদেই আবার তাঁর বংশের প্রতিষ্ঠা। আপনি এত অশক্ত—মৃত্যুশয্যায়—সে ব্যক্তি আর কি প্রত্যাশায় আসবে মহারাজ!

বীর।—না রাণী! ও কথা মুখেও এনোনা—রাজা নয়ন সেনকে অকৃতজ্ঞ মনে ক'রনা। তা হলে মরেও সুখ পাব না।

পদ্মা।—আর না ব'লে কি বল্ব? এত করে তাদের আসতে বললেন; তবু তারা কেউ এলোনা! একবার দেখার সুখ, তাতেও কিনা তারা বঞ্চিত করলে!

বীর।—সম্মুখে যিনি বংশীধর পরমা প্রকৃতিকে নিয়ে লীলা করেছেন, তাঁকে দেখ—সকল প্রিয় সামগ্রী দেখবার সাধ মিটে যাবে।

(নয়ন সেন, রঙ্গাবতী ও মনিরামের প্রবেশ)

নয়ন।—মহারাজ! মহারাজ!

পদ্মা।—একি! একি তোমার দয়া মদনমোহন!

বীর।—দেখ রাণী, মদনমোহনের লীলা দেখ।

পদ্মা।—আমি এই মাত্র তোমার যে নিন্দা করছিলুম মহারাজ!

রঙ্গা।—এ আপনাকে কি দেখলুম মহারাজ!

বীর।—আমাকে দেখবার আর প্রয়োজন নেই। আমি সংসার ভোগে পরিতৃপ্ত। শ্রীমদনমোহনের শ্রীচরণের এক প্রান্তে একটু স্থানের ভিখারী হয়ে, এই স্থানে হত্যা মেরে পড়ে আছি। তোমার দু'টি সন্তান কই? তাদের একটীকে আমি বিষ্ণুপুর দান করে নিশ্চিন্ত হই। মণিরাম তার অভিভাবক হয়ে রাজ্য শাসন করবে—কই চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে! ছেলে কই?

পদ্মা।—তাইত মহারাজ! ছেলে কই?

মণি।—ছেলে! রাজা তাদের কালের মুখে সমর্পণ করে এসেছে।

বীর।—সেকি!

পদ্মা।—মহারাজ! উঠবেন না, উঠবেন না। সে কি মণিরাম! একি বল্‌ছ!

বীর।—চুপ করে থেকোনা—কি বল।

নয়ন।—কি বলব মহারাজ! অকৃতজ্ঞ নরাধম আমি দু'দিন পূর্ব্বে আসতে পারিনি। তার জন্য আমাকে তিরস্কার করুন।

বীর।—সে পরে কর্‌বো। সে তিরস্কারের ঢের সময় আছে, এখন ছেলে কোথায় রেখে এলে?

নয়ন।—যে দেবতা আপনার সম্মুখে আপনি যার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ হয়ে আমাকে সংসারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই মদনমোহনকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার সন্তান কোথায় আমি বল্‌তে পারবো না।

রঙ্গা।—সন্তান কোথায়! উনি ভিন্ন আর কেউ এখন বল্‌তে পারে না।

পদ্মা।—তবে কি ছেলে নেই।

রঙ্গা।—থাকে যদি উনি রক্ষা করেছেন, যায় যদি উনি নিয়েছেন।

বীর।—এসব পাগলের মত বকে সময় নষ্ট করে, আমার মৃত্যুর পথ পরিস্কার করছ কেন?

মণি।—মহারাজ, লক্ষ সৈন্য নিয়ে গৌড়েশ্বর ওঁর রাজ্য আক্রমণ করতে চলেছে। উনি সে সংবাদ শুনেও পুত্র পরিত্যাগ ক'রে আপনাকে দেখতে এসেছেন।

পদ্মা।—হ্যাঁ! একি করলে মহারাজ।

বীর।—এখন এ কথা কেন রাণী। দেখতে এলো না ব'লে

এই যে একটু আগে তোমার ভগিনী ও ভগিনীপতির উপর অভিমান করছিলে। তার পর এখন কি কর্ত্তব্য ?

নয়ন।—মহারাজ অনুমতি করুন। এতক্ষণ বোধ হয় অম্বিকা সৈন্য-সাগর হয়েছে। ক্ষুদ্র তরী বুঝি এতক্ষণ সেই প্রলয়তরঙ্গে ডুবে গেল।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি।—বুঝি কেন ঠিক গেল। তুফানের ওপর তুফান—রাজার তুফান, পাত্রের তুফান, ঢালীর তুফান, বন্দুকীর তুফান, —শেষ হাতী ঘোড়ার তুফান—এতক্ষণ বুঝি ভুস্ করে বুড়ে গেল। ক্ষুদ্র তরণীর মাঝী ভাল তাই এতক্ষণ যুঝছে। কিন্তু আর রাখতে পারে না, তরীর তলা চিড় খেয়েছে।

নয়ন।—সে কি রকম ?

সৃ।—তরীর তলায় রাঘব বোয়াল দাঁত বসিয়েছে। একটা চোর নিঃশব্দে পুরী প্রবেশ করেছে। আপনার রত্নের ঘরে সিঁদ দিচ্ছে—বংশ বুঝি আর রইল না।

নয়ন।—মহারাজ ভৃত্যকে অনুমতি করুন।

বীর।—রাণী! রত্নের ভাণ্ডার খুলে দাও, মণিরাম তাই নিয়ে তুমি এই মুহূর্ত্তে সৈন্য সংগ্রহ কর। যাও, রাজাকে সঙ্গে নিয়ে এখনি যাও। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হ'লে, আয়োজন বৃথা হবে।

(বীরমল্ল ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

বীর।—কি করি! আমি এখন কি করি! মদনমোহন! আমিত তোমার কাছে কখন কিছু চাইনি। তুমি যে, যা

দেবার আপনিই দিয়েছো। নিজে দুই বগলে দল-মাদল ধরে আমার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছ। আমি প্রভাতে নিদ্রোত্থিত হয়ে দেখি যে, আমি শত্রু-বিজয়ী। তবে এ বৃদ্ধ বয়সে আবার কামনা জেগে ওঠে কেন?

(ধর্ম্মানন্দের প্রবেশ)

ধর্ম্ম।—জাগবে না! এখন যে তুমি নিষ্কর্ম্মা। যে নিজে কিছু করতে পারে না—অলস—সেই কেবল দেহি দেহি করে।

বীর।—আপনি কে প্রভু!

ধর্ম্ম।—আমি ভিখারী। তোমার মদনমোহন দর্শন করতে এসেছিলুম। কিন্তু এসে আমি বিপন্ন। ঠাকুরের দুর্দ্দশা দেখে আমি চোখের জল রাখতে পারছি না।

বীর।—সে কি ঠাকুর।

ধর্ম্ম।—আজন্ম বীরধর্ম্মা, যুদ্ধব্যবসায়ী তুমি; এখন ধর্ম্ম ছেড়ে মৃত্যুপ্রতীক্ষায় ঠাকুরের শ্রীচরণ চেপে পড়ে আছ। তোমার কর্কশ দেহের সংঘর্ষে ঠাকুরের কোমল চরণ ক্ষতবিক্ষত। ঠাকুরের মুখে যাতনার রেখা—শ্রীরাধা মলিনমুখী। মহারাজ ভিক্ষুকের উপর লোকে ধর্ম্মভয়ে দয়া করে, সে দয়া স্বতঃপ্রবৃত্তা নয়। এখানে প'ড়ে প'ড়ে ভিখারীর মত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছ, কিন্তু ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়ে মৃত্যুকে হা'তে ধরে জোর করে টেনে আনলেত এত বিলম্ব হত না।

বীর।—ঠিক বলেছ দেবতা! লাঠীর সাহায্যে এখনও আমি উঠ্‌তে সমর্থ—ঠীক বলেছ দেবতা! দল-মাদল তোলবার শক্তির কণাও আর আমাতে নেই। কিন্তু তাতে কি! এখন ও ত আমার দেহনির্ভর যষ্টি আছে! ঠীক বলেছ দেবতা।

ধর্ম্ম।—আজন্ম বীরধর্ম্মা তুমি। স্বধর্ম্মে তোমার মৃত্যুও ভাল। জ্ঞানী হয়ে বৃদ্ধ বয়সে ভয়াবহ পরধর্ম্ম অবলম্বন করেছ কেন? আমি ভিখারী এস মহারাজ! তোমার তীর্থ-মৃত্যু ভিক্ষা করি।

বীর।—এই ত তীর্থ দেবতা?

ধর্ম্ম।—ঠাকুরের চরণ (হাস্য) দেখবে এস, তোমার চেয়ে কত বলবান কতদিক থেকে ওই শ্রীপাদ-পদ্ম নিয়ে টানাটানি করছে। ভিক্ষুক আর্য্যসন্তানের টানাটানিতে ঠাকুর হস্তপদ-বিহীন জগন্নাথ হয়ে পড়েছেন, তুমিও যদি টানো তাহলে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া ভিন্ন তাঁর আর উপায় নাই। ওঠ, জাগো, স্বধর্ম্ম পালন কর। ভিখারীর জন্যে ভিক্ষা রেখে দাও বঙ্গের সে দুঃসময় আসতে বিলম্ব নেই বীরবর! তুমি সে হতভাগ্যদের পথ প্রদর্শক হ'য়ো না।

(ধর্ম্মানন্দের প্রস্থান)

বীর।—হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে—সর্ব্বশরীর টল্‌ছে, আমি ধর্ম্মপালন করব? বেশ বেশ মদনমোহন। সমস্তই তোমারই ইচ্ছা। অচল-মূর্ত্তি ধারণ করে দল-মাদল আমার গড়ের দেউড়ী জুড়ে বসে আছে। গিরিধারি! তাদের স্থান-চ্যুত করতে তুমি ভিন্ন আমার আর কেউ নেই। আমি পাস দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে যাব, তারা হাসবে। হাসুক—সমস্ত তোমারই ইচ্ছা!

(রাখালবেশী বালকের প্রবেশ)

বালক।—কি রাজা কাঁপচো যে! কোথায় যাবে?

বীর।—য়্যাঁ—কে তুমি? রাখালরাজ! কোথা থেকে?

রাখাল।—বন থেকে।

বীর।—বন থেকে বেরুলে টিয়ে, সোণার টোপর মাথায় দিয়ে। তাহ'লে দেখছি তুমি আনারস।

রাখাল।—যা বল।

বীর।—কি মনে ক'রে?

রাখাল।—তুমি উঠলে কি মনে ক'রে?

বীর।—আমি যুদ্ধে যাব বলে উঠেছি।

রাখাল।—আমি তোমার সঙ্গে যাব বলে উঠেছি।

বীর।—তুমি যে বালক!

রাখাল।—তুমি যে বুড়।

বীর।—বেশ, আমার লাঠী ধরতে পারবে?

রাখাল।—দাও।

বীর।—বেশ, আমার দল-মাদল তুলতে পার্‌বে?

রাখাল।—চল না দেখি।

বীর।—রাখালরাজ! এ বৃদ্ধ গরুটীকে তাহ'লে তুমিই চালিয়ে নাও।

(উভয়ের প্রস্থান)

(পদ্মাবতী রঞ্জাবতী ও নয়ন সেনের প্রবেশ)

পদ্মা।—মহারাজ! মহারাজ! কই মহারাজ!

নয়ন।—মদনমোহন—তাহ'লে এই স্থান থেকেই তোমাকে প্রণাম করি। দয়া কর প্রভু! আবার যেন আমার বংশলোপ না হয়।

রঞ্জা। -দোহাই দেবতা! দুটী ছেলেকে তোমার (মণি-রামের প্রবেশ) পায়ের তলায় রেখে এসেছি।

মণি।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! মহারাজ দেখবেন আসুন! মরণোন্মুখ রাজা ঐশ্বরিক শক্তি বলে দল-মাদল সঙ্গে নিয়ে রণক্ষেত্রে চলেছেন। বালকের উৎসাহ, মত্ত মাতঙ্গের শক্তি! দেখবেন আসুন!

চতুর্থ দৃশ্য

—*—

দুর্গ—প্রাঙ্গণ।

(দলু ও লক্ষ্মী)

দলু। -তিন দিন সমভাবে যুদ্ধ করেছি। শত্রুকে আবার কালিনী পার করে এসেছি। গড়ের ভেতরে একটা প্রাণীকেও ঢুক্‌তে দিই নি। অস্ত্রে আমার শরীর ক্ষতবিক্ষত। তাহোক, কিন্তু এই কাল্ যুদ্ধে অম্বিকা বীরশূন্য। আমি আর তোর পুত্র অবশিষ্ট। কিন্তু উভয়েই মৃত প্রায়। তিন দিন তিন রাত জেগে ঘুমের ভারে চোক জড়িয়ে আসছে। বলাই অবসন্নদেহে গড়ের প্রাচীরে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে।

লক্ষ্মী।—তুই ও একটু ঘুমিয়ে নে।

দলু।—তারপর? লক্ষ্মী সেদিন সূর্য্যোদয় দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল, আজ আর ইচ্ছা নেই কেন?

লক্ষ্মী।—শত্রু কি আর ফিরবে মনে করিস্?

দলু।—তা কেমন করে বলবো। তবে তারা আমাদের

ভেতরের অবস্থা কিছু জানে না। তারা জানে আমরা সবাই বেঁচে আছি। লক্ষ্মী! যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা না করে, তাহ'লে অম্বিকার আর কোন ভয় নেই।

লক্ষ্মী।---বেশ, তুই একটু ঘুমোগে।

দলু।--আর তুই?

লক্ষ্মী।—আমি সারারাত অম্বিকায় পাহারা দিই। আর বিধবা গুলো যে যার স্বামীপুত্রের নাম ধ'রে কেঁদে কেঁদে মরবে কেন? যতক্ষণ বেঁচে থাকে তারা মনিবের অম্বিকা রক্ষা করুক।

দলু।—নারায়ণ! অম্বিকা রক্ষা কর! মনিবের আমার বংশ রক্ষা কর।

(উভয়ের প্রস্থান)

(নিধিরামের প্রবেশ)

নিধি—উঃ! কি সজাগ পাহারা! কালী মন্দিরের ভেতরেও তিন দিন চেষ্টা ক'রে প্রবেশ করতে পারলুম না! আজ পেরেছি যুদ্ধ ক'রে সব মরেছে। অম্বিকা ফাঁকা। বাদবাকী যা আছে, তাদের আমিই শেষ করি—যারা আছে, তারা যুদ্ধ জয় ক'রে একটু বিশ্রাম নিতে শুয়েছে। মনে করেছে, শত্রু আর আসবেনা। এমন সুবিধে আর পাব না। কালী পায়ে ফুল রেখেছেন। এ সময় আর আসবে না। রাজার ছেলেকে মারবো মান্দারণের ছেলেটাকে কাঁধে ক'রে নেগে রাজাকে দেব, তারপর সব মারবো। তার পর? আমিই অম্বিকার রাজা। মহাপাত্রকে ফিরতে বলেছি, চার ফটক খুলে রেখেছি। এতক্ষণ তার দল এসে পড়েছে। আর আমাকে পায় কে?

পঞ্চম—দৃশ্য।

—*—

দুর্গ—প্রাচীর।

(লক্ষ্মী, প্রাচীরোপরিনিদ্রিত দলু)

লক্ষ্মী।—এরই মধ্যে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করে কে পূজা করে গেল! নরকপাল, মদ, নৈবিদ্যি পাঁঠার মুড়ী—কে দিলে! কে এসে পূজো করলে। তবে আমাকে লুকিয়ে এমন অসময়ে দেবী পূজো করলে কে? একি কারও দুরভিসন্ধি বুঝতে পারছি না যে! সরদার! সরদার! একবার এক মুহুর্ত্তের জন্য জেগে থাকবি? সরদার! সরদার—তিন দিন তিন রাত্রি সরদার এক লহমার জন্য চোকের পাতা বোজেনি। যুদ্ধ জয় ক'রে রণজয়ী বীর একটু খানি বিশ্রাম নিচ্ছে। কোন প্রাণে ঘুমন্ত স্বামীকে জাগাই। একটী বারের জন্য উঠে বস্‌বি! আমি একবার রাজবাড়ীর কাছটা ঘুরে আসি। আমার মনটায় কেমন সন্দেহ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কোন বিশ্বাসঘাতক অম্বিকায় প্রবেশ করেছে। একবার ওঠ। না, তুল্‌তে প্রাণ চায় না, তবে ঘুমো।

(প্রস্থান)

(নিধিরাম ও চরের প্রবেশ)

চর।—চারটে ফটকই খুলেছিস্‌?

নিধি।—চুপ! লক্ষ্মী বেটী এখনও জেগে। অম্বিকা ঘুমুলো, সংসার ঘুমুলো, তবু বেটী ঘুমুলো না। কি প্রাণ! কি প্রাণ! বেটী তিন দিন তিন রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে।

চোখের পলক নেই। কালী মন্দিরে যাই, দেখি বেটী সেখানে; রাজবাড়ীতে যাই, দেখি বেটী সেখানে; বাগানে, বনে যেখানে যাই দেখি বেটী মূর্ত্তিমতী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চর।—ছেলে দু'টোর সন্ধান পেলি?

নিধি।—এখন, বাপ! আগে সবাই না এলে কিছু নয়, কিছু করতে পারবো না। ওই বাঘিনীর সুমুখে পড়লে—বাপ্! এখন ছেলের কথাও মুখে নয়। ওই দেখ ঘুমন্ত বাঘ্। সাবধান এখন জাগাস্ নি। আগে মহাপাত্র সৈন্য নিয়ে আসুক। জাগলে পাঁচ হাজারেও ও বাঘকে কায়দা করতে পারবি নি। সাবধান—পা টিপে—পা টিপে।

দলু।—নারায়ণ! রক্ষা কর।

নিধি।—ইস্।

চর।—কি বিভীষিকা!

নিধি।—তবু ঘুমন্তের চীৎকার। চলে আয়, চলে আয়। আড়ালে থেকে পাহারা দে। যদি জাগে, কোথায় যায় না যায় সন্ধান রাখ। (লক্ষ্মীর পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষ্মী।—কই কিছুইত বুঝতে পার্‌লুম না। তবু মনটা কেমন করছে কেন? (প্রাচীরে আরোহণ) য়্যাঁ! একি! আবার সৈন্য! হাজার হাজার—লাখ লাখ—কাতারে কাতারে দৃষ্টি চলে না এত সৈন্য কেবল সৈন্য। একি! আবার শত্রু! ওমা মঙ্গলচণ্ডী! কি হবে! আবার শত্রু!—ওখানে কে তুমি? পালিওনা—পালিওনা, তাহলে প্রাণে বাঁচবে না—দাঁড়াও—অভয় দিচ্ছি দাঁড়াও—তবু—শুন্‌লিনি। (আরোহণ ও চরের কেশাকর্ষণ করিয়া পুনঃ প্রবেশ)—কে তুই?

চর।—হত্যা ক'রনা—আমি গৌড়েশ্বরের দূত।

লক্ষ্মী।—তুই এলি কেমন করে।

চর।—গড় ডিঙ্গিয়ে এসেছি।

লক্ষ্মী।—মিথ্যা কথা—এ গড় ডিঙ্গিয়ে মানুষ আস্‌তে পারে এমন মানুষ আমি দেখিনি। সত্যি বল্‌, নইলে মুণ্ডছিঁড়ে ফেল্‌বো।

চর।—দূত অবধ্য।

লক্ষ্মী।—কিন্তু চোরের দূত অবধ্য নয়। চুরি ক'রে কারও নগরে প্রবেশ কর্‌বার অধিকার নেই।

চর।—অভয় দাও—ক্ষমা করবে বল।

লক্ষ্মী।—বল্‌—সত্য বল্‌—তাহ'লে তোকে হত্যা কর্‌বো না।

চর।—আমাদের লোক এই নগরে গুপ্তভাবে ছিল, সে ফটক খুলে দিয়েছে।

লক্ষ্মী।—ওই সব বাইরের সৈন্য ?

চর।—সব গৌড়েশ্বরের। তারা সেই খোলা ফটক দিয়ে নগরে প্রবেশ কর্‌ছে।

লক্ষ্মী।—নে, আয়—

চর।—কোথায় যাব ?

লক্ষ্মী।—তোরা চোর, তোদের বিশ্বাস নেই। আমার স্বামী এখানে নিদ্রিত আমি তোকে এখানে রেখে যেতে পার্‌বো না। তোকে কোন স্থানে আবদ্ধ রাখি, সে সময় ও আমার নেই। আমি তোকে পাঁচিলের ওপর থেকে গড়ের বাইরে ফেলে দেবো। মর্‌বিনি। কিন্তু খোঁড়া হয়ে পড়ে থাক্‌বি, সংবাদ দিতে পার্‌বিনি। যদি অক্ষত দেহে পড়িস্‌ তোর অদৃষ্ট

(চরের কেশাকর্ষণ করিয়া, প্রাচীরোপরি আরোহণ। চরের আর্ত্তনাদ)—মা কালী! দূত হাজার দোষের আকর হ'লেও অবধ্য। তুমি এই হতভাগ্যের জীবন রক্ষা কর। (নিক্ষেপ) সর্‌দার! সর্‌দার ওঠ। উঠে অম্বিকার বিপদ নিরীক্ষণ কর। অম্বিকার শত্রু প্রবেশ করেছে। বিশ্বাসঘাতকে তাকে গ্রাস কর্‌ছে। ওঠ্—উঠে পাপিষ্ঠদের মুখ থেকে আহার ছিনিয়ে নে-একি কাল নিদ্রা! এত ডাক্‌ছি, তবু শুন্‌ছিস্ না। সর্‌দার—সর্‌দার—ওঠ্। একি হ'ল! হে ভগবান্! একি কর্‌লে! ওঠ সর্‌দার! অম্বিকা যায়, চন্দ্রসূর্য্য জন্মের মত অস্ত যায়, ধর্ম্ম যায়—ওঠ।

(বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা।—কেও মা! কেন মা বাবাকে তিরস্কার কর্‌ছিস্। শত্রু হারিয়ে, তাকে দেশ ছাড়া করে, বাবা একটু বিশ্রাম করেছে, ভুলিস্ নি মা ভুলিস্ নি।

লক্ষ্মী।—শত্রু মরে নি—সে ঘরে ঢুকেছে।

বলা।—যাঁ্যা! সেকি!

লক্ষ্মী।—কথা কবার সময় নেই। অস্ত্র ধর্।

বলা।—বাবা! বাবা!

লক্ষ্মী।—ও আজ কাল নিদ্রায় আচ্ছন্ন। মানুষের কাছে আর সে জাগবে না।

বলা—[illegible] কি মা। তোর সন্তান জেগে আছে। তাকে [illegible] কর্। সে একাই তোর সমস্ত শত্রু সংহা[illegible]স্থক।

লক্ষ্মী।—তাহ'লে শিগ্‌গির যা—শত্রু কোন্ ফটকদে নগরে ঢুকেছে, সন্ধান কর্—প্রাণপণে বাধা দে।

(বলার প্রস্থান)

লক্ষ্মী।—সর্‌দার সর্‌দার।

দলু।—তবেরে মাগী! সর্‌দার- সর্‌দার। আমি সোণার পালঙ্কে শুয়ে কোথায়--কতদূরে—কোন সোণার সহরে চলেছি—অপ্সরারা বীণাযন্ত্রে সুর দিয়ে গান কর্‌ছে—গানে আমাকে আবাহন কর্‌ছে। আর মাগী পেছন থেকে সর্‌দার—সর্‌দার।

লক্ষ্মী।—সর্‌দার অম্বিকা যায়।

দলু।—যাক্‌না—একি তুচ্ছ অম্বিকা।

লক্ষ্মী।—চন্দ্রসূর্য্য জন্মের মত অস্ত যায়।

দলু।—যাক্‌না এ চাঁদ সূয্যির দিকে চায় কে? যেখানে আমার পালঙ্ক উড়ে চলেছে, সেখানে সূয্যি যেতে পায় না, চাঁদ হাস্‌তে সাহস করে না—আলো, কেবল আলো—শত শত চাঁদের আলো। পালঙ্কে তোরও স্থান আছে—নে যাস্ ত আয়। (পুনঃ শয়ন)

লক্ষ্মী।—দোহাই সর্‌দার পায়ে ধরি সর্‌দার, জেগে দেখ। না, আশা ভরসা সব শেষ। (দলুর অঙ্গ আচ্ছাদন করিতে করিতে) মা তন্ত্র জানিনা মন্ত্র জানিনা—কি চাইব তাও বুঝতে পার্‌ছি না—পাবার মত সামগ্রী সব দিয়েছিলে, বুঝি কপাল দোষে রাখতে পার্‌লুম না। নইলে সমরজয়ী বীর আজ চলে যাবার ভয় দেখায় কেন? রেখে গেলুম, তোমার পায়ের তলায় রেখে গেলুম। ([illegible])

(লক্ষ্মীর প্রস্থান)

(ডুমুনিগণের প্রবেশ)

১ম।—সরদারণী—কোথায় তুই ?

লক্ষ্মী।—এই যে বোন।

১ম।—আর কি করব সরদারনী ? পূর্ব্ব ফটক থেকে শত্রু হটিয়ে, আবার আমরা ফটক বন্ধ করে এসেছি।

লক্ষ্মী।—তবেত কার্য্য সিদ্ধি করেছিস্ বোন! স্বামীপুত্রের মর্য্যাদা রেখেছিস্। তবে বিরস মুখে মাথা হেঁট করে তোরা এসে দাঁড়ালি কেন ?

১ম।—(পরস্পরের মুখ চাহিয়া) কি বল্‌ব সর্দ্দারনী!

লক্ষ্মী।—মুখ চাওয়া চাওয়ি করছিস্ কেন ? কি হয়েছে বল্‌না! আমার ছেলে মরেছে ?

১ম।—তোর ছেলে বুঝি আর আসবে না।

লক্ষ্মী।—তাতে কি! বীর-ধর্ম্ম পালন করে ছেলে মরেছে। না বেঁচেছে। তার জন্য দুঃখ কি! কার জন্য শোক করবি! তোদের স্বামীপুত্র তারা কোথায় ?

১ম।—তোর ছেলে বেঁচে থাক্‌লে, বুঝি আমাদের সকল জ্বালা জুড়তো।

লক্ষ্মী।—নে দুঃখ রাখ! মান রক্ষা করেছিস্. মাকে ধন্য-বাদ দে। ছেলে কি মরেছে ?

১ম।—বিলম্ব নেই। অন্ধকারে এক বেটা চোর তার পেটে শড়কী মেরেছে—আমি বেটার মুণ্ডপাৎ করেছি কিন্তু তাতে-কি সরদারনী! অমূল্যধন আর ফিরে এলোনা—ছেলে বাঁচলো না! তার পেটের নাড়ী ভুড়ি বেরিয়ে পড়েছে।

(জনৈকা ডুমুনীর স্কন্ধে ভরদিয়া বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা।—মা মরেও ত সুখ হ'ল না। শত্রুর ত শেষ হল না। এক ফটকে শত্রুর গতি রোধ কর্‌লুম, কিন্তু মা চার ফটক খোলা। পিল পিল ক'রে, চার দিক দে লোক ঢুকছে।

লক্ষ্মী।—তবে টলতে টলতে এখানে এলি কেন বাপ্‌। এখানে আসতে যতক্ষণ তোর সময় গেল। ততক্ষণ যে অন্ততঃ দুটো পাপিষ্ঠকে নিপাত করতে পার্‌তিস্‌!

বলা।—তাই যাচ্ছি—যাবার সময় তোকে একবার দেখে যাচ্ছি।

১ম।—আবার শত্রু! তবে আমরাই বা আর থাকি কেন? আয় বোন আমরাও বলাইয়ের সঙ্গে পতিপুত্রের শোকে জল দিয়ে আসি।

লক্ষ্মী।—নারায়ণ রক্ষা কর।

সকলে।—কালী রক্ষা কর।

ডুমুনীগণ।— গীত।

হান্‌ হান্‌ খর সান্‌ তরোয়ার।
সময় নাইরে সময় আর॥
প্রলয় গর্জ্জন, ঘন ঘন ঘন,
বজ্র বরষণ লাখ ধার্‌।
ধ্বনিত শত্রু শিরে শমন দণ্ড সম,
অসী ঝন ঝন ঝনাৎ কার।
শত্রু মার্‌রে শত্রু মার্‌॥

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(অম্বিকা—দুর্গমধ্যস্থ কক্ষসম্মুখ।

(লক্ষ্মী)

লক্ষ্মী।—কি করলুম! কেন করলুম! রাজা ছেলে নিয়ে যেতে চাইলে কেন রাখলুম? পুত্র শোক! উঃ অসহ্য—অসহ্য—চোকের ওপর ছেলের মৃত্যু নিজে ডেকে আনলুম—উঃ—নানা—একি! একি বিভীষিকা—একি করালমূর্ত্তি—না দেবতা সব যাক্। আমার সব যাক্। তুমি রাজার ছেলে-টিকে রক্ষা কর। না—না- এ আমি কি বলছি-ছুটি ছুটি দোহাই ধর্ম্ম ছুটি পুত্র চন্দ্র সেন— সূর্য্য সেন—এক বোঁটাতে ছুটি ফুল বাঁচিয়ে রাখো—বাঁচিয়ে রাখ (দলুর প্রবেশ) য্যাঁ—য্যাঁ সর্দ্দার—জেগেছ—জেগেছ—তবে আর কি—তবে আমার সব আছে—সব আছে।

দলু।—কি কাল ঘুমেই আমি আচ্ছন্ন হয়েছিলুম লক্ষ্মী! কোথায় আমি কি ক'রে পড়েছিলুম, কিছু বুঝতে পারি নি। যদি এই সময়ে শত্রু এসে নগর প্রবেশ করত তাহ'লে কি সর্ব্ব নাশ হ'ত লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী।—সর্ব্বনাশ হ'ত কি সরদার! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

দলু।—সে কি!

লক্ষ্মী।—অম্বিকার আর কিছু নেই, অম্বিকার স্বাধীনতা পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছে।

দলু।—সে কি ' একি পাগলের মত বকৃচিস্। স্পষ্ট ক'রে বল—আমি কিছুই বুঝতে পারছি নি। এখনও আমার ঘুমের ঘোর ছাড়ে নি। শুধু দারুণ পিপাসায় জেগে উঠেছি।

লক্ষ্মী।—শত্রুর চর অম্বিকায় কোন রকমে প্রবেশ ক'রে ফটক খুলে দিয়েছে। পিল পিল ক'রে চারদিক দিয়ে শত্রু ঢুকেছে। স্ত্রীলোককটা অবশিষ্ট ছিল, তারাই প্রাণ পণে তাদের বাধা দিচ্ছে। (নেপথ্যে কোলাহল) ওই শোন—শত্রুর উল্লাস। অবলা কতক্ষণ হাজার হাজার শত্রুর গতি রোধ করতে পারে! সরদার! তোর এক ঘুমেই আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হ'ল! চন্দ্র সূর্য্যি বুঝি বাঁচাতে পারলুম না। তুই নেই কেউ নেই জেনে, আমি প্রাণপণে দোর আগলে প'ড়ে আছি। আমি গেলে কি হবে সরদার।

দলু।—বলাই।

লক্ষ্মী।—বলাই—বলাই! সরদার বলাই আমার নেই।

দলু।—হা ভগবান, একি করলে আমার এত পরিশ্রম পণ্ড হ'ল! এত গুলো প্রাণ বৃথা গেল! শুধু আমার দোষে—হা ভগবান।

লক্ষ্মী।—কি এখন করবি সরদার?

দলু।—আর টিট্‌কারি দিস্‌নি লক্ষ্মী!—কি করব? শত্রু ফেরাব—পুত্র হত্যার শোধ নেব—লক্ষ্মী। দারুণ পিপাসা আজ আমার অসুখের কাজ করেছে।—তুই জল আন—আমি [illegible]-

চললুম—ধর্ম্মকে আশ্রয় করে চিরদিন পথ চলেছি। ধর্ম্মের সহায় পেলে একজন মানুষ কত লক্ষ পিশাচের সঙ্গে যুঝতে পারে দেখবি আয়। আমি চললুম।

(নেপথ্যে কোলাহল)

লক্ষ্মী।—জল চাইলি যে ?

দলু।—এখানে অপেক্ষা করতে পারি না—এখানে আর এক লহমা থাকলে যা একটু আশা অবশিষ্ট তাও যাবে—ছেলে রক্ষার আর উপায় থাকবে না। তুই জল সঙ্গে নিয়ে আয়—

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

দুর্গ—প্রাচীর।

(নিধিরামের প্রবেশ)

নিধি।—যা—সর্ব্বনাশ হ'ল এত করেও কিছু হ'ল না—কিছু করতে পারলুম না। কে এল—কোথা থেকে এলো—ওবাবা। ওই যে দলু আসছে ওবাবা। তাহ'লে ত গেলাম। আর ত বাঁচলুম না। এগুতে পারবো না এগুলেই ধরা পড়বো। ধরা পড়লেই প্রাণ যাবে—কোথায় যাই কোথায় যাই—এলো যে এলো যে—(দলুর প্রবেশ) তাহ'লে এইখানেই এক জায়গায় মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকি।

দলু।—একি হ'ল ! কে রক্ষা করলে ! আমি কি একা তা নয়—দেবতা—দেবতা কিন্তু আর প্রাণ বাঁচে না—জল—জল

লক্ষ্মী! এলিনি এলিনি—জল নিয়ে এলিনি—প্রাণ যায়—
—পিপাসা—পিপাসা—আর চল্‌তে পারিনি—অন্ধকার—যে
দিকে চাই—সেই দিকেই অন্ধকার—জল—জল।

(ভূমিতলে শয়ন)

নিধি।—য়্যাঁ শুলো যে! তাইত—তাই—তাইত, শুলো
যে—একেবারেই শুলো যে—

দলু।——জল—জলএক বিন্দু জল—কে কোথায় আছ—
এক বিন্দু জল দাও—যা চাইবে তাই দেবো—যা মূল্য চাইবে—
যদি সর্ব্বস্ব দিলেও একবিন্দু জল পাই—আমি আজ তাও দিতে
প্রস্তুত আছি। জল জল।

নিধি।—দেবে—যদি জল দিতে পারি দেবে—যা চাইব দেবে?

দলু।—আমার আয়ত্তে থাকে দোবো।

নিধি।—বস্—তাহ'লেই হ'লজানি তুমি সত্যবাদী।

(নিধির প্রস্থান)

দলু।—তাইত কি কর্‌লুম! কি চাইবে? একবিন্দু জলের
বদলে কি চাইবে? য়্যাঁ মনে একটা ভয় আস্‌ছে কেন? মহা-
পাত্রের ভয়ে প্রাণরক্ষার জন্য ওব্যক্তি আমার কাছে আশ্রয়
ভিক্ষা করতে এসেছে। এমন লোক সামান্য জলের জন্য
আমার কাছে কি দাম চাইবে। কিন্তু জল ত এখন আমার
কাছে সামান্য নয়—জল যে এখন আমার প্রাণ—তাইত কি
ক'র্‌লুম, ভগবান, সত্যপাশে আবদ্ধ হয়ে এ আমি কি
কর্‌লুম, কিছুই যে বুঝতে পার্‌ছি না! আজীবন সত্যপালন
করে এসেছি। জল এনে যদি রাজ্য চায়—যদি চন্দ্র সূর্য্যি দুই

ভাইকে চায় ও ভগবান, কি করলুম, কিন্তু জল এক বিন্দু জল। লক্ষ্মী, এখনও এলিনি কি করলি, এখনও আয় এখনও আয়, নইলে বুঝি সর্ব্বস্ব বিকিয়ে যায়—এখনও আয়। না এলো না—কি যেন বিকিয়ে গেল। ওই আস্‌ছে—জল নিয়ে আস্‌ছে—দোহাই ভগবান। এইটে কর, যেন রাজ্য না চায়, ছেলে না চায়।

(নিধির প্রবেশ)

নিধু।—এই নাও দলু জল খাও। (দলুর জল পান) নাও, এইবার যা চাইব দাও।

দলু।—তুমি কি চাও?

নিধি।—দলু! আমি তোমার মাথা চাই।

দলু।—যাঁ্যা!

নিধি।—জানি তুমি সত্যবাদী, জানি তুমি জীবনে কখন মিথ্যা কও নি। সত্যরক্ষার জন্য তুমি প্রাণকেও তুচ্ছজ্ঞান কর। দলু! আমার এই জলের মূল্যস্বরূপ তোমার মাথা দিয়ে সত্যরক্ষা কর।

দলু।—মা রঙ্কিনী কি করলে!

নিধি।—দাও, দলু মাথা দাও।

দলু।—তাহ'লে তুইই বিশ্বাসঘাতক! তোকে নিরাশ্রয় মনে ক'রে আশ্রয় দিয়েই কি আমি মনিবের, নিজের সর্ব্বনাশ করলুম।

নিধি।—তুমি মনিবের নেমক খেয়ে তার রাজ্যরক্ষা করছ— আমি মনিবের নেমক খেয়ে তোমাকে মারতে এসেছি। দাও দলু শিগগির তোমার মাথা দাও।

দলু।—সত্য করিছি আর ভয়কি ভাই, মাথাই তোমাকে দান করব। তবে একটু ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করতে সময় দাও।

নিধি।—তা দেব না! অবশ্য দেবো। তুমি ইষ্টিদেবতার স্মরণ কর, আমি অস্ত্র নিয়ে আসি।

(নিধিরামের প্রস্থান)

দলু।—হে কৃষ্ণ! হে মদনমোহন! আমি শাস্ত্র জানি না—মন্ত্র জানি না—জাতির অধম, কি ভাল, কি মন্দ, কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম কিছুই বুঝি না। তবে গুরুমুখে শুনেছি সত্যের জয়। গুরুবাক্য হৃদয়ে ধ'রে আমার মনিবের মর্য্যাদা রাখতে, হে দেবতা তোমার শ্রীচরণে মাথা রাখলুম।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী।—সরদার। সরদার! এই যে সরদার! বড় বিলম্ব হয়ে গেছে জল আনতে মরা ছেলের গায়ে পা ঠেকে পড়ে গিয়েছি। তাই আসতে বিলম্ব হয়ে গেছে। এই নে সরদার—জল খা। বলাই আমার পথের মাঝে প'ড়ে আছে। শত্রুর বুকে মাথা দিয়ে ছেলে আমার চিরদিনের মতন ঘুমিয়েছে। চারিধার বেড়ে মরণের পথে সঙ্গিনী ডোম রমণী। চল্ সরদার, জল খেয়ে দেখবি চল—ছেলের বুকে পেটে অস্ত্র চিহ্ন, পিঠ পরিস্কার!

দলু —আর জল! লক্ষ্মী! পিপাসা আমার মিটে গেছে। জল পেয়েছি—কিন্তু প্রাণের বিনিময়ে পেয়েছি। লক্ষ্মী আর আমার পানে চাস্‌নি—ফিরে যা। চন্দ্র সূর্য্যকে রক্ষা কর। আমি পদার্থ হীন বন্দী।

লক্ষ্মী।—তুই যে কখনও মিথ্যে বলিস না সরদার! এ দারুণ দুঃসময়ে তুইও সত্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করলি। আমার সঙ্গে তামাসা করতে লাগলি।

দলু। তামাসা নয় লক্ষ্মী! যথার্থই আমি বন্দী। আমি পিপাসায় উন্মত্ত হয়ে একবিন্দু জলের জন্য সব দিতে চেয়ে ছিলুম। এক দুরাত্মা অবকাশ বুঝে, আমাকে জল দিয়ে, মূল্যস্বরূপ আমার মাথা প্রার্থনা করেছে। সে অস্ত্র আনতে গেছে, আমি সত্যবদ্ধ বন্দী হয়ে এখানে বসে আছি।

লক্ষ্মী।—কি আমি বেঁচে থাকতে, আমার সুমুখে তোর মাথা নেবে। কে? কোন পিশাচ কোথায় সে?

দলু—শান্ত'হ—শান্ত'হ—আমার আর কি আছে লক্ষ্মী। শুধু ধর্ম্ম আছে, সে ধর্ম্ম রক্ষা না করলে, কে করবে লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী।—তাইত এ কি হ'ল। কোথায় চললি। কেন চললি? তোকে দেখে যে আমি সব ভুলে ছিলুম।

দলু।—সত্যের বন্ধনে যদি ভগবানকে বাঁধা যায়, তাহ'লে ঠিক বলছি লক্ষ্মী, পরপারে গিয়ে ভগবানকে আয়ত্ত ক'রে, তাঁকে অম্বিকা রক্ষার জন্য, রাজপুত্রদের রক্ষার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করবো। নতুবা প্রাণ—কিসের তুচ্ছ প্রাণ। আকাশে নীল পদ্মাসনে মেঘের গর্জ্জনে বংশীর সুর মিশিয়ে, সত্যময় ভগবান আমাকে সত্য রক্ষার আদেশ করছেন। দেবতারা সিংহাসন ঘেরে দাঁড়িয়ে আছে। (মাথা দেখাইয়া) এই ফুলে তারা নারায়ণের শ্রীচরণে অঞ্জলি দেওয়া দেখবে। দে লক্ষ্মী! নীচ ডোম রমণীর পক্ষে এমন শুভদিন আর আসবে না। দে লক্ষ্মী! তোর এই প্রিয় পুষ্প ভগবানের পাদপদ্মে অঞ্জলি দে।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

অম্বিকা—দুর্গমধ্যস্থ কক্ষসম্মুখ।

(সামুলা)

সামুলা।—ও ভগবান্! একি কর্‌লে! এ কালঘুম কোথা থেকে আমার চোখে এনে দিলে। ঘুম, ঘুম—এত ঘুম! কেন এলো? কে দিলে? আরও ত কতকাল এমনি ক'রে জেগে পাহারা দিয়েছি, অম্বিকায় আরও কতবার ত শত্রুতে ঘেরে ছিল—ছেলে আমার হাতে পাহারার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছে—দিন রাত, হপ্তা হপ্তা, পক্ষ পক্ষ জেগেছি, কিন্তু এমন বিপদে ত কখন পড়িনি! ছেলে আগলে তিন দিন তিন রাত জেগে আছি—একটী দণ্ডের জন্যও ত পলক পড়েনি! তবে আজ একি! ও ভগবান! একি কর্‌লে! লক্ষ্মী যে আমার হাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে গেছে। নিশ্চিন্ত হয়ে সে দেশ রক্ষা কর্‌ছে। বড় বিশ্বাস—আমার ওপরে যে তার বড় বিশ্বাস। কে কোথায় আছ—এই ঘুমের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর! কি করি—চোক দুটো উপড়ে ফেলি। না, তাতেও ত ফল হবে না। অন্ধ হ'লে কেমন করে বাছাদুটীকে রক্ষা কর্‌ব? বিশ্বাস! হে ঠাকুর, বিশ্বাস—রক্ষে কর—রক্ষে কর—ঘুম ঘুম (ক্ষণেক নিদ্রা ক্ষণেক জাগরণের অভিনয়) হ'লনা—গেল—গেল (নিদ্রা)।

নিধি।—বস্, কাজ শেষ। বাপ, খুঁজে খুঁজে হায়রাণ। অম্বিকার সমস্ত ঘর আলোড়ন করেছি। লক্ষ্মীবেটী কি গোপন

স্থানেই লুকিয়ে রেখেছে। বুড়ী বেটীকে লাঠী মেরে নিকেশ করে দিই। আর ওতে কি পদার্থ আছে—লাঠীর গুতোয় বেটীকে সরিয়েই দেওয়া যাক্ না। (সামুলাকে পদাঘাত) (সামুলা কর্ত্তৃক নিধির পদ ধারণ) এই বুড়ী পা ছাড়। আরে মর্, কি বজ্রমুষ্টিতেই পা ধর্‌লে। এই বুড়ী, পা ছাড়্।

সামুলা। কে তুই?

নিধি।—তোর যম।

সামুলা।—আমার যম।

নিধি।—পা ছাড়—নইলে এখনি তোর গলায় ছুরি দেব।

সামুলা।—ছুরি,—আমার গলায়—তুই, (পদ আকর্ষণ ও নিধির পতন)।

নিধি।—এই—এই তবেরে শয়তানী।

সামুলা।—তবেরে চোর শয়তান (সামুলা কর্ত্তৃক নিধির গলদেশ ধারণ) ছেলে চুরি কর্‌তে এসেছ, ছেলের কাছে তোমাকে আর পৌছিতে দিচ্ছি নি। তোমায় কালে ধরেছে।

নিধি।—রক্ষে, রক্ষে, দোহাই রক্ষে হুজুর! যাই—প্রাণ—যায়—

সামুলা।—আমি যে ঘরে পাহারা, বেটা সে ঘরে চুরি। (মহাপাত্র ও সৈন্যের প্রবেশ) (শামুলাকে অস্ত্রাঘাত) লক্ষ্মী! মা আমার, রক্ষে কর, রক্ষে—(মৃত্যু)

মহা।—সরিয়ে ফেল্—সরিয়ে ফেল্—দু'টোকেই সরিয়ে ফেল্। এখনও বিশ্বাস নেই, এখনও লক্ষ্মী বেঁচে, এখনও সে সিং দরজায় পাহারা দিচ্ছে। সরিয়ে ফেল্। যাক্, নিধেও মরেছে, বক্‌সিসের দায় থেকে নিস্তার পেয়েছি। দরজায় সব

পাহারা দে, লক্ষ্মী এলে সকলে এক সঙ্গে অন্ধকারে আক্রমণ করবি। বস্ আর আমাকে পায় কে, এই বারে শোধ, অপমানের শোধ, অম্বিকা শ্মশান—নয়ন সেনের বংশ এইবারে নির্ব্বংশ। কিন্তু দরজা কই, ঘরের দরজা কই, কই কিছুইত দেখতে পাচ্ছিনে, একি অন্ধকার। ঘরের পর ঘর, তারপর আবার ঘর, ছেলে ছুটোকে তবে কোন্ ঘরে লুকিয়ে রেখেছ। খোঁজ খোঁজ, চারিদিকে খোঁজ।

(নিদ্রিত চন্দ্রসেন ও সূর্য্যসেন)

(চন্দ্র সেনের মাতার প্রেতাত্মার আবির্ভাব)

মাতা।—চন্দ্রসেন!

চন্দ্র।—(উঠিয়া) য়্যা! কে? মা? না-না—কে তুমি?

মাতা।—আমি তোমার গর্ভধারিনী।

চন্দ্র।—তা কেন—য়্যা, তা কেন! তা হ'লে আমার মা—

মাতা।—তিনি তোমার পালিকা মা। আমারই গর্ভে তুমি জন্ম গ্রহণ করেছ। তুমি মান্দারণরাজ লক্ষণ সেনের পুত্র।

চন্দ্র।—তবে মা আমি এখানে কেন।

মাতা।—ভগবানের ইচ্ছায়। প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে এক দস্যু কর্ত্তৃক তোমার পিতার রাজ্য আক্রান্ত হয় তোমার পিতা তার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। তুমি তখন ছয় মাসের শিশু। আমি অনাথিনী, তোমাকে রক্ষা করবার উপায় না দেখে, তুমি যাকে পিতা বল, সেই মহাপুরুষের শরণাপন্ন হই। তিনিই তোমাকে ভীষণ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। তোমাকে নিরাপদ দেখে আমি স্বামীর সহমৃতা হই।

চন্দ্র।—ম্যা, মা তুমি মা! এতদিন পরে সন্তানকে কেন দেখা দিতে এলে মা! আমি যে পূর্ণমাত্রায় মায়ের আদর লাভ করেছি মা!

মাতা।—বাপ, সেই বার বৎসর পূর্ব্বে রাজার মহোপকার—তোমার জনক জননী ঋণবন্ধনে আবদ্ধ। আজ সে মহাকার্য্যের মূল্য দেবার সময় এসেছে। মান্দারণরাজ! আজ তুমি তোমার পরলোকগত পিতাও মাতাকে ঋণ মুক্ত কর।

চন্দ্র।—কি করব। আজ্ঞা করুন।

মাতা।—নিষ্ঠুর ঘাতক তোমার ভাইটীকে হত্যা করতে আসছে। রাজা নয়ন সেনের বংশলোপ কর্‌তে আসছে। তোমাকে সে হত্যা কর্‌বে না। অথচ নরাধম তোমাদের কাউকে ও চেনে না।

চন্দ্র।—বুঝতে পেরেছি—আশীর্ব্বাদ কর, যেন জীবন দিয়ে ভাইয়ের জীবন রক্ষা করতে পারি!

মাতা।—বাপ! তোমার পরলোকগতা গর্ভধারিনী তোমায় আশীর্ব্বাদ করে তোমা হতে তোমার পিতার মর্য্যাদা রক্ষা হোক। (অন্তর্দ্ধান)

চন্দ্র।—কি কর্‌ব? বিনা বাধায় প্রাণ দেব! দলু ভাই, আমাকে যে প্রাণপণে রণকৌশল শিখিয়েছে। তার শিক্ষা পণ্ড করবো বিনা, বাধায় প্রাণ দেবো, কাপুরুষের মতন দেহ ত্যাগ করবো। কি কর্‌রি? না, আত্মরক্ষা করতে গেলে যদি ভাই আমার জেগে ওঠে। তা'হলে যে সব রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে, ভাইত তাহলে বাঁচবে না—পিতৃঋণত শোধ হবে না। মায়ের আদেশ ত রক্ষা হবে না। অস্ত্র হাতে থাকলে আত্মরক্ষা

প্রবৃত্তি আসবে—(অস্ত্র নিক্ষেপ) মদনমোহন! আমাকে জীবন দানের বল দাও। আর ভাইকে আমার রক্ষা কর—পিতাকে ঋণ মুক্ত কর—ঋণ মুক্ত কর—

(মহাপাত্রের প্রবেশ)

মহা।—কে তুই—বসে আছিস কে তুই?

চন্দ্র।—আমি মহারাজ নয়ন সেনের পুত্র—আমার নাম সূর্য্য সেন।

মহা।—পাশে শুয়ে যে ঘুমুচ্ছে ও কে?

চন্দ্র।—ওটী মান্দারণের রাজার পুত্র। আমার মা ওটীকে পালন করেছেন।

মহা।—ঠিক হয়েছে—নে এই সময় একবার জন্মের মতন মা বাপকে ডেকে নে।

চন্দ্র।—নারায়ণ—নারায়ণ—

মহা।—ডাক্—ডাক্—ডেকেনে—যাকে পারিস্ এই বেলা ডেকেনে। আরে ম'ল তরোয়াল থাপ থেকে বেরুতে চায় না কেন, আরে মল একি হল।

চন্দ্র।—মদনমোহন—মদনমোহন—

(রাখালবালকের প্রবেশ)

রাখাল।—এই যে ভাই — (অন্তর্দ্ধান)

চন্দ্র। য়্যাঁ য়্যাঁ তুমি মদনমোহন মদনমোহন--(মূর্চ্ছা)

মহা। আর মদনমোহন! আর কোন মোহনই তোমাকে রক্ষা করতে পারছেন না। (অস্ত্রাঘাত, নেপথ্যে কামান শব্দ) য়্যাঁ একি হল! কি কঠোর দেহ অস্ত্র ভেঙ্গে গেল, ইস কি বিভীষিকা কি অন্ধকার!!

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী।—পিশাচ! এত ক'রে ও তোর পাপ কার্য্যের স্পৃহা মিটল না। (মাহাপাত্রকে অস্ত্রাঘাত, মহাপাত্রের পতন)

(বেগে মণিরামের প্রবেশ)

মণি।—চন্দ্র সেন—সূর্য্য সেন।

সূর্য্য।—(উঠিয়া) দাদা! দাদা!

মণি।—ও লক্ষ্মী কি হ'ল! চন্দ্র সেনের গায়ে রক্তস্রোত।

মক্ষো।—হ্যাঁ—নেই—চন্দ্র সেন নেই—(মূর্চ্ছা)

সূর্য্য।—দাদা! দাদা।

মণি—(সূর্য্যকে ধরিয়া) নরাধম! কি করলি! রাজা নয়ন সেনের ওপর রাগ—মান্দারণের নিরপরাধ রাজপুত্রকে হত্যা করলি কেন?

মহা।—কি বললে, চন্দ্র সেন—তবে হল'না—এত ক'রেও হ'ল না,—বংশ লোপ হ'ল না—জ্বালা,—নরকের জ্বালা (মৃত্যু)

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

অম্বিকা—দুর্গমধ্যস্থ রাজপ্রাসাদ-সম্মুখ।

(বীরমল্ল, নয়ন সেন, রঞ্জাবতী)

বীর।—সন্ধান কর—সন্ধান কর।

পদ্মা।—হতাশ হবেন না মহারাজ সন্ধান করুন।

নয়ন।—আর সন্ধান—কাকে সন্ধান—কে আছে মহারাজ,

অম্বিকায় রক্ত—নদীর বন্যা। চারিদিকে কবন্ধের মূর্ত্তি—শিশু বৃদ্ধ রমণী তারাও পর্য্যন্ত এক এক ক'রে অম্বিকার জন্য প্রাণ দিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন না—শ্মশান অম্বিকায় শুধু ভূত প্রেতের তাণ্ডব-নৃত্য দেখতে পাচ্ছেন না—খল খল হাসি শুনতে পাচ্ছেন না।

বীর।—পাচ্ছি—কিন্তু তার ভেতরেই আশা পাচ্ছি—শ্মশান ভূমিই মৃত্যুঞ্জয়ের প্রিয়-নিবাস। রাখালরাজ আমাকে পুত্রশোক-সন্তপ্ত করবার জন্য মৃত্যুর হাত থেকে টেনে আনেন নি। সন্ধান কর—সন্ধান কর।

(থালায় মুণ্ডদ্বয় লইয়া ও এক হস্তে সূর্য্য সেনকে লইয়া লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী।—মহারাজ, আমার স্বামী-পুত্র—আপনার সাজান বাগানের দু'টী ফুল—প্রকাণ্ড ঝড়ে ঝরে গেছে—এই পুষ্পাঞ্জলি নিন। আর এই নিন আপনার বংশধর।

রঞ্জা।—আর আমার চন্দ্র সেন।

লক্ষ্মী।—মা, কি বলব তাকে রক্ষা করতে পারিনি। স্বামী দিয়েছি পুত্র দিয়েছি আপনার বলবার যেখানে ধূলি গুঁড়ি যা ছিল—সব ধর্ম্মের পায়ে—ঢেলে দিয়েছি, তবু চন্দ্র সেনের প্রাণ বাঁচাতে পারি নি।

(ধর্ম্মানন্দের প্রবেশ)

বীর।—য়্যাঁ মদনমোহন! তুমিও কি ছলনা কর।

ধর্ম্ম। করেন—স্থানবিশেষে লোকবিশেষে করেন তা বলে এখানে করবেন কেন? এই যে ধর্ম্মপরায়ণা সতী প্রভুর

জন্য সর্ব্বস্ব ধর্ম্মের চরণে দান করলে তার কি কিছুই পুরস্কার নাই সতী ওঠ, দেখ মহাদান কখন ব্যর্থ হয় না। ওই তোমার চন্দ্র সেনকে নিরীক্ষণ কর।

(চন্দ্রসেন ও মনিরামের প্রবেশ)

মণি।—বেঁচেছে বেঁচেছে—

চন্দ্র।—দিদি! দিদি! (লক্ষ্মীকে বেষ্টন)

লক্ষ্মী।—ঘ্যাঁ একি একি!

বীর।—পুত্রশোক! এ বয়সে পুত্রশোকে জর্জ্জরিত হয়ে মরব বলেই কি ভগবান আমাকে দল-মাদল ধরবার শক্তি দান করেছেন। মদনমোহনের জয় ঘোষণা কর। এ সমস্তই মদন-মোহনের লীলা। লক্ষ্মী! ধর্ম্ম রক্ষা ক'রতে স্বামী দিয়েছিস মদন মোহন তোর পুত্র হয়ে মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন।

মনি।—যথার্থই মদনমোহন রক্ষা করেছেন। মৃত মনে করে বালককে নেড়ে চেড়ে দেখি যে গায়ে অস্ত্র চিহ্ন নেই। পাষণ্ড মহাপাত্র ছেলেকে মারতে অন্ধকারে পাথরে অস্ত্রের ঘা মেরেছে। অস্ত্র তার চূরমার হয়ে গেছে।

লক্ষ্মী।—কে করলে ঠাকুর! আমি যে চখের ওপর রক্তের নদী দেখে এলুম।

ধর্ম্ম।—কে রক্ষা করলে দেখবে?

(পট পরিবর্ত্তন)

(কবন্ধ-রচিত সিংহাসনে বিদ্ধবক্ষ
মদনমোহন-মূর্ত্তি)

ওই দেখ, রাখালরাজ তোমার ধর্ম্মরক্ষা করতে নিজের বুকে অস্ত্র ধরেছেন। ওই দেখ তোমার স্বামী, পুত্র। ওই দেখ তোমার আত্মীয় স্বজন পার্শ্বদ করে ভগবান তাদের পাশেতে বসিয়েছেন। তুচ্ছ দেহের বিনিময়ে অনন্তজীবন--ক'জন এ জীবন পায় লক্ষ্মী!

"নজায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

সৃষ্টি।-- গীত।

এমন দিন কি হবে ভ্রম যাবে ফুটবে যবে আঁখি।
খুলে যাবে হৃদয়ের দ্বার, দেখবো সর্ব্ব একাকার,
উঠবে নেচে প্রাণ আমার কৃষ্ণময় সব দেখি॥
চল্‌বো আমি যথা তথা, কৃষ্ণ সনে কইব কথা,
কৃষ্ণ বসন, কৃষ্ণ ভূষণ, কৃষ্ণরূপে ঢাকি।
সমীরণে কৃষ্ণ গান, কৃষ্ণ-সিন্ধু-নীরে প্রাণ,
ডুবিয়ে দেব সদাই রব কৃষ্ণ রসে মাখা মাখি।

যবনিকা পতন

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

আলিবাবা (রঙ্গ-নাট্য) ... ... ॥০

প্রমোদ রঞ্জন (নাটিকা) ... ... ॥০

কুমারী ... (নাটিকা) ... ... ।৵০

বভ্রুবাহন ... (নাটক) ... ... ॥০

বভ্রুবাহন নাটকান্তর্গত চরিত্রগুলি 'বঙ্গবাসী'র মতে সেক্‌সপিয়রের নাটকীয় চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়। প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠ্য।

জুলিয়া ... (নাটক) ৸০

'জুলিয়া'র চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের।

সপ্তম প্রতিমা (নাটক) ... ... ॥০

সাবিত্রী ... (নাটিকা) ... ... ॥০

'সাবিত্রী'ও বভ্রুবাহনের ন্যায় প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠ্য।

বেদোরা ... (রঙ্গ-নাট্য) ... ... ॥০

বৃন্দাবন বিলাস ... ... ।৵০

মহাজনদিগের পদাবলীর এক একটী পদ অমূল্য মণি। হাতে সেই মণিগুলি যত্নের সহিত গ্রথিত।

রঘুবীর ... (নাটক) ৸০

প্রতাপ-আদিত্য (নাটক) ... ... ১৲

কবি কাননিকা ... ... ১৲

কবি কাননিকা নূতন ধরণের উপন্যাস। বাঙ্গালায় এরূপ রণের হাস্যরস পূর্ণ উপন্যাস কচিৎ বাহির হইয়াছে। বুদ্ধিমান পাঠক ইহা পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন। "কমলাকান্তের পর্দ্ধাবিজয়ী কবি কাননিকা।" —বঙ্গবাসী।

'ভারতী'তে আংশিক প্রকাশিত উপন্যাস 'নারায়ণী' যন্ত্রস্থ।